প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন

প্রশিক্ষক সহায়িকা

Patti Moore, Xuemei Zhang, Ronnakorn Triraganon

RECOFTC
THE CENTER FOR PEOPLE AND FORESTS
SNV
UKaid
from the British people

প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন

প্রশিক্ষক সহায়িকা

মুল লেখক: Patti Moore, Xuemei Zhang, and Ronnakorn Triraganon

অনুবাদ: মো: আহ্সানুল ওয়াহেদ, নাসিম আজিজ, মারুফা সুলতানা, আবুল কালাম আজাদ ভূঁইয়া, মো: কামরুজ্জামান, এনামুল মজিদ খান সিদ্দিকী, বুশরা নিশাত, ওয়াসিম নেওয়াজ, সৈয়দ মাহমুদুর রহমান, তামান্না হোসেন।

সম্পাদনা: মাসুদ সিদ্দিক

IUCN

RECOFTC THE CENTER FOR PEOPLE AND FORESTS

SNV

Translated with support from UKaid from the British people

The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any country, territory, administration, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication are authors' personal views and do not necessarily reflect those of IUCN.

This translated book is published with financial support received from UKaid from the Department for International Development of the Government of the United Kingdom under the Governance and Transparency Fund (GTF) Programmes through "Improving Environmental Governance for Sustainable Management of Natural Resources in Bangladesh" of the "Improving Natural Resource Governance for Rural Poverty Reduction" Project.

Published by: (Original Version) IUCN, Gland, Switzerland, RECOFTC, Bangkok, Thailand, and SNV in Asia, Hanoi, Vietnam. (Translated Version) IUCN Bangladesh Country Office.

Copyright: © 2012 IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, RECOFTC - The Center for People and Forests and SNV Netherlands Development Organisation.

Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged.

Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder.

Citation: Patti Moore, Xuemei Zhang, and Ronnakorn Triraganon (2012) *Natural Resource Governance Trainers' Manual*. IUCN, RECOFTC, SNV, Bangkok, Thailand. xii +248 pages.

Translated by: Md. Ahsanul Wahed, Nasim Aziz, Marufa Sultana, Abul Kalam Azad Bhuiyan, Md. Kamruzzaman, Enamul Mazid Khan Siddique, Bushra Nishat, Wasim Newaz, Sayad Mahmudur Rahman and Tamanna Hossain.

Bangla edited by: Masud Siddique

IUCN, RECOFTC and SNV do not take any responsibility for errors or omissions occurring in the translation into Bangla of this document whose original version is in English.

ISBN: 978-984-33-5421-1

Cover, sketches and layout by : Edwin Yulianto

Printed by: Bangla Communications Ltd.

Available from: IUCN (International Union for Conservation of Nature)
Bangladesh Country Office
House 11, Road 138, Gulshan 1
Dhaka 1212, Bangladesh
Tel: 880-2-9890423, 9890395
Fax: 880-2-9892854
info.bangladesh@iucn.org
www.iucn.org/bangladesh

কৃতজ্ঞতা

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি ২০১১ সালে তৈরী ও প্রকাশিত। এটি তৈরী করতে প্রায় ছয় বছর সময় লাগে। সহায়িকাটি তৈরী করতে কারীগরি সহায়তা প্রদান করে আইইউসিএন, রিকফ্ট ও এসএনভি এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি তৈরী প্রক্রিয়ায় এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাবহার করা হয় এবং এর উন্নয়নে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত নেয়া হয়। ২০১১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় আইইউসিএন বাংলাদেশ একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যেখানে এই সহায়িকার সাহায্য নেয়া হয়। বাংলাদেশে আয়োজিত সেই প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা এর কার্যকারীতা অনুধাবন করে এটি বাংলায় অনুবাদ করার পরামর্শ প্রদান করে।

সহায়িকাটি চুড়ান্ত করার নিমিত্তে ২০১১ সালের জানুয়ারীতে ব্যাংককের রিকফ্ট সেন্টারে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত নেয়া হয়। এই সহায়িকাটিকে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন দেশের ঘটনার বিবরন দেয়া হয়েছে।

আইইউসিএন বাংলাদেশে এরকম একটি প্রশিক্ষণ সহায়িকা তৈরীতে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্যাটি মুর, রনাকর্ন তিরাগনন ও জুমি জ্যাং, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সহায়িকাটি তৈরী হয়েছে।

এই সহায়িকাটি অনুবাদে সহায়তা করেছেন - আই ইউ সি এন বাংলাদেশে কর্মরত বুশরা নিশাত, মারুফা সুলতানা, আবুল কালাম আজাদ ভূঁইয়া, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ সাহেদ মাহাবুব চৌধুরী, এনামুল মজিদ খান সিদ্দিকী, ওয়াসিম নেওয়াজ, সৈয়দ মাহমুদুর রহমান ও তামান্না হোসেন। যাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শামীম আরা বেগম ও শেখ আসাদুজ্জামান এর প্রতি যারা সহায়িকাটিকে সম্পন্ন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

এই সহায়িকাটি সম্পাদনা করার জন্য জনাব মাসুদ সিদ্দিক ও তাকে সম্পদনা করার অনুমতি প্রদানের জন্য সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস)-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সহায়িকাটির উন্নয়নে যেকোন ধরনের পরামর্শ সাদরে গ্রহন করা হবে।

নাসিম আজিজ
মোঃ আহসানুল ওয়াহেদ

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে জলাভূমি, নদনদী,সমুদ্র ও বনভূমি যা এদেশের সিংহভাগ মানুষের জীবিকার যোগান দেয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ও মানুষের কার্যকলাপের কারণে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে যা এই সম্পদের সাথে জড়িত মানুষের জীবিকার উপর প্রভাব ফেলছে। তাই এই সম্পদ রক্ষা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে- জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন ও জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী। এই সহায়িকাটি দুটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে (১) সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালাসমূহকে সহজবোধ্য করা, (২) প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া। আশা করা যায় যে, এ সহায়িকাটি ব্যবহার করে প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষনার্থীদের কাছে তাদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজবোধ্য ও উপযোগী করে তুলতে পারবে।

সূচীপত্র

সূচনা ০১

প্রশিক্ষণ সহায়িকার গঠন ও রূপরেখা ০৫

পরিবীক্ষণ, স্ব-মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ১৩

প্রশিক্ষণের বিষয়সূচী ১৯

দৃশ্যপট স্থাপন

একে অপরকে জানা/পরিচিতি ৩৯

কোর্স পরিচিতি ও অংশগ্রহনকারীদের প্রত্যাশা ৪৫

দলগত নির্দেশনা তৈরী, পরিবীক্ষণ ও আত্মপর্যালোচনা ৫১

সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ৬৩

স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ৭৩

সুশাসন সংজ্ঞায়িতকরণ, সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালা সমুহ।

সুশাসন সংজ্ঞায়িতকরণ ৮১

সুশাসন ও ব্যাবস্থাপনা ৯৪

সুশানের উপাদান: সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ আইন ১০০

সুশানের উপাদান: প্রতিষ্ঠান ১১১

সুশানের উপাদান: প্রক্রিয়াসমুহ ১২৩

সুশাসন নীতিমালা: ভূমিকা ১৩৩

সুশাসন নীতি: জবাবদিহিতা ১৪৫

সুশাসন নীতি: স্বচ্ছতা ১৫৪

সুশাসন নীতি: অংশগ্রহণ ১৬৬

সুশাসন নীতি: আইনের শাসন ১৭৯

সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালাসমূহ: সমাপ্তি আলোচনা ১৮৮

সুশাসন উপাদান এবং নীতিমালা: ভূমিকাভিনয় ১৯৩

সুশাসন চর্চা

সুশাসন কাঠামো ২১৪

সুশাসন কাঠামো-বিষয়াবলী, কার্যক্রম ও সুচকসমূহ ২৩১

দলগত বির্তক: প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য চার সুশাসননীতির সবগুলোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২৪০

প্রশিক্ষণার্থী ফিডব্যাক ফরম ২৪৬

অধ্যায়

১

সূচনা

অধ্যায়

অধ্যায়

১ সূচনা

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাবস্থাপনায় সুশাসন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান সমুহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং এর ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হয়। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে যারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিমালা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাদের সুশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা দিতে হবে যাতে করে তারা নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারে।

এই সহায়িকার উদ্দেশ্য হলো সুগঠিত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা দেয়া। এ সহায়িকাটি প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে অংশগ্রহনকারীর নিজস্ব জবানীতে বর্ণিত অভিজ্ঞতা কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের জন্য কাজে লাগাতে পারে তা দেখাতে ও বোঝাতে সাহায্য করবে।

■ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা:

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে অন্তর্ভূক্ত অধ্যায়সমুহ এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে করে প্রশিক্ষণকালে কার্যকরী ও পারস্পরিক শিখন নিশ্চিত করতে সর্বনিম্ন ১০জন এবং সর্বোচ্চ ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী রাখা যেতে পারে।

■ প্রাথমিক প্রশিক্ষণার্থী:

উচ্চ ও মধ্যপর্য্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সুশীলসমাজ নেতৃবৃন্দ যারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন এবং/অথবা এর বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে এক ব্যাচে উভয় ধরনের প্রশিক্ষণার্থী অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন যাতে করে তারা প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রত্যাশা বিনিময় করতে পারে।

■ অন্যান্য পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থী

এই পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ এর পরিবর্তে সংক্ষেপিত প্রশিক্ষণ (Condensed Course) দেয়া যেতে পারে।

- বেসরকারী খাত:

  এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও সংক্ষেপিত প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী:

  এই ধরনের প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

- প্রশিক্ষকের যোগ্যতা:

  প্রশিক্ষণকে কার্যকরী করার জন্য প্রশিক্ষকের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা উচিত:
  - প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থপনায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সুশাসন বিষয়ে সর্বনিম্ন পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা;
  - প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ সহায়ক হিসেবে নুন্যতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা;
  - ভাল যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে; এবং
  - প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারনী বিষয়াদি এবং মাঠ পর্য্যায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান থাকতে হবে।

- প্রশিক্ষণ সময়সীমা: ৫ (পাঁচ) কর্মদিবস

অধ্যায়

২

প্রশিক্ষণ সহায়িকার গঠন ও রূপরেখা

অধ্যায়

অধ্যায়

২ প্রশিক্ষণ সহায়িকার গঠন ও রূপরেখা

এই সহায়িকাটি পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এতে সুশাসণ সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়াবলী সহজ ও সাবলিলভাবে যুক্ত করা হয়েছে যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে বিষয়গুলো সহজভাবে বোধগম্য হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্ব কার্য্যাদি, প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান একে অপরের সাথে বিনিময় করতে পারবে যা বিষয়বস্তুর সাথে তাদের আরও পরিচিত হয়ে উঠতে সহায়তা করবে।

এই প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবে:

- সুশাসন ধারনাটির উৎপত্তি ও কিভাবে এটি বিস্তার লাভ করল সে সর্ম্পকে জানতে ও বুঝতে পারবে ;
- সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানের সংজ্ঞা ও তাদের পার্থক্য সর্ম্পকে জানতে ও বুঝতে পারবে ;
- সুশাসনের উপাদান ও নীতি চিহ্নিতকরণে দক্ষতা অর্জন করবে ;
- ভিন্ন আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুশাসন বিশ্লেষণে সক্ষম হবে ; এবং
- অন্যান্য প্রশিক্ষণকারীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জানতে চাওয়া হবে:

- প্রশিক্ষণ পূর্ব অনুশীলন প্রস্তুত কালে তাঁরা কি শিখতে পেরেছে ;
- প্রশিক্ষণ হতে তারা সুশাসন সম্পর্কে কি জানতে পেরেছে ;
- প্রশিক্ষণপূর্ব অনুশীলনে তাদের নিজ নিজ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার যে অবস্থা বা পরিস্থিতি বর্ণনা করেছে তা মোকাবেলায় তারা তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগাবে ; এবং
- প্রশিক্ষণ শেষে অর্জিত জ্ঞান এখন থেকে তারা কিভাবে কাজে লাগাবে।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি একটি প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনী এবং তিনটি মডিউলে ভাগ করা হয়েছে। প্রশিক্ষক বা প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা পরিবীক্ষণ, যাচাইকরন ও আত্ম মূল্যায়ন ইত্যাদি মডিউলে অন্তর্ভূক্ত করা আছে।

মডিউল

প্রতিটি মডিউলে বেশ কয়েকটি সেশন রয়েছে। প্রতিটি সেশনে উক্ত সেশনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয় উপকরন, প্রাক্কলিত সেশন সময়সীমা এবং প্রশিক্ষক কর্তৃক সেশনকালে গৃহীতব্য পদক্ষেপের নির্দেশাবলী উল্লেখ করা আছে। সেই সাথে সেশনের বিষয়বস্তুর নিরিখে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী, হ্যান্ডআউট, সেশন বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি দেওয়া আছে।

মডিউল ১

এ মডিউলের প্রথম তিনটি সেশন রাখা হয়েছে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখণ প্রক্রিয়ার সাথে অভ্যস্ত করার জন্য। সেই সাথে প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণের বিষয়াবলী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এ মডিউলে দেয়া আছে। সেশন ৪ ও ৫ প্রশিক্ষণার্থীকে সিদ্ধান্ত গ্রহনের বিভিন্ন দিক ও স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ক্ষমতার আন্তসম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা দেবে যা সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে।

মডিউল ২

সুশাসন, শাসনের উপাদান ও নীতিমালা
এ মডিউলে সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহনকারীগন বিভিন্ন অনুশীলনীর মাধ্যমে এ সকল ধারনার সাথে পরিচিত হবেন। অনুশীলনীসমুহ অংশগ্রহনকারীগনের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনীর উপর ভিত্তি করে হতে পারে। সেশন ৬ এবং ৭-এ সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। সেশন ৮ থেকে ১০ এর মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীগন সুশাসনের তিনটি উপাদানের সাথে পরিচিত হবেন। সেশন ১১-১৫ ব্যপী সুশাসনের মূল নীতিমালাসমুহ বর্ণিত হয়েছে। সেশন ১৬-১৮ এর মধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ সেশন ৬-১৫ পর্যন্ত যে শিখন লাভ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও ধারনা বিনিময় করবেন এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তাদের অর্জিত লিখন সমুহ ফুটিয়ে তুলবেন।

মডিউল-৩

সুশাসনের ব্যবহার ও অনুসরণ

এই পর্যায়ে একটি ফ্রেইমওয়ার্ক এর মাধ্যমে সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা তা ব্যবহার করতে পারে। ১৮ ও ১৯ নং সেশনে, আগের সেশনে ব্যবহৃত কেইস স্টাডি হতে সুশাসনের সহিত জড়িত বিষয়সমুহ চিহ্নিতকরণ, এগুলোকে সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নকালে কার্যাবলী নির্ধারণ ও কার্যাবলী নিরীক্ষণের জন্য নির্দেশক নির্ধারণ করতে অংশগ্রহনকারীদের সহায়তা করবে।

প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন :

প্রশিক্ষণের পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন দেয়া হবে। প্রশিক্ষক কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ আগে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন অর্থাৎ কেইস স্টাডি তৈরী করার নির্দেশনা প্রদান করবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীগণ সেই অনুযায়ী যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে কেস স্টাডি তৈরী করতে পারে।

প্রশিক্ষণার্থীরা কমপক্ষে ১ সপ্তাহ আগে কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের কেইস স্টাডি প্রেরণ করবে যাতে তা বিস্তারিত পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। এসকল কেসস্টাডি যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ এক বা একাধিক কেস স্টাডি নির্বাচন করে সেগুলো থেকে প্রশিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ব্যবহার করে ৮-১০ এবং ১২-১৫ সেশনে প্রশিক্ষণকালীন বাস্তবভিত্তিক কেস স্টাডি প্রণয়ণ করবেন।

প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন তৈরী করার নির্দেশনা

- প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনটি প্রণয়নকালে এর বিষয়বস্তু যাতে আপনাকে আপনার কাজের সাথে জড়িত প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে সাহায্য করে।
- আপনার প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন ও এই প্রশিক্ষণ আপনাকে প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের সাথে জড়িত বিষয়সমুহ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করবে।
- প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন তৈরী করার ফলে এটি আপনাকে প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের ক্ষেত্রে আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুশাসনের ক্ষেত্রে আপনার ও আপনার প্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা বুঝতে সহায়তা করবে।
- আপনার প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনটি আপনি এককভাবে অথবা অনধিক তিনজন মিলে যৌথভাবে প্রণয়ন করবেন।
- আপনার প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনটিতে কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহারকারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয় তা ফুটে উঠতে হবে। এটি যেন কিছুতেই একটি প্রকল্পের সাধারণ বর্ণনা না হয়।
- আপনি আপনার প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলটি প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ের অনুশীলন হিসেবে ব্যবহার করবেন।

আপনার প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনটিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমুহ অবশ্যই থাকতে হবে।

- প্রাকৃতকি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত যা গৃহীত হয়েছে এবং / অথবা বাস্তবায়িত হয়েছে যার কারনে প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাব পড়েছে;
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ে আপনার সুনির্দিষ্ট ও সক্রিয় ভূমিকা, (কোন কাল্পনিক উদাহরন হতে পারবেনা);
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত এমন কোন অবস্থা বা বিষয় যা একবছরের বেশি আগের নয়; এবং
- কেইস স্টাডিটি কমপক্ষে দুই পাতার তবে চার পাতার বেশি হতে পারবে না।

আপনি নিম্নলিখিত যেকোন একটি বিষয় নিয়ে কেইস স্টাডি তৈরী করতে পারেন।

বিষয়-১: প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যাবহারকারীদের প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া সংক্রান্ত যেমন, কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি।

১. কে সিদ্ধান্ত নেয় এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়?

২. সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীর পাশাপাশি অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা সম্পৃক্ত ছিল কিনা? যদি থেকে থাকে তবে কিভাবে জড়িত ছিল? সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ও পরে স্টেকহোল্ডারদের এ সংক্রান্ত সকল তথ্য জানানো হয়েছে কিনা?

৩. কি ধরনের সংগঠন বা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে? এটি সরকারি, বেসরকারি অথবা সমাজভিত্তিক সংগঠন কিনা?

৪. কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বা কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে, তা কি দেশীয় আইন বা প্রথাসিদ্ধ আইনে বলা আছে? যদি তা বলা থাকে তবে এটি সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৫. সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীরা কি স্টেকহোল্ডারদের কেন ও কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছিল? যদি করে থাকে তবে তা কিভাবে করেছিল?

বিষয়-২ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যাবহারকারীদের উপর প্রভাব ফেলে এমন একটি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত অথবা সহায়কভাবে প্রণীত আইন প্রয়োগের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের উপর এর প্রভাব।

১. সিদ্ধান্তটি কি ছিল?
২. কে এবং কিভাবে সিদ্ধান্তটির বাস্তবায়ন করেছিল?
৩. সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ছাড়াও আর কোন স্টেকহোল্ডাররা সম্পৃক্ত ছিল কি?
৪. অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা কি সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিল? যদি থাকে তাহলে কিভাবে যুক্ত ছিল? যদি না থাকে তবে কেন যুক্ত ছিল না?
৫. স্টেকহোল্ডাররা সহজেই কি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাবলী পেতে পারত?
৬. কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সিদ্ধান্ত বাস্তবানের সাথে জড়িত ছিল? এগুলো সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি বা সমাজভিত্তিক সংস্থা হতে পারে।

৭. প্রচলিত বা প্রথাসিদ্ধ আইনে কি বলা আছে যে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করবে এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন করবে? যদি থাকে তবে আইন/গুলো উল্লেখ করুন এবং আইনগুলো কিভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে বা করে না তা বর্ণনা করুন?

৮. সিদ্ধান্তটি যখন বাস্তবায়ন করা হয় তখন সকল স্টেকহোল্ডারদের কি সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল? যদি না হয় তবে কিভাবে করা হয়েছিল?

৯. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী কি স্টেকহোল্ডারদের কাছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছিল? যদি করে থাকে, কিভাবে করেছিল?

বিষয়-৩:
প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাবহারকারীদের প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত। (এটি বিষয় ১ ও ২ এর সমন্বিত বর্ণনা। সুতরাং উভয় বিষয়ে বর্ণিত বিষয়াদির আলোকে প্রণয়ন করতে হবে)

প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনের গঠন নিম্নরূপ হবে

ক) সারমর্ম: বর্ণিত অবস্থার একটি পরিস্কার ও সংক্ষিপ্ত সারমর্ম যা এক প্যারার বেশি হবে না।
খ) বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং কিভাবে ঘটনাটি শুরু হয়েছিল?
গ) সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এবং/অথবা এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিস্কার বর্ণনা। যে বিষয়-এর উপর ভিত্তি করে অনুশীলন তৈরী করেছেন সে বিষয়ের সকল প্রশ্নের উত্তর থাকতে হবে।

উপসংহার

প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনটি যদি ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়বস্তু নিয়ে হয় তবে-

১. এটি কি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য লাভজনক ছিল?
২. যদি তা না হয়, তবে কোন স্টেকহোল্ডার লাভবান হয়েছিল, আর কে হয়নি এবং কেন হয়নি?

যদি প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশলিনটি চলমান কোন ঘটনার উপর হয় তবে এটা স্টেকহোল্ডারদের জন্য কতটুকু লাভজনক হতে পারে তার ধারণা দিতে হবে।

প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষক বা অন্যান্য অংশগ্রহনকারীদের সাথে তথ্য বিনিময়ের স্বার্থে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোন প্রচলিত/প্রথাসিদ্ধ আইনের কপি, কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের ম্যান্ডেট বা গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন বিশেষ সংবাদের কপি ইত্যাদি সাথে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

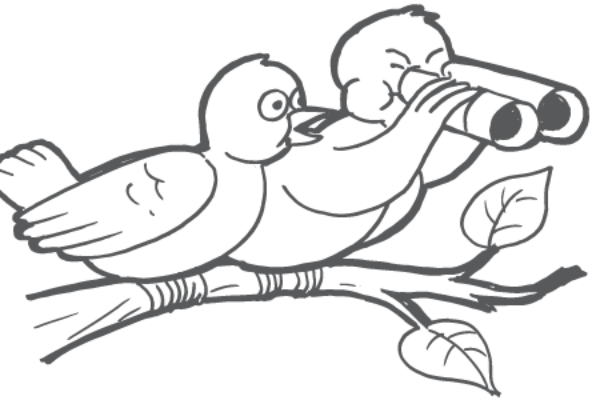

অধ্যায়

৩

পরীবিক্ষন, স্ব-মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

অধ্যায়

৩

অধ্যায়

৩ পরীবিক্ষন, স্ব-মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী দুজনার ক্ষেত্রেই পরিবীক্ষণ, স্ব-মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসকল প্রক্রিয়া চর্চার ফলে প্রশিক্ষণের উপাদান সমুহ আরো বেশি উপযোগি হয়ে ওঠে। সেশন শেষে বিষয়বস্তুর উপর প্রাত্যহিক মতামত প্রদান এবং স্ব-মূল্যায়ন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ হতে যথাসম্ভব বেশি শিখনলাভে সাহায্য করে। পরিবীক্ষণ ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের ফলে প্রশিক্ষক বুঝতে পারেন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন হল এবং ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণটিকে আরো কতটুকু কার্যকরী করা যায়।

সেশন ৩ এ, স্ব-মূল্যায়নের জন্য হ্যান্ডআউট ৪ দেয়া হবে। প্রশিক্ষক স্ব-মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মডিউল ১ এর ২ নং সেশন এ প্রশিক্ষণার্থীদের ধারনা প্রদান করবেন। প্রতিদিন প্রশিক্ষণ শেষে এই প্রক্রিয়া ব্যাবহার করে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের লব্ধ শিখন মূল্যায়ন করবে।

প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিনকার পর্যবেক্ষণ ও মতামত গ্রহন করা প্রয়োজন যার উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা যেতে পারে। এছাড়া আগের দিনের শিখণ সম্পর্কে তাদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের প্রথমেই মডিউল-১ অনুযায়ী সেশন-৩ এ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য হতে একটি মতামত প্রদানকারী দল গঠন করা হবে যারা প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিকোন থেকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা তা জানার জন্যে প্রশিক্ষণ শেষে একটি মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যায়ন করার অনেকগুলো উপায় রয়েছে। একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মুল্যায়ন করা হবে যেখানে প্রশিক্ষণার্থীর নাম উলেখ করা থাকবে না। মূল্যায়ন ফর্ম আলাদাভাবে দেখানো হলো।

নোট

প্রাত্যহিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

অনুগ্রহ করে মূল্যায়ন ফর্মটি পুরন করুন। যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত সেই মতামত নম্বর এ গোল চিহ্ন দিন।

আজকের সেশন গুলো সম্পর্কে মতামত :

১. খুবই সন্তোষজনক
২. সন্তোষজনক
৩. আরো ভালো করা দরকার
৪. সন্তোষজনক নয়

প্রতিটি সেশন সম্পর্কে আপনার সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করুন যাতে করে প্রতিটি সেশনকে আরো বেশী কার্যকরভাবে সাজানো যায়। আপনার অংশগ্রহন ও সহায়তার জন্য ধন্যবাদ।

সেশন নম্বর ---------- বিষয় বস্তু :----------

১.	এই সেশন পরিচালন পদ্ধতি কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
২.	প্রশিক্ষকের দক্ষতা কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
৩.	আপনার প্রশ্নের উত্তর কতটুকু পাওয়া গেছে?	১	২	৩	৪
৪.	সেশনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল কিনা?	১	২	৩	৪
৫.	সেশনের বিষয়বস্তু কতটুকু উপকারি ছিল?	১	২	৩	৪

আপনার মতামত

সেশন নম্বর ---------- বিষয় বস্তু :----------

১.	এই সেশন পরিচালন পদ্ধতি কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
২.	প্রশিক্ষকের দক্ষতা কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
৩.	আপনার প্রশ্নের উত্তর কতটুকু পাওয়া গেছে?	১	২	৩	৪
৪.	সেশনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল কিনা?	১	২	৩	৪
৫.	সেশনের বিষয়বস্তু কতটুকু উপকারি ছিল?	১	২	৩	৪

আপনার মতামত

সেশন নম্বর ---------- বিষয় বস্তু :----------

১.	এই সেশন পরিচালন পদ্ধতি কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
২.	প্রশিক্ষকের দক্ষতা কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
৩.	আপনার প্রশ্নের উত্তর কতটুকু পাওয়া গেছে?	১	২	৩	৪
৪.	সেশনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল কিনা?	১	২	৩	৪
৫.	সেশনের বিষয়বস্তু কতটুকু উপকারি ছিল?	১	২	৩	৪

আপনার মতামত

সেশন নম্বর ---------- বিষয় বস্তু :----------

১.	এই সেশন পরিচালন পদ্ধতি কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
২.	প্রশিক্ষকের দক্ষতা কেমন ছিল?	১	২	৩	৪
৩.	আপনার প্রশ্নের উত্তর কতটুকু পাওয়া গেছে?	১	২	৩	৪
৪.	সেশনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল কিনা?	১	২	৩	৪
৫.	সেশনের বিষয়বস্তু কতটুকু উপকারি ছিল?	১	২	৩	৪

আপনার মতামত

অধ্যায়

৪

প্রশিক্ষণের বিষয়সূচী

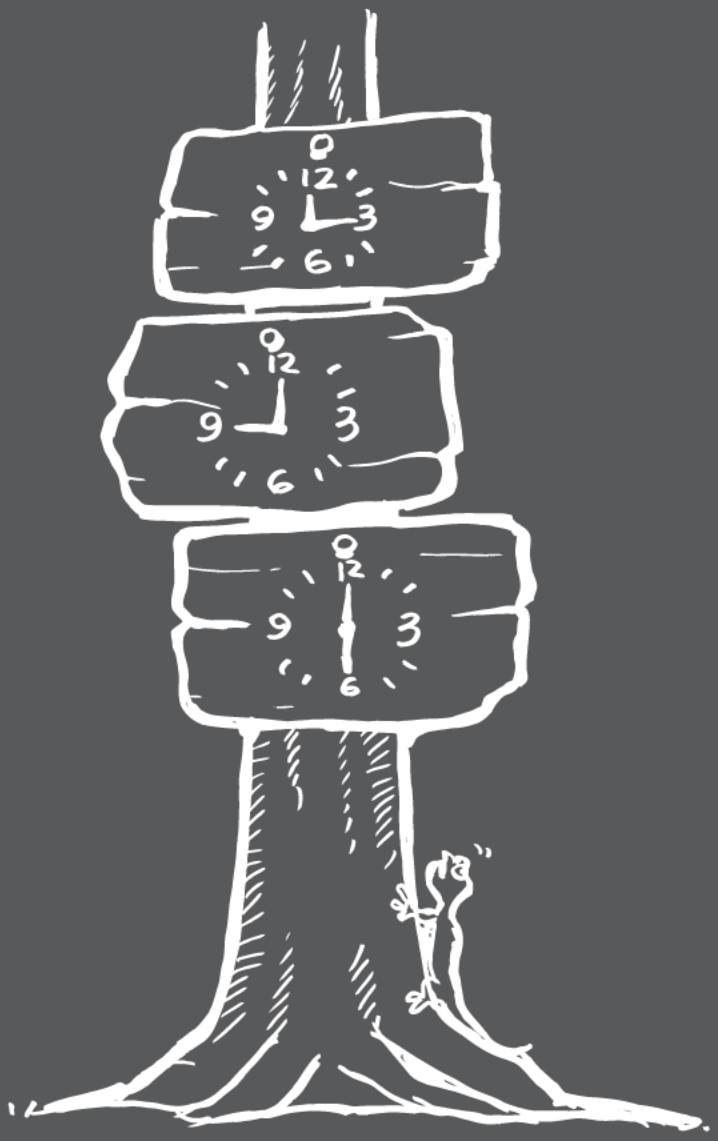

অধ্যায়

৪

অধ্যায়

৪ প্রশিক্ষণের বিষয়সূচী

দিবস-১ দিবস-১ মডিউল-১ ও মডিউল-২

মডিউল-১ প্রাক প্রস্তুতি

এই মডিউলের সেশনগুলোতে কিছু অনুশীলন সংযোজন করা হয়েছে যা চর্চার ফলে অংশগ্রহনকারীরা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ধারনা জানতে ও বুঝতে পারবে। এটি প্রশিক্ষককে কোর্সের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষণীয় দিক সম্পর্কে ধারনা দিতে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজস্ব পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ক্ষেত্রে নিজস্ব ধারনাকে কাজে লাগাতে পারবে।

শিখনের উদ্দেশ্য

এ মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু, শিখনের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণকালীন তাদের কার্যক্রম ধারা এবং প্রশিক্ষণ কক্ষে নিজ নিজ ভূমিকা;
- পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা;
- প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর প্রায়োগিক শিখন পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ধারণাসমুহ; এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগনের ক্ষমতার আন্তঃসম্পর্ক।

৮:৩০-৯:১৫

সেশন-১: পরিচিতি পর্ব

শিখণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সকল প্রশিক্ষণার্থীর নিজ নিজ নাম জানা ■ অংশগ্রহনকারীদের ব্যক্তিগত পটভূমি, বর্তমান কাজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের ক্ষেত্রে তার কাজ ও ভূমিকা জানা ■ অংশগ্রহনকারীদের নিজেদের মাঝে সখ্যতা গড়ে তোলা	■ আইস ব্রেকিং	■ ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার ■ সাক্ষাৎকারের জন্য কার্ড	

৯:১৫-১০:০০

সেশন-২: কোর্স পরিচিতি ও অংশগ্রহনকারীদের প্রত্যাশা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ কাঠামো ব্যাখ্যা করা। ■ অংশগ্রহনকারীগন তাদের প্রত্যাশা সমুহ চিহ্নিত করবে এবং প্রশিক্ষণের সাথে তা কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করবে।		■ ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার ■ ইনডেক্স কার্ড ■ উপস্থাপনা ■ প্রশিক্ষণের ফ্লো-ডায়াগ্রাম ■ হ্যান্ড আউট ১ : প্রশিক্ষণের বিষয়সূচী ■ হ্যান্ড আউট-২ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন এবং এর গুরুত্ব	

১০:০০-১০:১৫

চা বিরতি

১০:১৫-১১:০০

সেশন-৩: দল গঠন ও দলীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও স্ব-মূল্যায়ন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ দল গঠন করা যা পুরো প্রশিক্ষণকালে সহায়তা করবে ■ ঐক্যমতের ভিত্তিতে দলীয় কাজের নির্দেশিকা প্রণয়ন ■ স্ব-মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিতিকরণ	■ পৃথক মতামত ■ পুনরালোচনা	■ ইনডেক্স কার্ড ■ ফ্লিপ চার্ট যেখানে দলের প্রস্তাবিত কাজের দিক নির্দেশনা থাকবে ■ মার্কার ■ দলগত কাজের উপর উপস্থাপনা ■ হ্যান্ড আউট ৪: স্ব-মূল্যায়ন	

১১:০০-১২:০০

সেশন-৪: সিদ্ধান্ত গ্রহন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ ব্যাক্তির সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে জড়িত নিয়ামক সমুহ চিহ্নিত করা। ■ পাশাপাশি দলগত সিদ্ধান্তকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা নিরূপন করা এবং কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের শাসনের সাথে এটি সম্পর্কিত তা বের করা।	■ খেলা	■ ১ কেজি সয়াবিন ■ ১ কেজি ছোট মটর দানা ■ প্রতি অংশগ্রহনকারীর জন্য এটি করে ছোট কাপ ■ মাঝারি আকারে ১টি করে পাত্র প্রতি গ্রুপ এর জন্য ■ চপস্টিক প্রতিজনের জন্য ১ জোড়া ■ চা চামচ প্রতি দলের জন্য ১টি করে ■ সুপের চামচ প্রতি দলের জন্য ২টি করে ■ সময় নিরূপনের জন্য ঘড়ি ■ হ্যান্ড আউট ৫: মৎস ধরার নিয়মাবলী ও মৎস আহরণ লগ সিট	■ এ খেলাটি একবার খেলার জন্য ১ ঘন্টাই যথেষ্ট

১২:০০-১:০০

মধ্যাহ্নভোজ

০১:০০-০২:০০

সেশন ৫: স্টেকহোল্ডার ও স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতার আন্ত:সম্পর্ক

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ স্টেকহোল্ডার এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যাকরণ ■ ক্ষমতা ও দায়িত্ব এর সংজ্ঞা ব্যাখ্যাকরণ ■ কিভাবে স্টেকহোল্ডাররা দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে তা নিরূপণ	■ মুক্ত চিন্তার ঝড় ও পুনরালোচনা	■ ফ্লিপচার্ট, মার্কার ■ নোট বা ইনডেক্স কার্ডে লিখা ■ হ্যান্ড আউট ৬: স্টেকহোল্ডরের অর্থ, এর ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী	

মডিউল ২: সুশাসনের সংজ্ঞা সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালা

সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারনা এ মডিউলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ মডিউলে প্রশিক্ষণার্থীগন বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক সুশাসনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে সুশাসনের জন্য অনুসৃতব্য একটি মৌলিক সংজ্ঞা ও নীতিমালা সম্পর্কেও এ মডিউলে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

শিখনের উদ্দেশ্য

এ মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- সুশাসন সম্পর্কিত ধারনা উৎস এবং কিভাবে এটি বিস্তার লাভ করল;
- সুশাসনের বিভিন্ন সংজ্ঞার পার্থক্য সমুহ এবং পার্থক্যের কারন;
- সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করন এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান;
- সুশাসনের মৌলিক নীতিমালা এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা;
- সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনার পার্থক্য সমুহ; এবং
- সুশাসনের উপাদান ও মৌলিক নীতিমালা কিভাবে যৌথভাবে প্রয়োগ করা হয় সে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

০২:০০-০৩:০০

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
সেশন ৬: সুশাসনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা			
■ সুশাসন সম্পর্কিত ধারনার উৎস সমুহ ব্যাখ্যা করুন ■ বিভিন্ন সংজ্ঞার উপাদানগুলো সনাক্তকরণ এবং এগুলো একে অপর হতে আলাদা তার ব্যাখ্যা প্রদান ■ প্রশিক্ষণকালে প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য যে সংজ্ঞাটি ব্যাবহার করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রদান	■ উপস্থাপনা ■ দলীয় অনুশীলন ■ দলীয় আলোচনা	■ ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার ■ ইনডেক্স কার্ড ■ উৎস না লিখে সুশাসনের সংজ্ঞা গুলোকে আলাদা কাগজে লাগিয়ে দেয়ালে লাগানো হ্যান্ড আউট ৭: সুশাসনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা হ্যান্ড আউট ৮: ■ উৎস উল্লেখ না করে সুশাসনের বিভিন্ন সংজ্ঞা একটি সিটে লিখে অনুশীলন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদান। হ্যান্ড আউট ৯: ■ প্রশিক্ষণে ব্যবহৃতব্য সুশাসনের সংজ্ঞা যা অনুশীলন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদান করতে হবে।	

০৩:৩০-০৩:৪৫
চা-বিরতি

০৩:৪৫-০৪:৩০
সেশন ৭: সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্যকরণ ও বুঝতে পারা।	■ অনুশীলন	■ ফ্লিপচার্ট ও মার্কার ■ হ্যান্ড আউট -১০ টনেল স্যাপ এর সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা	

০৪:৩০-০৪:৪৫
দৈনিক পরিবীক্ষণ, ফিডব্যাক এবং স্ব-মূল্যায়ন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসন সম্পর্কিত সংজ্ঞা ও ধারণা নিয়ে দিনের আলোচনায় আর কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান। ■ কোন প্রক্রিয়াটি ভাল হয়েছে তা সনাক্ত করণ ■ ইতোমধ্যে গঠিত সোস্যাল মনিটরিং টাস্ক টীম এবং প্রাত্যাহিক ফিডব্যাক টাস্ক টীম এর পর্যবেক্ষাণের আলোকে পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনতে হলে তা সনাক্তকরন। ■ স্ব-মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী নিজ নিজ শিখন মূল্যায়ন। ■ প্রশিক্ষণের ২য় দিবসের জন্য তিনটি নতুন টাস্ক টীম গঠন ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস।	■ ডেইলী ফিডব্যাক টীমের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। ■ একক ফিডব্যাক ■ দলীয় আলোচনা		

দিবস-২ মডিউল-২

০৮:৩০-০৮:৪৫
দৈনিক আলোচনা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ দিবস ১-এর শিখন সমুহের সারমর্ম পূনরালোচনা ■ দিবস-২ এর ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন থাকলে তার ব্যাখ্যা	■ দিবস-১ এর প্রাথ্যহিক ফিডব্যাক দল কর্তৃক পরিচালনা।		

০৮:৪৫-১০:১৫

সেশন ৮: সুশাসনের উপাদান: সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংবিধিবদ্ধ/সরকারি লিপিবদ্ধ আইন/বিধি এবং সাধারণত অলিপিবদ্ধ প্রথাসিদ্ধ আইন সমুহের ব্যাখ্যা ও পার্থক্যকরণ ■ প্রাকৃতিক সম্পর্দের সুশাসনের ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধা আইনের গুরুত্ব ও ভূমিকা সনাক্তকরণ	■ উপস্থাপনা ■ দলীয় আলোচনা ■ দলীয় অনুশীলণ	■ ফ্লিপচার্ট ও মার্কার ■ হ্যান্ড আউট ১১: সুশাসনের উপাদান: সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ আইন। ■ হ্যান্ড আউট ১২: কেস স্টাডি কালাহান বন ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ আইন অথবা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন হতে নেয়া কেস স্টাডি।	

১০:১৫-১১:৩০
চা বিরতি

১০:৩০-১২:০০

সেশন ৯: সুশাসনের উপাদান : প্রতিষ্ঠান

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সনাক্তকরণ ■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান সনাক্তকরণ	■ উপস্থাপনা ■ দলীয় আলোচনা ■ সম্বিলিত আলোচনা	■ ফ্লিপ চার্ট, মার্কার ■ হ্যান্ড আউট ১৩: সুশাসনের উপাদান প্রতিষ্ঠান ■ হ্যান্ড আউট ১৪: কেইস স্টাডি : নেগোম্বো লেগুন অথবা প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে নেয়া কেইস স্টাডি	

১২:০০-০১:০০
মধ্যাহ্নভোজ

০১:০০-০২:৩০
সেশন ১০: সুশাসনের উপাদান: প্রক্রিয়াসমূহ

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত প্রক্রিয়া সমুহ সনাক্ত ও ব্যাখ্যাকরন ■ সুশাসনের মুল উপাদান হিসেবে প্রক্রিয়ার সমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যাকরণ ■ সুশাসনের তিনটি মৌলিক উপাদান যা: সংবিধিবদ্ধ, প্রথাসিদ্ধ আইন, সংগঠন এবং প্রক্রিয়াসমুহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যাখ্যাকরন।	■ উপস্থাপনা ■ দলীয় আলোচনা	■ ফ্লিপচার্ট ও মার্কার ■ হ্যান্ড আউট ১৫: সুশাসনের উপাদান: প্রক্রিয়াসমূহ ■ হ্যান্ড আউট ১৬ : কেইস স্টাডি পেরিয়াকালপু লেগুন অথবা প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে নেয়া কেস স্টাডি।	

০২:৩০-০২:৪৫
চা বিরতি

০২:৪৫-০৩:৪৫
সেশন ১১: নীতিসমুহ : সূচনা/প্রবর্তন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসনের নীতি কি তার ব্যাখ্যাকরণ ■ সুশাসনের মৌলিক নীতিসমুহ সনাক্তকরণ ■ কেন এগুলো সুশাসনের মুলনীতি তার সম্পর্কে ধারণা নেয়া ■ কিভাবে সুশাসনের নীতিগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ হয়।	■ দলীয় অনুশীলন ■ দলীয় আলোচনা	■ ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার ■ হ্যান্ড আউট ১৭: আন্তর্জাতিক আইনে ব্যবহৃত সুশাসনের নীতিমালাসমুহ। ■ হ্যান্ড আউট ১৮: সুশাসনের নীতিমালা ■ হ্যান্ড আউট ১৯: সুশাসনের নীতিমালা (অনুশীলনের পর বিতরণ)	

০৩:৪৫-০৫:১৫

সেশন ১২: সুশাসনের নীতি : জবাবদিহিতা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নাট
■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের নিরিখে জবাবদিহিতার ব্যাখ্যা ■ কেইস স্টাডি থেকে কে কার কাছে জবাবদিহি করবে তার ডায়াগ্রাম তৈরী এবং একটি উপসংহার দেয়া ■ সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রাক্কালে সুশাসন/কৌশলগত পর্য্যায়ে এবং ব্যবস্থাপনা /প্রয়োগিক পর্য্যায়ে জবাবদিহিতার উপযোগীতা সনাক্তকরন ■ জবাবদিহিতা সমুহের নিজের আঙ্গিঁকে বিশ্লেষণ ■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে সৃষ্ঠবাধা/সমস্যাসমুহ বোঝা। ■ সুশাসনের উপাদান ও অন্যান্য নীতিমালার সাথে জবাবদিহিতার আন্ত:সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা	■ দলীয় আলোচনা ■ দলীয় অনুশীলন	■ ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার ■ হ্যান্ড আউট ২০: সুশাসনের নীতি: জবাবদিহিতা ■ হ্যান্ডআউট ২১: জবাবদিহিতা ও বৃক্ষ অথবা প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে নেয়া কেইস স্টাডি।	

০৫:১৫-০৫:৩০

প্রাত্যহিক পরিবীক্ষণ, ফিড ব্যাক এবং স্ব-মূল্যায়ন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ এপর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেয়া ■ কোন প্রক্রিয়াটি কার্যকরী ছিল তা সনাক্তকরণ ■ ইতোমধ্যে গঠিত সোস্যাল মনিটরিং টিম এবং প্রাত্যহিক ফিডব্যাক মতামত অনুযায়ী কোন প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন দরকার হলে তা সনাক্তকরণ ■ স্ব-মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী নিজ-নিজ শিখন মুল্যায়ন ■ তৃতীয় দিনের জন্য প্রয়োজনীয় দল গঠন	■ ব্যাক্তিগত মতামত ■ দলীয় আলোচনা		

দিবস-৩ মডিউল-২

মডিউল-২ সুশাসন, সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালাসমূহ

০৮:৩০-০৮:৪৫
দৈনিক আলোচনা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ পূর্ববর্তী শিখনসমুহের সারমর্ম পূন:আলোচনা ■ দিনের কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন থাকলে তা ব্যাখ্যা করা	■ ৩য় দিনের জন্য গঠিত প্রাত্যহিক ফিডব্যাক টীম পরিচালনা করবে ■ দলীয় আলোচনা		

০৮:৪৫-১০:১৫
সেসন ১৩: সুশাসনের নীতি: স্বচ্ছতা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের স্বচ্ছতা সম্পর্কে ব্যাখ্যাকরন। ■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার নিজস্ব আঙ্গিকে বিশ্লেষণ। ■ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে উদ্ভুদ বাধা, সমস্যা এবং উপযোগীতা সনাক্ত ও ব্যাখ্যাকরণ। ■ সুশাসনের উপাদান ও অন্যান্য নীতিমালার সাথে স্বচ্ছতার আন্ত:সম্পর্ক নিরূপণ ও ব্যাখ্যাকরণ।	■ খেলা : ব্লাইন্ড স্টার ■ উপস্থাপনা ■ দলীয় আলোচনা	■ ফ্লিপচার্ট ও মার্কার ■ প্রতি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি করে বাইন্ড ফোল্ড ■ ৩০ মিটার লম্বা দড়ি ■ হ্যান্ড আউট-২২: ব্লাইন্ড স্টার (না দেখে তারা তৈরী) খেলার জন্য নির্দেশনা ■ হ্যান্ড আউট ২৪: এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট এবং স্বচ্ছতার উপর কেস স্টাডি।	

১০:১৫-১০:৩০
চা বিরতি

১০:৩০-১২:৩০
সেশন ১৪: সুশাসনের নীতিমালা : অংশগ্রহন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহনের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান। ■ সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশগ্রহনের ব্যাখ্যা ও পার্থক্য নিরূপণ। ■ সুশাসনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের অর্থ নিজস্ব আঙ্গিকে বিশ্লেষণ। ■ সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনের উপযোগীতা এবং বাধাসমুহ ব্যাখ্যা করা। ■ সুশাসনের উপাদান ও অন্যান্য নীতিমালার সাথে অংশগ্রহনের আন্তঃসম্পর্ক নিরূপণ ও ব্যাখ্যাকরণ।	■ নাটিকা ■ উপস্থাপনা ■ দলীয় আলোচনা	■ ফ্লিপচার্ট ও মার্কার ■ হ্যান্ডআউট ২৫: সুশাসনের নীতিমালা: অংশগ্রহন ■ হ্যান্ড আউট ২৬: অংশগ্রহণ সোপান ■ হ্যান্ড আউট ২৭: নাট্যাভিনয়ের পর্য্যায়ক্রমিক অবস্থা: ভুমিকাভিনয়-রেমনং এবং ব্যাংথং; অথবা দেশীয় প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন সম্পর্কিত কোন নাটক (যদি থাকে)	

১০:১২:৩০-০১:৩০
মধ্যাহ্নভোজ

০১:৩০-০৩:০০
সেশন ১৫: সুশাসনের নীতিমালা: আইনের শাসন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসন ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনের শাসন এর অর্থ ব্যাখ্যাকরণ ■ নিজস্বভাষা ও আঙ্গিকে ''আইনের শাসন'' ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন। ■ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকল্পে উদ্ভুদ বাধা, সমস্যা এবং উপযোগিতা সনাক্ত ও ব্যাখ্যাকরণ। ■ সুশাসনের সকল উপাদান ও নীতিমালার সাথে আইনের শাসনের সম্পর্ক ব্যাখ্যাকরণ।	■ উপস্থাপনা ■ দলীয় অনুশীলন ■ দলীয় আলোচনা	■ ফ্লিপচার্ট ■ কার্ড ■ মার্কার ■ হ্যান্ড আউট ২৮: সুশাসনের নীতিমালা: আইনের শাসন ■ হ্যান্ডআউট ২৯: কংহং পাহাড় সম্পর্কিত কেইস স্টাডি অথবা দেশীয় প্রেক্ষাপটে অনুরূপ কেইস স্টাডি (যদি থাকে)।	■ এ সেশনে সুশাসকের মৌলিক নীতিমালা,জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং আইনের শাসন ইত্যাদি সার: সংক্ষেপ পূনরালোচনা করা হবে। ■ এ প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষক সেশনের পূর্বে সেশন ১২-১৪ পূন:পরীক্ষা করে নেবেন।

০৩:০০-০৩:১৫
চা বিরতি

০৩:১৫-০৩:৪৫
সেশন ১৬: সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালা-পূনরালোচনা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালা কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং কিভাবে একে অপরের উপর প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যাকরণ।	■ উপস্থাপনা ■ সম্মিলিত আলোচনা	■ সুশাসনের উন্নয়ন সম্পর্কিত উপস্থাপনা ■ হ্যান্ড আউট ৩০: সুশাসনের নীতিমালা ও সুশাসন	■ এ সেশনে প্রশিক্ষক ৮-১০ ও ১২-১৪ সেশনে বর্ণিত বিষয়াদির সার- সংক্ষেপ পুনরালোচনা করবে।

০৩:৪৫-০৫:১৫
সেশন ১৭: সুশাসনের উপাদান এবং নীতিমালা: ভূমিকাভিনয়

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালার মধ্যকার আন্ত:সম্পর্ক এবং একে অপরকে কিভাবে প্রভাবিত করে তার ব্যাখ্যাকরণ	■ উপস্থাপনা ■ নাট্যাভিনয়	■ ফ্লিপচার্ট ও মার্কার ■ স্টেকহোল্ডার প্রতিনিধিদের জন্য নামের ট্যাগ ■ হ্যান্ডআউট ৩১: নাট্যভিনয় : টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা। জলজ ও বনজ সম্পদ আহরনে নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক গল্পের ধাপসমুহের ভূমিকাভিনয়। ■ হ্যান্ডআউট ৩২: ভূমিকাভিনয়: প্রতিনিধিদের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনা।	

🕒 ০৫:১৫-০৫:৩০
দৈনিক পরিবীক্ষন, ফিডব্যাক ও স্ব-মূল্যায়ন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ এ পর্যন্ত আলোচিত বিভিন্ন বিষয়াদি, সংজ্ঞা বা ধারণার উপর আর কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান । ■ কোন প্রক্রিয়াটি কার্যকরী হয়েছে তা সনাক্তকরণ ■ সোস্যাল মনিটরিং টাস্ক টীম প্রাত্যহিক ফিডব্যাক টীমের মতামত অনুযায়ী কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তা সনাক্তকরণ। ■ স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থী নিজ নিজ শিখনের মূল্যায়ন। ■ ৪র্থ দিনের জন্য ৩টি দল গঠন	■ প্রাত্যহিক ফিডব্যাক দল কর্তৃক পরিচালনা ■ ব্যক্তিগত মতামত ■ দলীয় আলোচনা		

দিবস-৪ মডিউল-৩

মডিউল ৩: সুশাসনের প্রচলিত ব্যবহার/অনুসরন

এ মডিউলে সুশাসনের কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীর যাতে সুশাসনের কাঠামো কি তা বুঝতে পারে এবং সুশাসন সংসম্পর্কিত বিষয়াবলী ও কার্যক্রমসমূহ সনাক্ত করা এবং তৎপ্রেক্ষিতে সূচক নির্ধারন করতে পারে। সুশাসনের কাঠামো ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ দেয়া হবে যাতে করে তারা তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রচলিত ব্যবহার কালে তা অনুসরন করতে পারে।

শিখনের উদ্দেশ্য

এ মডিউলের শিখন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- সুশাসনের কাঠামো কি;
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের নিজ নিজ অবস্থানের প্রেক্ষিতে সুশাসনের কাঠামো ব্যবহার করে কি কি কার্যক্রম গ্রহন করা যায় এবং তা কিভাবে শক্তিশালী করা যায়; এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সূচক প্রস্তুতকরন।

মডিউল-৩ দৈনিক আলোচনা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ বিগত দিনের শিখনের সার:সংক্ষেপ পর্য্যালোচনা ■ দিনের কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন থাকলে তা জানানো	■ প্রাত্যহিক ফিডব্যাক দল কর্তৃক পরিচালনা ■ দলীয় আলোচনা		

০৮:৪৫-১০:৪৫
সেশন ১৮: সুশাসনের কাঠামো, পর্যায়-১

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালা কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত তা ব্যাখ্যা করা ■ সুশাসনের কাঠামো ব্যবহার করে সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশ্লেষন	■ উপস্থাপনা ■ দলীয় অনুশীলন ■ সম্বিলিত আলোচনা	■ ফ্লিপচাট কার্ড, মার্কার, টেপ আঠা ■ সুশাসনের কাঠামোর উপস্থাপন ■ হ্যান্ড আউট ৩৩: সুশাসনের কাঠামো ■ হ্যান্ডআউট ১৪, ১৬ ও ২৪ ■ হ্যান্ড আউট ৩৪: নিগম্ব লেগুন সম্পর্কিত হ্যান্ডআউট ১৪-এর জন্য সুশাসনের বিষয়াদি ও কাঠামো। ■ হ্যান্ড আউট ৩৫: পেরিয়াকালাপু লেগুন সম্পর্কিত হ্যান্ডআউট ১৬-এর জন্য সুশাসনের বিষয়াদি ও কাঠামো। ■ হ্যান্ড আউট ৩৬: ইআইএ সম্পর্কিত হ্যান্ডআউট ২৪-এর জন্য সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি ও কাঠামো।	

১০:৪৫-১১:০০
চা বিরতি

১১:০০-১২:৩০
সেশন ১৮: সুশাসনের কাঠামো
পর্যায় ২: প্রাক প্রশিক্ষণ অনুশীলনীর ভিত্তিতে সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি সনাক্তকরন।

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
	■ প্রশিক্ষণার্থীর নিজ নিজ কাজ ও উপস্থাপনা ■ সম্বিলিত আলোচনা	■ ফ্লিপচার্ট, কার্ড, মার্কার, আঠা, টেপ ■ অংশগ্রহনকারীদের প্রাক প্রশিক্ষণ অনুশীলন	

১২:৩০-০১:৩০
মধ্যাহ্নভোজ
০১:৩০-০৩:০০

সেশন ১৯: সুশাসন কাঠামো, কার্যক্রম ও সূচক
সাব-সেশন ১ : কার্যক্রম সনাক্তকরণ

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনীতে বর্ণিত উদাহরন থেকে সুশাসনের কাঠামো ব্যবহার করে সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি ও কার্যক্রম সনাক্তকরন। ■ সুশাসন কাঠামো ব্যবহার করে কিভাবে সুশাসন সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা যায় তা বোঝা। ■ স্মার্ট (smart) নির্দেশক সনাক্তকরণ	■ উপস্থাপনা ■ দলীয় কাজ ■ দলীয় মতামত ■ সম্মিলিত আলোচনা	■ ফ্লিপচার্ট ও মার্কার ■ হ্যান্ডআউট ৩৭: সুশাসন বিষয়াদি, কার্যক্রম ও সূচকসহ সুশাসনের কাঠামো। ■ হ্যান্ডআউট ৩৮: সূচকসমুহ।	

০৩:০০-০৩:১৫
চা বিরতি

০৩:১৫-০৪:৩০
সেশন ১৯: : সুশাসন কাঠামো কার্যক্রম ও সূচক
সাব-সেশন ২ : কার্যক্রম সনাক্তকরণ

০৪:৩০-০৪:৪৫
দৈনিক পরিবীক্ষণ, ফিডব্যাক ও স্ব-মূল্যায়ন

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ এ পর্যন্ত আলোচিত সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেয়া ■ কোন প্রক্রিয়াটি কার্যকরী ছিল তা সনাক্ত করা ■ সোস্যাল মনিটরিং টাস্ক টীম ও প্রত্যহিক ফিডব্যাক টাস্ক টীমের পর্যবেক্ষণ ও মতামত অনুযায়ী কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তা সনাক্তকরণ ■ স্ব-মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর শিখন মূল্যায়ন ■ ৫ম দিনের জন্য ৩টি দল গঠন	■ দৈনিক ফিডব্যাক টাস্ক টীম পরিচালনা করবে। ■ দলীয় আলোচনা। ■ একক মতামত।		

০৪:৪৫ :
দিনের সমাপ্তি

দিবস-৫ মডিউল-৩

মডিউল-৩ সুশাসনের চর্চা

০৮:৩০-০৮:৪৫:
প্রাত্যহিক উপস্থাপনা

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ বিগত দিনের শিখনের সার:সংক্ষেপ পর্য্যালোচনা ■ দিনের কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন থাকলে তা জানানো	■ দৈনিক ফিডব্যাক টাস্ক টীম কর্তৃক পরিচালনা ■ দলীয় আলোচনা		

০৮:৪৫-১১:৩০
(চা বিরতি সহ)

সেশন ২০:
দলীয় বিতর্ক: বিষয়বস্তু: প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য চারটি নীতিমালাই কি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ?

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীগন কতটুকু জ্ঞানলাভ করেছে তা সনাক্তকরন ও উপস্থাপন।	■ বিতর্ক	■ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কাগজ, কলম ও পেন্সিল, ■ স্কোর কার্ড ■ টেবিলে রক্ষিত বিতার্কিক দলের পরিচিতি চিহ্ন ■ বিজয়ীর জন্য পুরস্কার ■ হ্যান্ড আউট ৩৯: বিতর্কের বিষয়বস্তু ও নিয়মাবলী।	

১১:৩০-১২:৩০
মধ্যাহ্নভোজ

১২:৩০-০১:৩০
দৈনিক মূল্যায়ন, প্রাত্যহিক ফিডব্যাক, স্ব-মূল্যায়ন, মতামত গ্রহন ও পরবর্তী কার্যক্রম

শিক্ষণের উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	নোট
■ প্রশিক্ষণের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত মতামত গ্রহন যাতে করে পরবর্তী প্রশিক্ষণ কোর্স শিখন প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরী করা যায়। ■ প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীরা কিভাবে ব্যাবহার করবে তা জানা ■ কিভাবে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগন তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উত্তরোত্তর শিখন অব্যাহত রাখবে তা জানা। ■ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অগ্রগতির স্ব-মূল্যায়ন	■ প্রশ্ন পত্র ■ ব্যাক্তিগত কার্যক্রম	■ প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ■ দৈনিক প্রশিক্ষণার্থীর মূল্যায়ন	

০২:০০-০২:৩০
সমাপ্তি পর্ব
প্রশিক্ষণার্থীদের সমাপনী মতামত/মন্তব্য
আয়োজকদের সমাপনী মতামত/মন্তব্য

০২:৩০
প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি

অধ্যায়

৫

প্রশিক্ষণ মডিউল

মডিউল ১ : দৃশ্যপট স্থাপন

মডিউল ২ : সুশাসন সংজ্ঞায়িতকরন, সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালা সমুহ

মডিউল ৩ : সুশাসন চর্চা

অধ্যায়

সেশন

১

একে অপরকে জানা

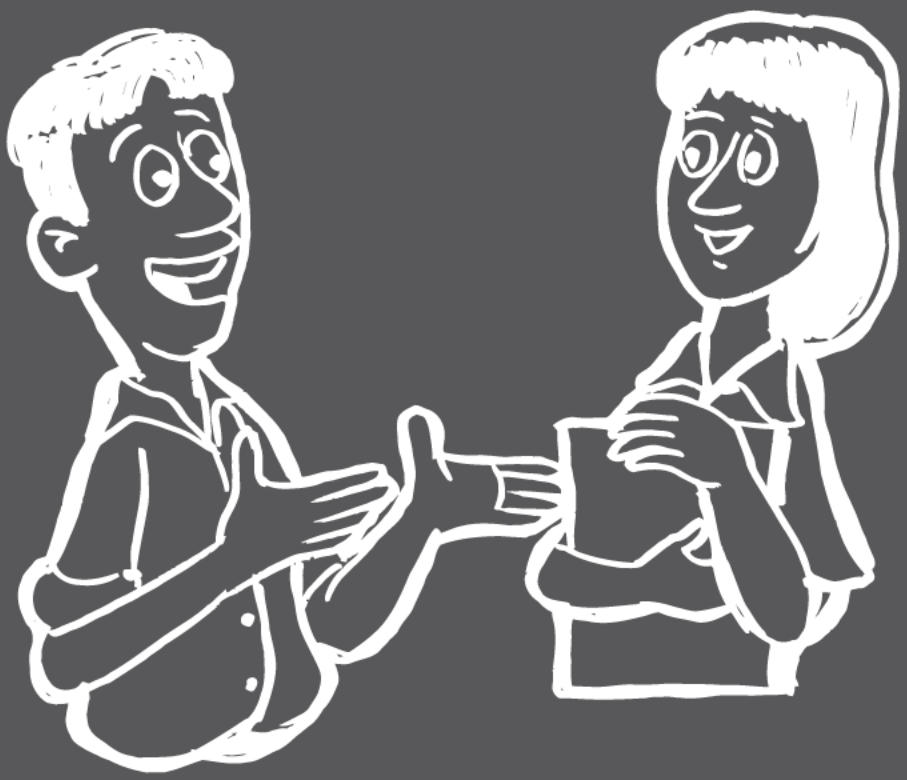

সেশন

সেশন

১ একে অপরকে জানা

উদ্দেশ্যসমূহ

সেশন শেষে অংশগ্রহনকারীর করনীয় :

- অন্যান্য অংশগ্রহনকারীগনের নিজ নিজ পছন্দনীয় নামে পরিচিত হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানবে। তাদের বর্তমান কাজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ক্ষেত্রে তাদের ভুমিকা সম্পর্কে অবহিত হবে।
- অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকগনের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

ধাপসমুহ

১. প্রশিক্ষণের পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়া এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ক্ষেত্রে তারা কিভাবে সম্পৃক্ত তা চিহ্নিত করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২. এই সেশন পরিচালনা পদ্ধতির তিনটি উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো। এগুলো ছাড়াও প্রশিক্ষক চাইলে অন্যান্য অনুশীলন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।

উদাহরণ ১

এ পদ্ধতিতে পরিচিতি পর্বটি জোড় বেধেঁ করা হয়। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বলুন একজন সঙ্গী বেছে নিতে যার সাথে তিনি পূর্বপরিচিত নন এবং নিম্নোলিখিত বিষয়গুলো জানতে বলুন।

ক. নাম
খ. সংস্থা
গ. কিভাবে তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের সাথে সম্পৃক্ত।
ঘ. তার সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য বা ঘটনা যা অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা জানেন না।

সময়:
৪৫ মিনিট

উপাদানসমূহ:

১. ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার
২. ভিপ কার্ড

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাঁর পছন্দনীয় সঙ্গীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ৫ মিনিট সময় দিন, অর্থাৎ প্রত্যেক জোড়া সঙ্গীকে ১০ মিনিট সময় দিন। সকল সঙ্গীরা একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার পর প্রত্যেককে তাঁর সঙ্গীকে পরিচয় করিয়ে দিতে বলুন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রশিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারীরা ভালভাবে পরিচিত হচ্ছে।

উদাহরণ ২

এই পদ্ধতির পরিচিতি পর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দুইজন সেচ্ছাসেবক, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা অন্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন যেখানে প্রত্যেককে তিনটির বেশি প্রশ্ন করা হবে না। তখন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী দুইজন অংশগ্রহণকারীদের পুরো গ্রুপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। প্রশিক্ষকেরা প্রায়ই অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে কর্মঠ ও ভাল গুণাবলী সম্পন্ন প্রশিক্ষণার্থী খুব দ্রুত সনাক্ত করতে পারে। তাদের সেচ্ছাসেবক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হিসেবে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে, তারা দক্ষভাবে প্রশিক্ষণের শুরুতেই একটি প্রানবন্ত ও উপভোগ্য পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করতে পারে।

উদাহরণ ৩

পরিচিতি পর্বের এই অংশটুকু অংশগ্রহণকারীরা এককভাবে সম্পন্ন করবে। প্রত্যেককে আমন্ত্রণ করুন একটি ফ্লিপ চার্টে নিজেদের ছবি আঁকতে। ছবির সাথে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক নাম লিখা উচিত যে নামে তারা পরিচিত হতে পছন্দ করে এবং অবসর সময়ে উপভোগ করে এমন একটি কাজের নাম লিখবে। তাদের ২০ মিনিট সময় দিন যাতে তারা যত বেশি পারা যায় লোকদের কাছে নিজেদের পরিচয় দেয়।

৩. অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দিন যে তারা সকলে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের সাথে সম্পৃক্ত। সেইসাথে বলুন যে, এ প্রশিক্ষণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা যেন তাদের শিখনকে আরো পরিশীলিত করে।

প্রশিক্ষকদের জন্য নোট

একে অপরকে জানতে আমরা কেন সময় ব্যয় করবো।

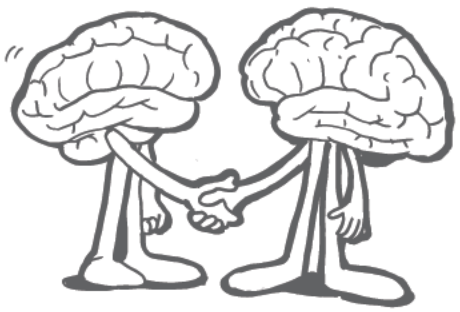

মনোবিজ্ঞান বলে যে, লোকজনের মধ্যে বাক্যবিনিময় তাদের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে পারস্পরিক ভাবাবেগ বিনিময় করে। এ ধরনের ভাবাবেগ বিনিময় যেকোন কাজকে আরো সমন্বিত করে তোলে। মানুষ সাধারণত অপরিচিতের ব্যাপারে কৌতুহলী হয় এবং চেষ্টা করে অন্যদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেতে। পরিচিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা একে অপরের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারে। পারস্পরিক পরিচিতি মস্তিস্ককে সক্রিয় করে এবং সহজেই সম্পর্কোন্নয়ন ঘটে যা দলগত প্রয়াসে সুফল বয়ে আনে।

পরিচিতির সময় অনানুষ্ঠিকতা ও রসবোধ অংশগ্রহণকারীদের স্বস্তিবোধের সুযোগ করে দেয় এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে তাদের সম্পর্কে মজার তথ্য ও নানা রকম শখ সম্পর্কে অপরকে জানার সুযোগ করে দেয়। তাদের মধ্যকার মিলগুলো তুলে আনে যার ফলশ্রুতিতে দল ও প্রশিক্ষকদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক তৈরীতে সাহায্য করে। দলের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপন সহজ করার মাধ্যমে, এই পরিচিতি পর্বটি একটি স্বস্তিদায়ক সামাজিক পরিবেশ গঠনে সহায়তা করে যার ফলে শিখন প্রক্রিয়া

সহজতর হয়।

একইসাথে পরিচিতি প্রশিক্ষককে দলের মধ্যকার অংশগ্রহণকারী ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানার একটি মূল্যবান সুযোগ এনে দেয়। এ তথ্যগুলো প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণকালে দলীয় কাজের ক্ষেত্রে উদ্ভুদ পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করবে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করায় প্রশিক্ষকের সহায়ক হবে।

বিব্রতকর পরিস্থিতি বা ব্যক্তিত্ব মোকাবিলার পরামর্শসমূহ :

প্রশিক্ষণের সময় নানাভাবে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে। মাঝে মাঝে এ ধরণের অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় অযথার্থ ভাষা ব্যবহারের কারণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে প্রশিক্ষণে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার। এটা আবশ্যিকভাবে খারাপ কিছু নয়। অংশগ্রহণকারীদের শেখার জন্য একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরীতে কেউ যদি ২য় ভাষা ব্যবহারে ভুল করে তবে প্রশিক্ষক বিষয়টিকে সহজভাবে নিবে, মজা করবে এবং সেই সাথে এটা নিশ্চিত করবে যে যারা এ ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি তারা ইতিবাচক উপলব্ধি করবে এবং বুঝতে পারবে যে, তাঁদের বিব্রত হওয়ার কোন কারণ নেই।

এটা অস্বাভাবিক কিছু না যে কিছু বিরূপ মন্তব্য পরিচিতি পর্বের সময় আসতে পারে। এটাকে ইতিবাচকভাবে মোকাবিলার উপায় হচ্ছে, যে অংশগ্রহণকারী এ ধরণের মন্তব্যের শিকার তাঁর প্রতি ইতিবাচক মনোযোগ নিশ্চিত করা এবং যিনি মন্তব্য করবেন তারঁও সেটি ইতিবাচক ভঙ্গিতে নেয়া। বিরূপ মন্তব্যকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবেন না। এটা কেবলমাত্র নেতিবাচক প্রভাবই ফেলবে। এটাকে ইতিবাচক বিবেচনায় দেখুন, অত:পর পরিচিতির পরবর্তী ধাপ বা এজেন্ডায় অগ্রসর হউন।

প্রশিক্ষনের সময় বিভিন্নভাবে অপ্রত্যাশিত
পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে....

(দৃশ্যপট তৈরী)

সেশন

২

কোর্স পরিচিতি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা

সেশন

সেশন

২ কোর্স পরিচিতি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা

উদ্দেশ্য

সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি জানতে ও বুঝতে পারবে:

- প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, কাঠামো ও উদ্দেশ্যসমূহ, প্রশিক্ষণের অভীষ্ঠ লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য লাভ করবে।
- প্রশিক্ষণ হতে তাদের প্রত্যাশা সমুহ প্রকাশ ও লিপিবদ্ধ করতে পারবে।

ধাপসমূহ

১. এ সেশনটিতে প্রশিক্ষণের 'কেন' 'কি' ও 'কখন' সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে যে আলোচনা করা হবে তা ব্যাখ্যা করুন।

২. প্রথমত 'কেন' বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন। কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ একটি পোষ্টার পেপারে উল্লেখ করে একটি নির্দেষ্ট জায়গায় টাঙ্গিঁয়ে দিন এবং এ বিষয়গুলো কিভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে তার পরিস্কার উত্তর দিন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ শ্রেণীকক্ষের কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থায়ীভাবে লাগিয়ে রাখুন।

৩. একটি উপস্থাপনা তৈরী করুন যাতে থাকবে প্রশিক্ষণকালে প্রতিটি মডিউল ও সেশনের বিস্তারিত বর্ণনা, এর মাধ্যমে 'কি' এবং 'কখন' জাতীয় প্রশ্নোত্তর সম্পন্ন হবে।

৪. প্রশিক্ষণের বিষয়সূচী সম্পর্কে যে কোন প্রশ্ন গ্রহন করুন এবং এর উত্তর দিন।

সময়:
৪৫ মিনিট

উপাদানসমূহ:

১. ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার
২. ইনডেক্স কার্ড
৩. উপস্থাপনা
৪. সময় প্রবাহের লেখচিত্র

হ্যান্ডআউট :

১. হ্যান্ডআউট ১: বিস্তারিত প্রশিক্ষণসূচী

৫. এজেন্ডা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন কোর্সের কোন অংশটি তাঁদের কর্মক্ষেত্রের জন্য সবচেয়ে উপকারী হবে। প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি শেখার প্রত্যাশা করে তা উল্লেখ করার জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দুইটি ইনডেক্স কার্ড বিতরণ করুন। ব্যাখ্যা করুন যেন তারা তাদের প্রত্যাশাসমুহ সাধারনভাবে প্রকাশ করতে পারে অথবা কোন সুনির্দিষ্ট সেশন/ বিষয়সূচীর ভিত্তিতে বলতে পারে।

৬. পোষ্ট ইট নোট অথবা কার্ডটি সংগ্রহ করুন এবং একটি ফ্লিপ চার্টে বিষয়ভিত্তিক ভাবে সাজিয়ে লাগান।

৭. সাধারণ প্রত্যাশাগুলো আলোচনা করুন এবং যেগুলো বিশেষ সেশনের সেগুলো লিপিবদ্ধ করুন। যদি কোন প্রত্যাশা এ প্রশিক্ষণ সূচীতে না থাকে তবে তা উলেখ করুন এবং ব্যাখ্যা করুন কেন নেই। প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রত্যাশাসমুহ টাঙ্গিঁয়ে রাখুন যাতে প্রশিক্ষণার্থীগন পুরো প্রশিক্ষণকালে সেগুলো দেখতে ও উল্লেখ করতে পারে।

৮. প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি যা প্রশিক্ষণার্থীদের জানার প্রয়োজন আছে যেমন- স্টেশনারী দ্রব্যাদি, খাবার, বিরতি অথবা অনুরূপ অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখ ও আলোচনা করে শেষ করুন।

প্রশিক্ষকের জন্য নোট

১. একটি ফ্লো-ডায়গ্রাম তৈরী করা প্রয়োজন যা প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা প্রকাশ করবে।

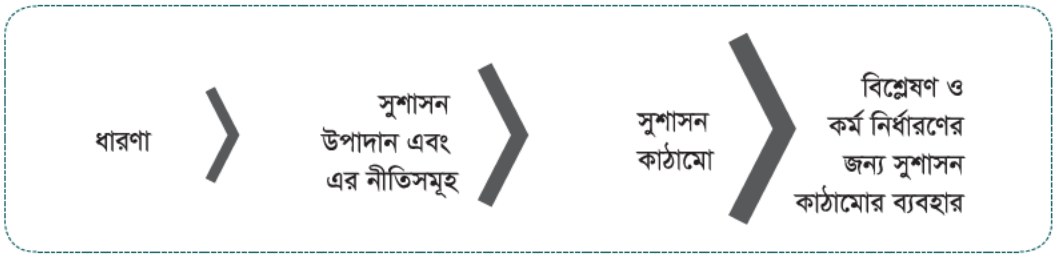

নীচের যে কোন একটি উপায়ে এটি করা যেতে পারে।

ক. ফ্লো-ডায়াগ্রামটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার একটি অংশ হতে পারে।

খ. ফ্লো-ডায়াগ্রামটি ফ্লিপ চার্টের একটি পাতায় এঁকে কক্ষে রাখা যেতে পারে।

গ. প্রশিক্ষণের প্রতিটি ধাপ ফ্লিপ চার্টের এক একটি শীটে, কার্ডে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে আঁকা যেতে পারে। যেখানে চার্ট পেপারগুলো ক্রমানুসারে নাম্বার করা থাকবে এবং প্রশিক্ষণ কক্ষে ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকবে।

২. যদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পোস্টের জন্য প্রতিদিনের এজেন্ডা এ-৩ পেপারে প্রিন্ট করা সম্ভব হয় তখন প্রশিক্ষকেরা সেশন কেন্দ্রিক প্রত্যাশাগুলো পোস্ট করতে পারেন। এটি সেশন চলাকালে বিষয়/সেশনভিত্তিক প্রত্যাশাগুলো উল্লেখ করতে প্রশিক্ষককে মনে করিয়ে দিবে।

হ্যান্ড আউট
২

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন-কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন, বিশেষ করে বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহুকাল যাবৎ কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে যে কোন পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ পর্য্যায় থেকে নিম্নাভিমুখী হয়ে থাকতো। বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়ে আসছে। অতীতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী সম্পদ ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদিও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এই অবদান কখনো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পায়নি কিংবা কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে তাদের কোন সহায়তা প্রদান করেনি।

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুশাসন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়, জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক ইত্যাদি সকল পর্যায়ের প্রয়াসে সুশাসনের চারটি মূলনীতি যথা-জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং আইনের শাসন ইত্যাদির অনুরনন হওয়াটাই প্রথম ও প্রধান শর্ত। এ চারটি মূলনীতি যদি নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ ও চর্চা করা যায় তবে যেকোন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা যায়। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী এবং সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এর চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সরকারি কর্মকান্ড ও অর্থনীতির চলমান দ্রুত সংস্কারের কারণে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মূল-নীতিমালা বা আইনের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের ক্ষমতার ভারসাম্যে এবং ক্ষমতা প্রবাহে লক্ষ্যণীয় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ধনাত্মক অর্থনৈতিক প্রভাব আনার জন্য প্রতিনিয়ত চাপ আসছে। একই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে তাদের উপর নির্ভর করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথা-উচ্চ পর্য্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও নীতিনির্ধারক, স্থানীয় সরকার প্রশাসন, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এদের প্রত্যেককেই সুশাসনের মূল ধারণা ও নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে যাতে করে তারা তাদের সুশাসন সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা তাদের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে প্রয়োগ ও প্রতিফলিত করতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ে একটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন করার যথার্থতা ক্রমশই জোড়ালো হচ্ছিল। এধরণের ট্রেনিং কোর্স বাস্তবায়ন করা গেলে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্য্যায়ের প্রাকৃতিক সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এ কথা অনস্বীকার্য।

নোট

(দৃশ্যপট তৈরী)

সেশন

৩

দলগত নিদের্শনা তৈরী,
পরিবীক্ষণ, আত্মপর্যালোচনা

সেশন

৩

সেশন

৩ দলগত নির্দেশনা তৈরী, পরিবীক্ষণ, আত্মপর্যালোচনা

উদ্দেশ্য

সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় অবগত হবেন বা করতে পারবেন:

- প্রথমত: কার্যদল (Task Team) গঠন করবে যা পুরো প্রশিক্ষণ সময়ে দলকে সহায়তা দেবে।
- প্রশিক্ষণের সময় গ্রুপ কাজের নির্দেশনাগুলো চিহ্নিত করবে ও সম্মত হবে।
- আত্ম-পর্যালোচনা বিষয়ে আলোচনা করবে এবং এর সাথে পরিচিত হবে।

ধাপসমূহ

১. পূর্বের সেশনটি উল্লেখ করুন যেখানে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনকারীদের প্রত্যাশার ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। ব্যাখ্যা করুন যে, সেশন ২ এ আমরা প্রশিক্ষণটির 'কেন', 'কি' এবং 'কখন' এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। এ সেশনে আমরা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম/বিষয়াদি 'কেমন করে' এবং 'কে' বাস্তবায়ন করবে তা নিয়ে আলোচনা করব।

২. ব্যাখ্যা করুন যে এই সেশনটি প্রশিক্ষণের গ্রুপ নির্দেশনা, পরীবিক্ষণ ও আত্ম-পর্যালোচনা বিষয়ে সম্মত হওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করবে।

৩. ব্যাখ্যা করুন যে 'কে' শব্দটি 'কিভাবে' শব্দের খুব কাছাকাছি। অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে তাঁরা প্রশিক্ষকদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাঁদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে মনে করে। গুরুত্বারোপ করুন যে, সব অংশগ্রহণকারী ভাল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে এবং প্রশিক্ষণে বেশির ভাগ শিখনই হবে মতবিনিময়ের মাধ্যমে। উদাহরণসরূপ বলা যায় ক্ষুদ্র শিখন গ্রুপগুলো।

সময়:
৪৫ মিনিট

উপাদানসমূহ:

১. ইনডেক্স কার্ড/ পোষ্ট-ইট নোট
২. দলীয় নির্দেশনা সহ ফ্লিপ চার্ট
৩. মার্কার
৪. দলগত কাজের পদ্ধতির উপর উপস্থাপনা

হ্যান্ডআউট:

১. হ্যান্ডআউট ৩: কার্য্যদল
২. হ্যান্ডআউট ৪: আত্মপর্যালোচনা

৪. প্রশিক্ষণে 'কিভাবে' বিষয়টির দিকে আলোকপাত করুন। অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন এবং এই প্রশিক্ষণে তা কিভাবে প্রয়োগ করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫. অংশগ্রহণকারীদের অনুমান করতে বলুন যে, বয়স্করা শতকরা কতভাগ শুনে (২০%), দেখে ও শুনে (৪০%) এবং অভিজ্ঞতা (৮০%) থেকে কোন একটি বিষয় কাজে লাগাতে পারে। ব্যাখ্যা করুন যে, ব্যবহৃত পদ্ধতিটি অংশগ্রহণমূলক হবে এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত ধারণাগুলোকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় প্রয়োগের সুযোগ পাবে যা তাঁরা তাঁদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনীতে বর্ণনা করেছে।

৬. হ্যান্ড আউট ৩ এর প্রেক্ষিতে কাজগুলো উত্থাপন করুন যা অংশগ্রহণকারীরা পুরো প্রশিক্ষণ জুড়ে করবে। অংশগ্রহণকারীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য এই কাজগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হবে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী সমান সুযোগ পায়। এই কাজগুলো হচ্ছে (১) সামাজিক পরিবীক্ষণ এবং সক্রিয়করণ (২) সেবা সরবরাহ (৩) প্রাত্যহিক ফিডব্যাক প্রদানকারী।

৭. কাজগুলো স্পষ্ট করে দিন এবং দুই অথবা তিনজন অংশগ্রহনারীকে প্রত্যেক দলের সেচ্ছাসেবক হতে বলুন। সকল অংশগ্রহণকারীকে প্রত্যেকদিন অন্তত একটি দলের অথবা ভিন্ন একটি দলের সেচ্ছাসেবক হতে হবে।

ক. সামাজিক পরিবীক্ষণ এবং সক্রিয়করণ দল: এই দলটি পুরো গ্রুপের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে এবং সামাজিক শিক্ষার উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নেবে। এই দলটি শিখন পরিবেশকে প্রাণবন্ত করতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

খ. সেবা সরবরাহকারী দল: এই দলটি সকল ধরণের সেবার দায়িত্ব নেবে যা শিখন কার্যক্রমের সময় দলকে সহায়তা করবে এবং এর মধ্যে থাকবে উপকরণ এবং হ্যান্ডআউট বিতরণ ও সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহের নিশ্চয়তা, অংশগ্রহণকারীদের লেখা কার্ড ও পোস্টনোট সংগ্রহ এবং তা প্রশিক্ষকদের নিকট পৌঁছানো এবং অন্যান্য অনুরূপ যেকোন প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কার্য্যাদি।

গ. প্রাত্যহিক ফিডব্যাক প্রদানকারী দল: এ দলটি প্রতি দিনের শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে শিখন পদ্ধতি বিষয়ে প্রতি মতামত সংগ্রহ করবে। এর মধ্যে থাকবে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ও অনুশীলনে তাঁদের প্রতিক্রিয়া এবং শিখনকে প্রভাবিত করে এমন যেকোন বিষয়। এই দলটি পরদিন সকালে প্রথম প্লেনারির সময় ফিরতি রিপোর্ট প্রদান করবে।

৮. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গ্রুপ নির্দেশনা তৈরী করুন। এটি বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে।

পদ্ধতি ১: একটি ফ্লিপ চার্টে পরামর্শকৃত নির্দেশনাগুলো লিখুন। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যদি এর কোনটি বাতিল বা নতুন কি যোগ করা যেতে পারে। প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ফ্লিপ চার্টে তাঁদের পরামর্শগুলো যোগ করুন।

পদ্ধতি ২: ইনডেক্স কার্ড অথবা পোষ্ট ইট নোটগুলো সকল অংশগ্রহণকারীকে বিতরণ করুন এবং সুপারিশকৃত নির্দেশনাগুলো, একটি ফ্লিপ চার্টে অর্ন্তভূক্ত করুন।

৯. গ্রুপটি সকল অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশকৃত তালিকাটি পর্যালোচনা করবে, সেই সাথে কেন কিছুসংখ্যক পরামর্শ কার্যকর হবে না তার উপর মন্তব্য করবে এবং যেটি তারা মনে করবে কার্যকর ও যুক্তিসংগত সেটিতে সম্মত হবে। যদি নির্দেশনায় কোন অসম্মতি থাকে তবে অংশগহনকারীদের সুযোগ দিন তাঁদের উদ্বেগগুলো জানাতে এবং একে অন্যের যুক্তিগুলো বুঝতে। সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি নির্দেশনা তালিকা তৈরী করুন। প্রস্তাবিত কোন নির্দেশনায় যদি ঐকমত্য না হয়ে থাকে এবং যদি এ বিষয়ে প্রবল মতদ্বৈততা থাকে, তা'হলে প্রশিক্ষক সেগুলো পৃথকভাবে তালিকা করতে পারে যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ এগুতে থাকাকালে সেগুলো ব্যবহার করবে কি করবে না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

১০. প্রত্যেক ঐকমত্য নির্দেশনা অনুসরণ না করার জন্য জরিমানা প্রদানের বিষয়ে একমত হন। এটি মজার হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ যদি একজন অংশগ্রহণকারী দেরিতে আসেন তবে তাকে গ্রুপের জন্য গান গেতে শুনাতে হবে।

১১. ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নির্দেশনাগুলো ও জরিমানাগুলো প্রশিক্ষণ কক্ষে লাগিয়ে দিন যাতে করে অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণজুড়ে নির্দেশনাগুলোকে উল্লেখ করতে পারে। সামাজিক পরিবীক্ষণ গ্রুপটি ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নির্দেশনাগুলো পুরো প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ যাতে মেতে চলেন সে ব্যাপারে প্রশিক্ষককে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

১২. হ্যান্ডআউট ৪কে উল্লেখ করুন এবং শিখনকালে আত্ম-পর্যালোচনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন। আত্ম-পর্যালোচনার ফরমটি পূরণের জন্য তাদের ১০ মিনিট সময় দিন। তাদের ব্যাখ্যা করুন যে, প্রশিক্ষণ শেষে তারা এই ফরমটি ব্যবহার করে পুরো কোর্স হতে অর্জিত জ্ঞান পর্যালোচনা করবে। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ দিন শেষে অংশগ্রহণকারীদের শিখন পর্যালোচনার জন্য তাঁদের আত্ম-পর্যালোচনা ফরমটি পূরণের ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। প্রশিক্ষকদের উচিৎ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর আত্ম-পর্যালোচনা ফর্রমটি পর্যালোচনা করা যেটি তারা পুরো কোর্সের জন্য প্রস্তুত করেছে। প্রশিক্ষকদের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর অর্জিত শিক্ষার পর্যালোচনা, পরবর্তী শিক্ষার জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলো নোট করা উচিত এবং তা অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করা উচিত। এই কাজটি যদি সময় থাকে তাহলে এককভাবে অথবা প্রশিক্ষণ শেষে সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষকদের জন্য নোট

১. দিকনির্দেশনাগুলো নিজেদের মত করে ভাবা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণার্থীরা যদি দেখে যে, নিয়মগুলো তাঁদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তবে প্রশিক্ষণটি ফলপ্রসু হবে না। অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের দিকনির্দেশনাগুলো অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা এবং গ্রুপ হিসেবে একত্রে ঐকমত্যে পৌঁছা খুবই গুরুত্বর্পূণ ব্যাপার। সর্বসম্মতভাবে গৃহীত দিক নির্দেশনাগুলো একটি দৃশ্যমান জায়গায় পোস্ট করুন এবং পুরো প্রশিক্ষণব্যাপী সেগুলোকে সেখানে রেখে দিন। প্রশিক্ষণ চলাকালে নির্দেশনাগুলোর প্রেক্ষিতে যদি অনৈক্য বা বিরোধিতার মত কোন সমস্যা হয় তাহলে পূনরায় আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুন করে দলগত নির্দেশনাগুলো প্রণয়ন করুন এবং তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখুন।

২. নির্দেশনায় উদাহরণসমূহ যেগুলো ফ্লিপ চার্টে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে

- প্রত্যেকের বোঝার অধিকার আছে।
- যেকোন প্রশ্নই ভাল প্রশ্ন।
- প্রত্যেকের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত।
- প্রত্যেকের অংশগ্রহণের দায়িত্ব আছে।
- আমরা শেখার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করি।
- সেশনের জন্য ঠিক সময়ে উপস্থিত হোন।
- সেশন চলাকালে মোবাইল ফোন অবশ্যই শব্দহীন অবস্থায় রাখতে হবে।
- সেশন চলাকালে ধুমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৩. প্রাত্যহিক ফিডব্যাক প্রদানকারীদলের সহায়তার ফলে প্রশিক্ষকের পক্ষে প্রতিমতামত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এর উপর মতবিনিময় করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে সবসময় একই পদ্ধতি অবলম্বন না করে নতুন ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

হ্যান্ড আউট
৩

কার্যদল সমুহ

প্রশিক্ষণের শুরুতেই দলগুলো অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে দলগত নির্দেশনাগুলো উপস্থাপন করবে। প্রশিক্ষকেরা এটা নিশ্চিতকরণের জন্য দায়বদ্ধ যে, গ্রুপের সম্মিলিত সিদ্ধান্তগুলো প্রত্যেক সেশনে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং গ্রুপ কাজের গতিশীলতার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীর বলার ও জিজ্ঞেস করার সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রত্যেক দলের দায়িত্ব নিচে বর্ণনা করা হলো।

সামাজিক পরিবীক্ষণ ও সক্রিয়করণ দল:

এই দলের দুইটি কাজ :

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের গতিশীলতা পরিবীক্ষণ এবং সামাজিক শিখন উন্নয়নে প্রশিক্ষককে সহায়তা প্রদান।
২. শিখন পরিবেশকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে তোলায় সহযোগিতা প্রদান। প্রথম কাজটি সম্পাদনের জন্য এই দলটির দায়িত্ব হবে গ্রুপের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও সমাজিক শিখন উন্নতিকরণ।

৩. সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ যাতে প্রত্যেক সেশনের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের যথার্থতাকে নিশ্চিত করে ।

- প্রয়োজনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নির্দেশনাগুলো অংশগ্রহনকারীদের সাথে পর্য্যালোচনা করা এবং তা মেনে চলায় প্রশিক্ষণার্থীদের পূন:উদ্বুদ্ধ করা।
- এটা নিশ্চিত করা যে আরোপিত যেকোন জরিমানা দিনের শেষে অথবা পরদিন কার্যকর করা হবে।
  যদি অংশগ্রহণকারীরা দিক নির্দেশনা অনুসরণ না করে, তবে গ্রুপের কার্যক্রম চালু রাখার জন্য ও গঠনমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক সময় সামাজিক পরিবীক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ দলকে দিক নির্দেশনা অনুসরন করতে চায়না এমন প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলতে হতে পারে যাতে করে বোঝা যায় যে কি বা কেন এই নির্দেশনাগুলো মেনে না চলায় তাদের প্রভাবিত করছে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা নিয়ে গ্রুপের ভেতর ধ্বংসাত্মক দ্বন্দ এড়াতে হবে। একাজ করার সময় টাস্ক টীমকে গঠনমূলক আলোচনা করতে হবে এবং একে অপরকে দোষারোপ না করে পরামর্শ প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে। যদি সর্বসম্মতভাবে আরোপিত জরিমানা কার্যকর না হয় তাহলে দলটি গ্রুপ ও প্রশিক্ষকের সাথে পরিস্থিতি আলোচনা করবে এবং গঠনমূলক ব্যবস্থা নিতে সম্মত হবে।

- এদলের দ্বিতীয় কাজ শিখন প্রক্রিয়াকে সক্রিয়করন, শিখনকালে বিষয়বস্তু আত্মস্তকরন, বিশ্লেষন এবং অনুশীলন সমাধান করা, ইত্যাদি করতে গিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। এ দল তখন বিভিন্ন আকর্ষনীয় ও উজ্জীবিত পদ্ধতি প্রয়োগ করবে যা প্রশিক্ষণার্থীদের দ্রুত শক্তি ফিরিয়ে আনায় উদ্দীপক হিসাবে কাজ করবে।

সক্রিয়করন পদ্ধতির কিছু উদাহরণ

১. মানব ঢেউ

অংশগ্রহনকারীদের বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলুন। তাদের বলুন একের পর এক কোমর বাঁকিয়ে হাতের আঙ্গুঁল দিয়ে পায়ের পাতা স্পর্শ করে পরক্ষণেই সোজা দাড়িয়ে হাত মাথার উপর তুলে ধরতে। একজন যখন শুরু করে পায়ের পাতা স্পর্শ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করবে তখন পাশের জন পায়ের পাতা স্পর্শ করার জন্য ঝুঁকবে। এ প্রক্রিয়াটি যখন দ্রুতভাবে একের পর এক করা হলে পুরো বৃত্তে একটি মানব ঢেউ সৃষ্টি হবে। কেউ যদি ঢেউ ভেঙ্গেঁ ফেলে তবে সে বৃত্ত থেকে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াবে এবং বাকীরা ঢেউ সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রক্রিয়াটি তিন মিনিটে শেষ করুন।

২. গানের খেলা

গ্রুপের সবাই জানে এমন একটি গান গাইতে একজন সঞ্চালককে আমন্ত্রণ করুন অথবা গ্রুপের অন্য সবাইকে একটি নতুন গান শেখানোর জন্য তাকে বলুন। গানের কথার সাথে সঞ্চালককে অবশ্যই অভিনয় করতে হবে এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা অবশ্যই তাকে অনুকরণ করবে।

সেবা-সরবরাহকারী দল:

এই দলটি প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ মসৃণভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য পুরো দলকে সকল আনুসাঙ্গিক সেবা প্রদান করবে। এগুলো হবে -

- পর্যাপ্ত পাতাসহ ফ্লিপচার্ট এবং এগুলো প্রত্যেক সেশনে যেইখানে থাকা দরকার প্রশিক্ষণ রুমে সেইখানে লাগিয়ে রাখা।
- ফ্লিপ চার্টে লেখা এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট মার্কার সরবারহ করা।
- উপকরণ ও হ্যান্ডআউট বিতরণ করা।
- লেখার জন্য কার্ড ও পোস্ট ইট নোট প্রশিক্ষণার্থীদের সরবরাহ করা এবং লেখা শেষে তা পুণ:সংগ্রহ করে প্রশিক্ষককে দেয়া।
- প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনার জন্য আর যা কিছু দরকার তা সরবারহ করা।

দিন শেষে, প্রশিক্ষকেরা টাস্ক দলের সাথে পরবর্তী দিনের সেশন পর্যালোচনা করবে যাতে করে প্রত্যেকেই জানবে যে পরবর্তী দিন তাদের কি উপকরণ ও সেবা দরকার।

প্রাত্যহিক ফিডব্যাক প্রদানকারী দল:

এই দলটির কাজ হবে

- স্বার্বক্ষণিক সচেতন থেকে প্রশিক্ষণার্থীর অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা এবং প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।
- প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করে প্রতিমতামত (Feedback) প্রদান প্রক্রিয়া নির্বাচন করা।
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি মতামত সংগ্রহ করা
- ফিডব্যাকের বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপণ
- প্রতিদিন ফিডব্যাক সেশন ও প্রশিক্ষণ সেশন শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষকের সাথে ফিডব্যাক শেয়ার করা এবং যদি কোন ব্যবস্থা নেয়ার থাকে সে ব্যাপারে আলোচনা করা।
- ফিডব্যাক উপস্থাপন করা এবং পূর্ববর্তী দিনে গ্রুপটি কি শিখেছে তা পুন:আলোচনা করা এবং ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।

প্রাত্যহিক ফিডব্যাক প্রদানকারী দলের জন্য নির্দেশনা

দিনশেষে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ফিডব্যাক অনুশীলনের উপর নির্ভর করবেন না বরং পুরোসময় আপনার চোখ ও কান খোলা রাখুন।

নোট

হ্যান্ড আউট
৪

আত্ম পর্যালোচনা

আত্মপর্যালোচনা প্রশিক্ষণার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপভাবে সহায়তা করে:-

- প্রশিক্ষণার্থী যে যে বিষয় বা ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নত্তর করতে চান তা চিহ্নিত হয়;
- প্রশিক্ষণার্থী তার নিজের জন্য একটি সুস্পষ্ট শিখন লক্ষ্য স্থির করতে পারে;
- প্রশিক্ষণার্থীকে তার নিজ অর্জনের উপর ভিত্তি করে তার শিখন অব্যাহত রাখায় অনুপ্রাণিত করে।

কিভাবে আত্ম-পর্যালোচনার মানদন্ডটি ব্যবহার করা যায়

- আপনি আপনার নিজের দক্ষতা নিরূপণ করুন, নম্বর বরাদ্দের মাধ্যমে। প্রতি সারিতে উলেখিত বিষয়ের বিপরীতে আপনি এ নম্বর প্রদান করতে পারেন।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণ দিবস শেষে আপনার এই ফরমটি পর্যালোচনায় করার দরকার পড়বে।
- আপনি প্রশিক্ষণ শেষেও এই ফরমটি পর্যালোচনা করবেন এবং আপনি কি শিখেছেন তা পর্যালোচনা করে নম্বর প্রদান করুন। এতে করে প্রতিটি যোগ্যতার ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু শিখতে পারলেন তা বুঝতে পারবেন। আপনি যে বিষয়ে আরও শিখতে ইচ্ছুক তা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন এবং তা প্রশিক্ষককে দিন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের জ্ঞান ও দক্ষতায় উন্নতিকরণ ঃ-

যোগ্যতা	খুবই নিম্নমান	সাধারণ	উচ্চমানের
প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসন বিষয়ে সম-সাময়িক ধারণা	প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের সম-সাময়িক ধারণা সম্পর্কে অবগত নয়	প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের ধারণা সম্পর্কে অবগত এবং এর বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা আছে	প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের ধারণা আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যোগসূত্র করতে পারে।
সুশাসনের উপাদান সমূহ এবং এর বাস্তব প্রয়োগ	প্রাকৃতিক সম্পদের প্রেক্ষাপটে সুশাসনের উপাদান গুলো সম্পর্কে অবগত নয়	সংবিধিবদ্ধ ও প্রচলিত আইন, প্রতিষ্ঠান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা আছে	দক্ষতার সাথে আইনের বর্তমান অবস্থা এবং অন্যান্য আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নিজের কর্মক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে পারে।
সুশাসনের মূলনীতি ও এর বাস্তব প্রয়োগ	সুশাসনের চারটি মুলনীতি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই	সুশাসনের চারটি মূলনীতি বুঝতে পারে	সুশাসনের মূলনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।
সুশাসন কাঠামো ব্যবহার করে সুশাসন বিষয়ক কোন কিছু বিশ্লেষণ করা	প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন বিশ্লেষণের জন্য সমন্বিত মানদন্ড হিসেবে সুশাসন কাঠামো সম্পর্কে অবগত নয়	প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসন বিশেষণের জন্য সমন্বিত মানদন্ড হিসেবে সুশাসন কাঠামো সম্পর্কে ধারণা আছে।	নিজ কর্মক্ষেত্রে ইস্যু, কার্যক্রম ও নির্দেশক চিহ্নিত করতে সুশাসন কাঠামো ব্যবহার করতে পারে।
প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের জন্য ইস্যু, কার্যক্রম ও নির্দেশনা চিহ্নিত করা	প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের জন্য ইস্যু, কার্যক্রম ও নির্দেশক চিহ্নিত করতে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা ধারণা নেই	প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের জন্য ইস্যু, কার্যক্রম ও নির্দেশক চিহ্নিত করায় জ্ঞান ও নিয়মিত অনুশীলন চর্চা আছে।	প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের জন্য ইস্যু, কার্যক্রম ও নির্দেশক চিহ্নিত করতে সুশাসন কাঠামো আত্মবিশ্বসের সাথে ব্যবহার করতে পারে।

(দৃশ্যপট তৈরী)

সেশন

৪

সিদ্ধান্ত প্রণয়ন

সেশন

৪

সেশন

৪ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন

সময়:
৬০ মিনিট

উপাদানসমূহ:

১. ১ কেজি সয়াবিন
২. ১ কেজি খোসাসহ চিনাবাদাম
৩. প্রত্যেকের জন্য একটি করে ছোট কাপ
৪. দলগত কাজের উপর উপস্থাপনা
৫. প্রত্যেক দলের জন্য একটি করে মাঝারি বাটি
৬. প্রত্যেকের জন্য এক জোড়া করে চপস্টিক
৭. প্রত্যেক দলের জন্য একটি করে চায়ের চামচ
৮. প্রত্যেক দলের জন্য দুটি করে সুপের চামচ
৯. সময় দেখার জন্য ঘড়ি

হ্যান্ডআউট:

১. হ্যান্ডআউট ৫: মৎস্যশিকারের নিয়মাবলী এবং মৎস্যশিকারের লগ বই

উদ্দেশ্য

এই সেশনের শেষে অংশগ্রহনকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেন

- ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্ত কিভাবে তৈরী হয় সেই কারণগুলো সনাক্তকরণ এবং কিভাবে তা প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত।

ধাপসমূহ

১. সেশনের পূর্বেই খেলার জন্য উপাদানসামগ্রী প্রস্তুত করে ফেলুন। অংশগ্রহনকারীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে খেলার জন্য কতগুলো গ্রুপ তৈরী করা হবে তা ঠিক করুন। একটি গ্রুপে সম্ভাব্য তিন থেকে চারজন থাকবে। ৩০টি সয়াবিন এবং ৫০টি খোসাসহ চিনাবাদাম এক একটি দলের পেয়ালাতে (যাকে সমুদ্র বলা হবে) রাখুন যা দিয়ে তারা খেলবে। সয়াবিন বিচি এবং /অথবা চিনাবাদাম পাওয়া না যায় তাহলে কাছাকাছি অন্য কিছু রাখতে হবে যা চপস্টিক দিয়ে উঠানো কষ্ঠসাধ্য।

২. অংশগ্রহনকারীদের বলুন যে, তারা সিদ্ধান্ত তৈরীর বিশ্লেষণ করতে মাছ ধরতে যাবে, যা কিনা প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের প্রধান অংশ।

৩. হ্যান্ড আউট ৫ উল্লেখ করুন এবং খেলার নিয়মগুলো জানান। ব্যাখ্যা করুন যে সয়াবিনের বিচি অথবা এর পরিবর্তে অন্য কিছু - সবচেয়ে মূল্যবান মাছের প্রতিরূপ। চিনাবাদাম অথবা এর পরিবর্তে অন্য কিছু - আরেকটি নিকটতম মূল্যবান মাছ। অংশগ্রহনকারীরা চাইলে এই দুই রকম মাছের নাম দিতে পারে।

৪. অংশগ্রহনকারীদের গ্রুপে বিভক্ত করুন এবং প্রত্যেক গ্রুপকে একটি মহাসাগরের নাম পছন্দ করতে বলুন, যেমন-দক্ষিণ চীন সাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর ইত্যাদি।

৫. প্রত্যেক গ্রুপকে সাগরের প্রতীক হিসেবে ১টি বাটি দিন যেখানে মাছ থাকবে। প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীকে ১টি পেয়ালা নৌকার প্রতীক হিসেবে এবং ১ জোড়া চপস্টিক মাছ ধরার সরঞ্জাম হিসেবে দিন।

৬. খেলার প্রথম অংশ শুরু করুন- যাকে বলা হবে 'মৎস্যশিকার'।

৭. খেলার প্রথম ধাপে প্রত্যেক মৎস্য শিকারী কয়টি করে মাছ (পেয়ালার সয়াবিন এবং চিনাবাদাম) ধরেছে, তা গননা করবে এবং লিপিবদ্ধ করবে।

৮. বাটিতে থাকা প্রতি দুইটি একই মাপের মাছের জন্য একটি নতুন মাছ যোগ করতে হবে। নতুন মাছটি একটি নতুন প্রজাতির মাছের প্রতিরূপ হবে, যা বোঝাবে যে, ঐ দুইটি একই মাপের মাছ সমূদ্রে পুরুষজাতীয় এবং স্ত্রীজাতীয় মাছ যা বংশবিস্তার করতে পারে।

৯. খেলার ২য় ধাপে থাকবে ২য় পর্যায়ের 'মৎস্য শিকার'। যেসব মৎস্য শিকারি দুই এর অধিক মাছ ধরতে পেরেছে তারা একটি নতুন পদ্ধতি কিনতে পারে যা হতে পারে একটি চা চামচ। মৎস্য শিকারিকে একটি মাছ দিতে হবে চা চামচ পাওয়ার জন্য। যেসব শিকারি মাত্র দুইটি মাছ ধরেছে তারা নতুন পদ্ধতিটি কিনতে পারবে না, কারণ তারা দুইটি মাছের কম হলে খেলায় টিকে থাকতে পারবে না। খেলার ২য় ধাপে, মৎস্য শিকারিরা চপস্টিক অথবা চা চামচ দিয়ে মাছ ধরবে।

১০. ২য় ধাপ শেষে, প্রতি বাটিতে অবশিষ্ট মাছের মধ্যে প্রতি দুইটি একই মাপের মাছের জন্য একটি নতুন মাছ যুক্ত হবে। যদি উভয় মাপের মাছ ধরা হয়ে যায় অথবা কোন বাটির সব মাছ ধরা হয়ে যায়, তবে তা অংশগ্রহনকারীদের ঘোষণা দিয়ে জানান। যদি কোন বাটির সব মাছ ধরা হয়ে যায়, তাহলে সেই গ্রুপের সব অংশগ্রহনকারী খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে।

১১. একটি ঘোষণা দিন যে, সম্প্রতি আরেকটি নতুন প্রযুক্তি তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু এটি ব্যয়বহুল। যেসব মৎসশিকারির চারটির বেশি মাছ থাকবে তারা যদি চায়, তাহলে দুইটি মাছের পরিবর্তে এই নতুন প্রযুক্তি-১টি স্যুপ চামচ কিনতে পারবে। যেসব মৎসশিকারির তিনটি মাছ আছে, তারা এই প্রযুক্তিটি কিনতে পারবে না কারণ দুইটি মাছ দিয়ে দিলে অবশিষ্ট একটি মাছ নিয়ে তারা খেলায় টিকে থাকতে পারবে না। খেলার ৩য় ধাপে, মৎস্যশিকারিরা চপস্টিক বা চা চামচ অথবা স্যুপ চামচ দিয়ে মাছ ধরতে পারে।

১২. ৩য় ধাপ শেষে বাটিতে অবশিষ্ট প্রতি ২টি একই মাপের মাছের জন্য, একটি নতুন মাছ যোগ করুন। যদি উভয় মাপের মাছ বাটি থেকে ধরা হয়ে যায়, অথবা ৩য় ধাপের শেষে যদি কোন বাটি থেকে সব মাছ ধরা হয়ে যায়, তাহলে তা সকল অংশগ্রহনকারীদের ঘোষণা দিয়ে জানান। কোন বাটিতে যদি আর কোন মাছ না থাকে, তাহলে ঐ গ্রুপের সবাই খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে।

১৩. ৩য় ধাপ শেষে, যে মাছ শিকারির কাছে মাছ ধরার জন্য সবচেয়ে ভাল প্রযুক্তি আছে, তাকে একটি কাগজের স্লিপ দিন। যদি কোন গ্রুপের দুই বা তার অধিক মৎসশিকারির কাছে একই প্রযুক্তি থাকে, প্রশিক্ষক অবশ্যই তাদের মধ্যে একজনকে কাগজের স্লিপটি দিবে। কাগজের স্লিপটিতে বলা থাকবে যে, ''স্লিপটি অন্য কাউকে দেখাবেন না!! আপনার সমূদ্রের মাছ কমে গেলে আপনি অন্য সমূদ্রে মাছ ধরতে পারবেন"। এই স্লিপটি সরকারের নতুন নীতিমালার প্রতিফলন ঘটাবে যা মৎস্যশিকারিদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগে উদ্দীপনা জাগাবে। চতুর্থ ধাপের জন্য খেলাটি চালিয়ে যান।

১৪. চতুর্থ ধাপের শেষে, বাটিতে অবশিষ্ট প্রতি দু'টি একই মাপের মাছের জন্য নতুন একটি মাছ যোগ করুন। যদি উভয় মাপের মাছ বাটি থেকে ধরা হয়ে যায়, অথবা যদি ৪র্থ ধাপ শেষে কোন বাটির সব মাছ ধরা হয়ে যায়, তবে তা ঘোষণার মাধ্যমে সকল অংশগ্রহনকারীকে জানান। কোন বাটির সব মাছ শেষ হয়ে গেলে, সেই গ্রুপ খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে। তবে, যেইসব অংশগ্রহনকারীকে নতুন নিয়মের কাগজের স্লিপ দেয়া হয়েছে তারা বাদ পড়বে না।

১৫. চতুর্থ ধাপের শেষে, সরকারি কোষাগারে রাজস্ব প্রদান করার মাধ্যমে মৎস্য শিকারের অংশ বিশেষ কেনার জন্য মৎস্য শিকারিদের সুযোগ দিন। রাজস্বের জন্য চারটি মাছ দিতে হবে। যেসব মৎস্যশিকারিরা ছয়টি মাছ অথবা তার কম মাছ ধরেছে, তারা রাজস্ব দিতে পারবে না কারণ তাহলে তাদের মাছের সংখ্যা দুই এর চেয়ে কম হয়ে যেতে পারে যার কারণে তারা খেলায় টিকে থাকতে পারবেনা।

১৬. পঞ্চম ধাপের শেষে, বাটিতে অবশিষ্ট প্রতি দুইটি একই মাপের মাছের জন্য একটি নতুন মাছ যোগ করতে হবে। যদি একই মাপের সব মাছ ধরা হয়ে যায়, অথবা কোন বাটির সব মাছ শেষ হয়ে গেলে, তা সবাইকে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিন। কোন বাটির সব মাছ ধরা হয়ে গেলে সেই গ্রুপের সবাই খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে। তবে, যে সব অংশগ্রহনকারীকে কাগজের স্লিপ দেয়া হয়েছে তারা বাদ যাবে না।

১৭. যতক্ষণ পর্যন্ত টেকসই মৎস্যশিকার অর্জিত না হচ্ছে অথবা, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল গ্রুপ বা অধিকাংশ গ্রুপ বাটিতে রাখা সব মাছ শিকার করে শেষ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছ ধরা, আহরণ লিপিবদ্ধ করা এবং মাছ পূন:মজুদ করা চলতে থাকবে।

১৮. মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের উপর আলোচনা শুরু করার জন্য নিম্নোক্ত নমুনা প্রশ্ন সমুহের মাধ্যমে চিন্তাভাবনার সুত্রপাত ঘটান।

- প্রশিক্ষণার্থীরা মাছ ধরার ক্ষেত্রে কিভাবে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে?
- প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত কিভাবে তার সমূদ্র এবং মাছ ধরায় নিয়োজিত অন্যান্য গ্রুপের উপর প্রভাব ফেলেছে?
- প্রত্যেক সমূদ্রের মৎস্যশিকারীদের স্বার্থ অনুযায়ী পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তের ফলাফল কি?
- কোন গ্রুপের সব মৎসশিকারীরা কি সংঘবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে নিদিষ্ট উপায়ে মাছ ধরেছে? যদি করে, তাহলে সমূদ্রের মাছের টেকসই মজুদ বজায় রাখার জন্য ক্ষেত্রে এসকল সিদ্ধান্তের প্রভাব কি?
- যখন অন্যদের কাছে গোপন রেখে কিছু মৎস্যশিকারিরা অনুমতি পেল যে, তারা অন্য সমূদ্রে মাছ ধরতে পারবে, তখন কি ঘটল? অন্য সমূদ্রের মৎস্যশিকারীরা কি বহিরাগতদের বাধা দিয়েছিল? তারা কিভাবে বাধা দিয়েছিল? সেখানে কি কোন দ্বন্দের সূত্রপাত ঘটেছিল?
- একজন মৎস্যশিকারি যখন কোন প্রজাতির সর্বশেষ মাছটি ধরে ফেলে তখন কি ঘটেছিল? যে শিকারি সর্বশেষ মাছটি ধরেছিল সে কি সেটা স্বীকার করেছিল? অন্য মৎস্যশিকারীরা কি এই নিয়মের অনুগত ছিল?
- যদি তারা একই গ্রুপ হিসেবে থাকতো তাহলে কি মাছ ধরার সিদ্ধান্তগুলো পৃথকভাবে নেয়া হতো? যদি তা হয়, তাহলে প্রতি গ্রুপকে জিজ্ঞেস করুন, কিভাবে পৃথক সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হতো?
- মাছ এর পরিবর্তে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে যদি গাছ অথবা কোন প্রাণী থাকতো, তাহলে কি প্রত্যেকে পৃথক সিদ্ধান্ত নিতো? যদি তা হয়, তাহলে সিদ্ধান্তগুলো কিভাবে নেয়া হতো?
- আপনি আপনার নিজ ক্ষেত্রে কি একই রকম ঘটনা/অবস্থা দেখেছেন? কোথায়? কখন? কি দেখেছেন?
- কিভাবে আপনি মনে করেন যে এই খেলা প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত?

১৯. প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য একটি সমাজ দরকার যারা সিদ্ধান্ত তৈরী করবে এবং ব্যবহারের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করবে। এই খেলায়, সরকার কর্তৃক ঐ সমাজের পক্ষ থেকে দুইটি সিদ্ধান্ত তৈরী করা হয়েছিল। একটি হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রচলন। আরেকটি হচ্ছে, কিছু মৎসশিকারিকে উৎসাহিত করা যারা এমন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে, যার ফলে অন্য সব মৎস্য শিকারীরা বাদ পড়েছে এবং যাতে তারা তাদের নিজস্ব সমুদ্রের বাইরে ও তাদের মৎস্য শিকারের প্রসার ঘটাতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের যেমন মাছ ব্যবহারের ব্যাপারে অন্য সব সিদ্ধান্তগুলো এই ক্ষেত্রে ব্যাক্তিগতভাবে তৈরী হয়েছে, যতক্ষণ না যেকোন একটি গ্রুপ তাদের সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য আইন তৈরীতে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে। এই খেলা থেকে অংশগ্রহণকারীরা যা শিখতে পারবে তা হচ্ছে :

- প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য কিছু নিয়মকানুন থাকা প্রয়োজন।
- যদি এখানে কোন নিয়মকানুন না থাকে, অথবা যারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে তারা যদি নিয়মকানুন না জানে, তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার সম্ভব নয়।
- যদি নিয়মকানুন থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকারী সকলের ক্ষেত্রে এই নিয়ম সমানভাবে মানা না হয় তবে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার সম্ভব নয় এবং দ্বন্দের সূত্রপাত ঘটতে পারে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষেত্রে যদি সিদ্ধান্ত প্রদানকারীদেরকে সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর নিকট তাদের সিদ্ধান্তের ফলাফল বা পরিনতির জন্য জবাবদিহি না করতে হয় তবে সেক্ষেত্রে ও সব সময় দ্বন্দ থেকে যাবে এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় টেকসই হবেনা।

প্রশিক্ষকের জন্য মন্তব্য:

১. অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খেলা শুরু করার আগে প্রশিক্ষকগণ নিজেরা খেলার চেষ্টা করতে হবে। প্রশিক্ষকদেরকে বিশদভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে, খেলার প্রথম ধাপে প্রত্যেক সমুদ্রে প্রচুর মাছ আছে যা দিয়ে খেলার অনেকগুলো ধাপ পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

২. এই খেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রশিক্ষণার্থীদের বোঝানো যে, যখন কোন ব্যাক্তি নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কি ঘটে। অংশগ্রহণকারীরা প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন সম্পর্কে বেশি জানতে পারবে যেখানে সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত না হয়ে কোন গ্রুপ/সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত এবং পরিচালিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণের পুরো সময় খেলার বিষয়টি মনে রাখবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলাফল মনে রাখবে।

মৎস্য শিকার
লগ বই

হ্যান্ড আউট
৫

মৎস্যশিকারের নিয়মাবলী এবং মৎস্যশিকারের লগ বই

- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী একজন মৎস্যশিকারী যার জীবিকা মাছ ধরার উপর নির্ভর করে।
- বাটিগুলো সমুদ্রের প্রতিরূপ।
- মাছের প্রতিরূপ হচ্ছে সয়াবিনের বিচি এবং চীনাবাদাম। সয়াবিনের বিচি সবচেয়ে বড় এবং নিকটবর্তী মূল্যবান মাছ।
- পেয়ালাগুলো প্রত্যেক মৎস্যশিকারীর জন্য নৌকা।
- প্রত্যেক মৎস্যশিকারীকে অন্তত দুইটি (ছোট/বড়) মাছ প্রতি ধাপে ধরতে হবে (যার মানে খাওয়ার অথবা বিক্রির জন্য প্রচুর মাছ পেতে হবে)। যেসব মৎস্যশিকারী যারা অন্তত দুটি মাছ ধরতে পারবে না তাদেরকে অবশ্যই খেলা বন্ধ করতে হবে।
- খেলার প্রতি ধাপে মাছ ধরার পর্ব ২০ সেকেন্ড চলবে। সকল অংশগ্রহণকারী একই সাথে একই সময় তাদের গ্রুপের সমুদ্রে মাছ ধরবে।
- যখন মাছ ধরা শুরু হবে তখন অংশগ্রহণকারীদেরকে একটি হাত পিছনে রেখে, অন্য হাত দিয়ে চপস্টিক (মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম) ব্যবহার করে সমুদ্রের মাছ ধরতে হবে এবং নৌকায় অর্থাৎ পেয়ালাতে মাছ রাখতে হবে।
- খেলার প্রতি ধাপের পর মৎস্যশিকারীরা লগ বই-এ মৎস্যশিকারের তথ্য লিপিবদ্ধ করবে।
- খেলার প্রতি ধাপের পরে বাটিতে অবশিষ্ট মাছগুলোর সংখ্যা, প্রত্যেক মাপের জন্য প্রজননক্ষম মাছের সংখ্যা প্রকাশ করবে। প্রত্যেক ধাপের পর, বাটিতে অবশিষ্ট প্রতি দুইটি একই মাপের মাছের জন্য প্রশিক্ষক ঐ মাপের আরেকটি মাছ বাটিতে রাখবে।
- যদি, খেলার কোন একটি ধাপে, বাটিতে এক মাপের শুধুমাত্র একটি মাছ থাকে, তার অর্থ হচ্ছে, প্রজাতির সব মাছ ধরা হয়ে গেছে এবং সমুদ্রে আর কোন মাছ ধরা যাবে না। কোন মৎস্যশিকারী যদি ঐ অবশিষ্ট মাছটি ধরে তাহলে তাকে জরিমানা হিসেবে ২টি মাছ দিতে হবে। জরিমানার পর যদি ঐ মৎস্যশিকারীর কাছে দুইটির কম মাছ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সে এই খেলায় আর টিকে থাকতে পারবে না এবং খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে।
- যদি কোন বাটিতে ভিন্নমাপের দুইটি মাছেরও কম অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ সমুদ্রে প্রজননক্ষম আর কোন প্রজাতি নেই এবং সেখানে মাছ ধরার সমাপ্তি ঘটেছে। খেলার বাকি সময় ঐ বাটিতে আর কেউ মাছ ধরতে পারবে না।

মৎস্যশিকার লগ বই

সমুদ্রের নাম: _____

মৎস্যশিকারীর নাম: _____

আপনার মাছ ধরা এবং প্রতি পর্বের পর সমুদ্রে অবশিষ্ট প্রতিটি মাপের মাছের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করুন

মৌসুম	ধৃত মাছের হিসাব			সমুদ্রে অবশিষ্ট মাছের সংখ্যা		
	সবচেয়ে মূল্যবান মাছ	নিকটবর্তী মূল্যবান মাছ	মোট মাছ	সবচেয়ে মূল্যবান মাছ	নিকটবর্তী মূল্যবান মাছ	মোট মাছ
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						

সেশন

৫

স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

সেশন

সেশন

৫

স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- স্টেকহোল্ডার বলতে কি বুঝায় এবং এর ব্যাখ্যা
- ক্ষমতা ও দায়িত্ব বলতে কি বুঝায় এবং এর ব্যাখ্যা
- কিভাবে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডাগণ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সময়:
৬০ মিনিট

উপাদানসমূহ:
১. ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার
২. ইনডেক্স কার্ড

হ্যান্ডআউট:
১. হ্যান্ডআউট ৬: স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব-এর অর্থ ও বিশ্লেষণ

ধাপসমূহ

১. প্রশিক্ষণার্থীদের মতে স্টেকহোল্ডার কারা তা একটি কার্ডের উপর লিখতে বলুন। সেবা প্রদানকারী দলকে বলুন কার্ডগুলো সংগ্রহ করতে। প্রশিক্ষক কার্ডের উপর লিখিত তথ্যসমূহ পুরো দলের উদ্দেশ্যে পড়ে শুনাবেন এবং তথ্যের ধরণ অনুযায়ী সেগুলোকে সাজাবেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে একই ধরণের বিষয়গুলোর সারমর্ম তৈরী করে পার্থক্য (যদি থাকে) চিহ্নিত করবেন, এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোন ক্ষুদ্র অংশ কর্তৃক উত্থাপিত যে কোন বিষয় তুলে ধরবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত 'স্টেকহোল্ডার'-এর সংজ্ঞাসমূহের ভিত্তিতে বের করার চেষ্টা করুন - আমরা কখন শব্দটি ব্যবহার করি, আমরা প্রায়ই মনে করে থাকি যে, 'স্টেকহোল্ডার' বলতে কি বুঝায়, এ ব্যাপারে প্রত্যেকের একই ধরণের উপলব্ধি রয়েছে, তবে সবসময় এরকম নাও হতে পারে।

২। স্টেকহোল্ডার শব্দের অর্থ উপস্থাপন :

স্টেকহোল্ডার বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে, যার নিদিষ্ট স্বার্থ থাকবে, অথবা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবে, অথবা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।
স্টেকহোল্ডার একটি জনগোষ্ঠী/সামাজিক কর্তৃপক্ষ হতে পারে, ব্যাক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হতে পারেন, যে কোন বেসরকারি সংস্থা হতে পারে, সরকারি কোন সংস্থা অথবা এর কর্মকর্তা হতে পারে, এমনকি অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও হতে পারে।

ব্যাখ্যা করে বলুন যে, এ প্রশিক্ষণে 'স্টেকহোল্ডার' শব্দের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হবে।

৩। যুক্তিযুক্ত মনে হলে, প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন তাদের ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে কিনা যা স্টেকহোল্ডার শব্দের সমান অর্থ বহন করে, যেটি এ প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হবে। না হলে, তাদের নিজের ভাষার স্টেকহোল্ডার বলতে কি বুঝায়-তা ব্যাখ্যা করতে বলুন। তাদের নিজের ভাষায় সে ব্যাখ্যাটি একটি কার্ডের উপর লিখতে বলুন।

৪। 'ক্ষমতা' শব্দটি বলতে কি বুঝায় তা একটি কার্ডের উপর লিখতে বলুন এবং অন্য একটি কার্ডের উপর 'দায়িত্ব' শব্দের অর্থ লিখতে বলুন। স্বেচ্ছাসেবক দল/সেবাদানকারী দলকে কার্ডগুলো সংগ্রহ করতে বলুন। কার্ডের উপর লিখিত তথ্য প্রশিক্ষক পুরোদলের উদ্দেশ্যে পড়ে শুনাবেন। এবং তথ্যের ধরণ অনুযায়ী সেগুলোকে গুছিয়ে সাজাবেন। শিক্ষার্থীদের সংজ্ঞাগুলো থেকে একই ধরণের বিষয়গুলোর সারমর্ম তৈরী করে পার্থক্য (যদি থাকে) চিহ্নিত করবেন, এবং কম সংখ্যক শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত যে কোন বিষয় তুলে ধরবেন। দরকার হলে, শিক্ষার্থীগণ প্রদত্ত 'ক্ষমতা' ও 'দায়িত্বের' সংজ্ঞাসমূহ হতে বের করার চেষ্টা করুন। আমরা কখন শব্দটি ব্যবহার করি, আমরা প্রায়ই মনে করি থাকি যে, 'ক্ষমতা ও দায়িত্ব' সম্পর্কে প্রত্যেকের একই ধরনের উপলব্ধি রয়েছে, তবে সব সময় এমনটা নাও হতে পারে।

৫। ক্ষমতার অর্থ উপস্থাপন

ক্ষমতা হচ্ছে, কোন কিছু করার সামর্থ্য অথবা যোগ্যতা, অথবা কর্তৃত্ব।

স্টেকহোল্ডার বলতে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বুঝাতে পারে, যাদের কোন কিছু করার সামর্থ্য বা দক্ষতা থাকলেও সে কাজটি করার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই-এ বাস্তবতাটি শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। অন্যদিকে উল্টোটাও সত্যি হতে পারে অর্থাৎ স্টেকহোল্ডাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকলেও, কোন কিছু করার সামর্থ্য ও দক্ষতা নাও থাকতে পারে। নিম্নোক্ত অবস্থা সমুহের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে উদাহরণ দিতে বলুন:

- প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদরাজি ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে স্টেকহোল্ডার সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখলেও, পর্যাপ্ত দক্ষতা ও সামর্থ্য নেই। রাষ্ট্রীয় আইন, প্রথাসিদ্ধ কানুন অথবা কোন দল বা সমিতির ভেতর সম্পাদিত চুক্তিনামার মাধ্যমে কর্তৃত্বের উদ্ভব হতে পারে অথবা কোন সুনির্দিষ্ট কারনেও হতে পারে।

- প্রাকৃতিক সম্পদরাজি ও এর ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাব ফেলে-এমন কোন বিষয়ে স্টেকহোল্ডার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সমর্থ হলেও তাঁর সে অধিকার কিংবা কর্তৃত্ব নেই।

স্টেকহোল্ডারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন এ ব্যাপারে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, যেমন উদাহরণস্বরূপ হতে পারে:

- ধর্মীয় অথবা আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব
- সংঘাতের আশংকা
- নেতৃত্ব
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ
- জ্ঞান

৬। দায়িত্বের অর্থ উপস্থাপণ
দায়িত্ব শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে ক্ষমতাশালী একজন স্টেকহোল্ডার তার ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে অন্যদের জবাব প্রদানে বাধ্য।
নিম্নোক্ত অবস্থাসমুহের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে উপদাহরন দিতে বলুন:

- প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন এবং কিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন সে বিষয়ে অন্যদের জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন।
- প্রাকৃতিক সম্পদ কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করে-এমন বিষয়ে স্টেকহোল্ডার ক্ষমতা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন এবং কিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, সে বিষয়ে অন্যদের কাছে জবাবদিহি করেননি।

৭। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে পারেন-তাদের নিজের ভাষায় এমন কোন শব্দ বা শব্দাবলী আছে কিনা, যেটি এখানে উল্লেখিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের সমান অর্থ বহন করে। যদি না থাকে তবে, এ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ কিভাবে তারা নিজস্ব ভাষায় ব্যাখ্যা করবে। শিক্ষার্থীদের বলুন তাদের নিজের ভাষায় একটি কার্ডের উপর সে সব ব্যাখ্যা লিখতে।

৮। স্টেকহোল্ডার ক্ষমতা ও দায়িত্ব শব্দের অর্থসমূহ প্রশিক্ষণ কক্ষে সেঁটে দেয়ার জন্য সেবা প্রদানকারী দলের সদস্যদের বলুন। প্রত্যেকটি শব্দের প্রকৃত অর্থসহ শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় প্রদত্ত প্রত্যেক শব্দের অর্থ সম্বলিত কার্ডটি পাশাপাশি সেঁটে দিন, যাতে করে পুরো প্রশিক্ষণকালীন সময় শিক্ষার্থীগন শব্দগুলো মনে রাখতে পারে।

৯। এ আলোচনার পর ৬ নং হ্যান্ড আউটটি বিতরণ করুন।

প্রশিক্ষকদের জন্য দ্রষ্টব্য

এ সেশন এবং সুশাসনের সংজ্ঞা সম্পর্কিত সেশন-৬, একটি আরেকটির পরিপূরক। পূর্বেকার সেশন ক্ষমতা, দায়িত্ব ও স্টেকহোল্ডার শব্দাবলীর ব্যবহার আলোচিত হয়েছে। এবার সেশন-৬ সুশাসনের সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত হবে, যা কিনা এ প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হবে, এতে ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং স্টেকহোল্ডার সংক্রান্ত বিষয়ও থাকবে।

হ্যান্ড আউট
৬

স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব- এর অর্থ ও বিশ্লেষণ

স্টেকহোল্ডার বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে, যার নির্দিষ্ট স্বার্থ থাকবে, অথবা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবে, অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারবে।

ক্ষমতা হচ্ছে কোন কিছু করার সামর্থ্য, অথবা দক্ষতা, অথবা কর্তৃত্ব।

দায়িত্ব শব্দটি ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায়, ক্ষমতাধর একজন স্টেকহোল্ডার ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে অন্যদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

নোট

সেশন

৬

সুশাসন সংজ্ঞায়িতকরণ

সেশন

সেশন

৬ সুশাসন সংজ্ঞায়িতকরণ

সময়:
৬০ মিনিট

উপাদানসমূহ:

১. ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার
২. ইনডেক্স কার্ড
৩. উৎস উল্লেখ না করে সুশাসনের সংজ্ঞাগুলো ফ্লিপ চার্টে লিখিত থাকবে।

হ্যান্ডআউট:

১. হ্যান্ডআউট ৭: সুশাসনের সংজ্ঞা

২. হ্যান্ডআউট ৮: সুশাষনের সংজ্ঞা সমূহ (উৎস সহ সংজ্ঞাগুলো অনুশীলনের পর সরবরাহ করতে হবে)

৩. হ্যান্ডআউট ৯: সুশাষনের একটি প্রচলিত সংজ্ঞা (অনুশীলনের পর সরবরাহ করতে)

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- সুশাসন ধারনার উৎস এবং এর ব্যাখ্যা;
- সুশাসনের বিভিন্ন সংজ্ঞার উপাদান সমূহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা এবং কেন একটি অপরটি হতে পৃথক; এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রচলিত সংজ্ঞা, যা কিনা এ প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে-তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

ধাপসমূহ

১। সেবা প্রদানকারী দলের সদস্যগণ তথ্যসূত্র ছাড়া সুশাসনের সংজ্ঞাগুলো কক্ষের চারিদিকের দেয়ালে সেঁটে দিবেন।

২। সেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের ধারণা নিয়ে কাজ করার আগে 'সুশাসন' শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। অধিবেশন-৫ এ আলোচিত স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব শব্দের অর্থ স্বরণ করিয়ে দিন।

৩। সুশাসন বিষয়টিকে সার্বিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে, অথবা শিক্ষার্থীদের সাথে পর্যালোচনা করে হ্যান্ডআউট-৭ এর ভিত্তিতে একটি আলোচনা উপস্থাপন করুন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করুন। 'সরকার ও সুশাসন' এবং 'সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা' সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামতের উপর বিশেষভাবে নজর দিন।

৪। শিক্ষার্থীদের সবগুলো সংজ্ঞা পড়তে বলুন এবং সুশাসনের যে সংজ্ঞাটিতে তাদের উপলব্ধির বেশী প্রতিফলন ঘটেছে সেটি নির্ধারণ করুন। ফ্লিপ চার্টের উপর লিখিত শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট মন্তব্য শিক্ষক টুকে নিবেন প্রয়োজনে বড় পর্দায় প্রদর্শনের জন্য সেগুলো টাইপ করবেন অথবা কক্ষের ভেতর সেগুলো এমনভাবে প্রতিস্থাপন করবেন যাতে করে শিক্ষার্থীগণ সহজে দেখতে পায়।

আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিবেচ্য:

- শিক্ষার্থীগণ যে সকল শব্দ ও ধারণার কথা চিন্তা করেছেন তা সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং কেন তা গুরুত্বপূণ ছিল?

- শিক্ষার্থীরা সংজ্ঞাগুলোকে যেভাবে চিন্তা করে বিশ্লেষণ করেছে তা সুশাসনের সংজ্ঞার জন্য যথার্থ্য নয় এবং কেন নয় তার ব্যাখ্যা। সংজ্ঞায় প্রদত্ত শব্দ ও চিন্তাধারার প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন এবং তাদের মতে কেন কোন বিশেষ শব্দ বা ধারণা সুশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে বলুন।

৫। সুশাসনের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত শব্দের জন্য তাদের জাতীয় ভাষায় কোন অনুবাদ আছে কিনা তা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন। আর না হলে, প্রশিক্ষণের অবশিষ্ট সময়ে তারা কিভাবে সে সব শব্দ ও চিন্তাধারা নিজেদের জাতীয় ভাষায় প্রকাশ করবে, সে বিষয়টি ভেবে দেখতে বলুন।

৬। আলোচনা ও চর্চার পর সুশাসনের সংজ্ঞাসহ হ্যান্ডআউট-৮ বিলি করুন। দেয়ালে লাগানো সংজ্ঞার কিংবা পূর্বে বিলিকৃত তালিকার চাইতে আরো বেশী সংজ্ঞা তালিকায় রয়েছে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে পরিস্কার করুন।
কেননা সুশাসনের কয়েকটি সংজ্ঞা অনেকটা একই রকম। তাই যে কোন একটা অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। কেন বিশেষ কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সুশাসনকে তাদের মত করে সংজ্ঞায়িত করে, এ ব্যপারে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিন।

৭। সুশাসনের একটি প্রচলিত সংজ্ঞা শীর্ষক হ্যান্ডআউট-৯ বিলি করুন। হ্যান্ড আউটটির ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করুন, অথবা শিক্ষার্থীদের সাথে বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন। শিক্ষার্থীদের স্বরণ করিয়ে দিন যে, সুশাসন বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে যারা কিনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই সম্পৃক্ত হবেন।

৮। সুশাসনের প্রচলিত সংজ্ঞা এবং অধিবেশন-৫ এ আলোচিত স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে-এটি ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

প্রশিক্ষকের জন্য নোট :

১. প্রশিক্ষককে এই মর্মে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতে পারে যে, সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালাসমূহ সেশন ৮-১৫তে বিস্তারিত আলোচিত হবে।
২. পুরো প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষককে যে সকল প্রশিক্ষণার্থী সুশাসন, স্টেকহোল্ডার, ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং এতদ্বিষয়ক অন্যান্য শব্দের সাথে তত ভালভাবে পরিচিত নয় তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হতে পারে। সেশন ৬ ও ৭-এ উল্লেখিত এসকল শব্দাবলীর অর্থ, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রশিক্ষণকালের দেয়ারে টাঙ্গিঁয়ে দেয়া যেতে পারে।

সুশাসনের সংজ্ঞা

সুশাসন ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশিক্ষকদের নিকট দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

(১) এ-৩ অথবা এ-৪ সাইজের কাগজে প্রত্যেকটি সংজ্ঞা আলাদাভাবে মুদ্রণ করে প্রশিক্ষণ কক্ষের চারপাশে লাগিয়ে দিন, অথবা (২) একটি কাগজে সংজ্ঞাগুলোর তালিকা প্রিন্ট করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলি করুন।

রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চর্চা করাকে সুশাসন বলে।

সুশাসন হচ্ছে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া, এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা বা না করার পদ্ধতি।

সুশাসন বলতে এমন কিছু নিয়মকানুন, পদ্ধতি এবং আচরনকে বুঝাবে যা উন্মুক্ততা, অংশগ্রহনমূলক, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও সংগতির ভিত্তিতে ইউরোপীয় পর্যায়ে চর্চা করা হয়ে থাকে।

সুশাসন হল কিছু ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় যা দিয়ে একটি দেশে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়। এতে কিভাবে সরকার নির্বাচন, পর্যবেক্ষণ এবং পরিবর্তন করা হবে সে সবের পাশাপাশি বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্রের করণীয় ও জনগণের সম্মানের বিষয়টিও জড়িত।

সুশাসন একটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ যেখানে নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি সংস্থা ও কর্তাব্যক্তিদের সাথে সংযোগ স্থাপন ও ভাব বিনিময় করে থাকে।

সুশাসন এমন কিছু মূল্যবোধ, নিয়ম-কানুন, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির সমন্বয়, যেগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করে থাকে, সিদ্ধান্ত নেয়, কর্তৃত্ব আরোপ এবং আইন প্রয়োগ ও ক্ষমতা চর্চা করে।

সুশাসন একটা প্রক্রিয়া, যেখানে সমাজ ও প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে যে কাকে প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করবে এবং কিভাবে জবাবদিহিতা আরোপ করবে সেটা নির্ধারণ করে।

সমাজ শাসন করার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াই হল সুশাসন।

নোট

হ্যান্ড আউট
৭

সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করন

২০০২ সালের টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে সুশাসন উন্নয়নের জন্য সরকার প্রধানগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সুশাসন শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়; তবে সুশাসন বলতে বক্তা বা লেখক প্রকৃতপক্ষে কি বুঝাতে চান, তা কিন্তু অব্যক্তই থেকে যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দির শেষের দিকে সুশাসনের আধুনিক ধারনার সূত্রপাত ঘটে। ষোড়শ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে উপমহাদেশীয়, ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডের দার্শনিক ও রাজনীতি বিজ্ঞানীরা দেশের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি বিশদ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন। আর সরকার ও নাগরিকদের এ সম্পর্কটি সহজে উপস্থাপনের ভাষা প্রচলনে শতাব্দির পর শতাব্দি অতিবাহিত হয়। তবে মূল চিন্তাধারাটি অপরিবর্তিত থাকে। বস্তুতঃ সুশাসণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যা দরকার, সেটি হচ্ছে সরকার ও নাগরিকদের মাঝে নিবিড় যোগাযোগ কিংবা সম্পর্ক স্থাপন। সুশাসনের পদ্ধতি ও প্রয়োগ সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে বিরাজ করে।

সুশাসনের ধারনাটি সম্পর্কে আমরা পরিচিত হয়েছি ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। বিগত ২০ বছরে উন্নয়ন তথা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুশাসন বর্ধিত মাত্রা যোগ করেছে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি হতে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ছাড়াও বহুজাতিক ব্যাংক এবং আরও অনেক সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ও বিভিন্ন আন্তজার্তিক সাহায্য সংস্থাগুলো সুশাসনকে তাদের নিজস্ব মতামত প্রতিফলনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেছে। এখন পর্যন্ত যতদূর বুঝতে পারা যায়, এশিয়ার কোন সরকার সুশাসনকে তেমন বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি, কিংবা ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। সুশাসনের বিদ্যমান সংজ্ঞাগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও একটি অন্যটি হতে আলাদা। ফলে সুশাসন বলতে আসলে কি বুঝায়, এটি এখনও স্পষ্ট নয়।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের ধরণ বিশ্লেষনে বুঝা যায় সুশাসনের কিছু সংজ্ঞা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তজার্তিক সংস্থা অনুসরণ করে আসছে। অন্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার উপর বেশী নজর দিচ্ছে।

কিছু কিছু সংজ্ঞায় আইন, নিয়মকানুন ও প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন সংজ্ঞায় সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনাকে একইভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য সূত্র সুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করার চাইতে এটি আসলে কি হতে পারে তা বর্ণনা করতে বেশি আগ্রহী।

কোন কোন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে সুশাসন ও সরকার একই, তবে এটি মূল ধারণার বিপরীত। দুভার্গ্যজনকভাবে কিছু আধুনিক ইংরেজি অভিধানে সুশাসন ও সরকারকে একই শব্দ ও ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এতে করে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে, যে সরকার ও সুশাসন এ দু'টি একই। সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার এককভাবে দায়ী নন, সুশাসনের জন্য দরকার সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ।

কিছু কিছু সংজ্ঞায় আবার সুশাসনকে বলা হয়েছে ব্যবস্থাপনা। কিন্তু এটি ঠিক নয়। ব্যবস্থাপনা সুশাসনের একটি অংশ মাত্র। সুশাসন হচ্ছে কৌশলগত প্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক বিষয়। সুশাসনের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ব্যবস্থাপনা হল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি পদ্ধতি। সুশাসন বলতে বড় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন বুঝায় যা কিনা অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে। উদাহরনস্বরূপ একটা সিদ্ধান্তের কথা বলা যায়, যেমন সেচ কাজ অবশ্যই সামাজিক পর্যায়ে পরিচালিত হতে হবে অপরদিকে ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করে, কিভাবে সমানভাবে পানি সম্পদ বন্টন করা হবে, কখন প্রতিটি কৃষক পানি পাবেন, এবং পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে কি ধরনের পদ্ধতি বা ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে ইত্যাদি।

বিগত ২০ বছরের বেশি সময় ধরে যে সকল সংজ্ঞা নির্ণিত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। আমরা দেখছি যে, সিদ্ধান্ত গ্রহন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে সুশাসন জড়িত। সুশাসনের প্রধান অংশ হল, আইন অথবা নিয়মকানুন, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ।

সুশাসন বলতে একের ভেতর অনেক কিছু এমনটি নয়। কেননা সুশাসনের ধারনাটি উত্তর ও পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা হতে উদ্ভব হয়েছে। পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার বাইরে সুশাসনের অনুবাদ ও প্রচলন অনেকটা চ্যালেঞ্জের মত। সুশাসনের সংজ্ঞা প্রবর্তনকারী অনেক প্রতিষ্ঠানই মনে করে সুশাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং এটি বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতায় বিভিন্নভাবে বিরাজ করছে। প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে এ সকল সংজ্ঞার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যদিও অনেক প্রতিষ্ঠানই সুশাসনকে বৈশ্বিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে, পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠান মনে করে সুশাসনের অনেক ইতিবাচক বিষয় সাধারনভাবে বুঝতে পারা কিংবা চর্চা করা যাবে তবে এটি পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার বাইরে ততটা আশা করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে সুশাসন বিষয়টিকে বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য আজ কাল আরও অনেক বিষয়ের সাথে উপস্থাপণ করা হচ্ছে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (টঘউঝঈঅচ) সুশাসনকে একটি আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা কিনা অর্জন করা দুরূহ। তবে এ আদর্শে পৌছার জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লড়ে যাওয়া উচিত। ফলে সুশাসন বিষয়টিকে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এটি অনুধাবন করা খুবই বাস্তবসম্মত যে, সুশাসন কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

মৌলিক নীতিমালা ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে সুশাসনকে বিশ্লেষন করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোন একটি দেশে কি ঘটছে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

নোট

হ্যান্ড আউট
৮

সুশাসনের সংজ্ঞা সমূহ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সুশাসনের কিছু সংজ্ঞার উদাহরন :

■ দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চর্চা হচ্ছে সুশাসন, -	UNDP
■ সুশাসন অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা বা না করার প্রক্রিয়া-	UNESCAP
■ জাতীয় বিষয় তথা রাষ্ট্র পরিচালিনার জন্য যথাযথ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব আরোপ হল সুশাসন -	OECD
■ সুশাসন হচ্ছে মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সহায় সম্পদের টেকসই ও সমতাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাপনা-	EU
■ সুশাসন বলতে এমন কিছু নিয়মকানুন, পদ্ধতি এবং আচরনকে বুঝাবে যা উন্মুক্ততা, অংশগ্রহনমূলক, জবাবদিহিতা, কার্যকারিতা ও সংগতির ভিত্তিতে ইউরোপীয় পর্যায়ে চর্চা করা হয়ে থাকে।	(Commission of the Europeon Committees)
■ সুশাসন হল কিছু ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় যা দিয়ে একটি দেশে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়। এতে কিভাবে সরকার নির্বাচন, পর্যবেক্ষণ এবং পরিবর্তন করা হবে সেসবের পাশাপাশি বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাছাড়া অথনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্রের করণীয় ও জনগণের সম্মানের বিষয়টি ও জড়িত।	(The World Bank)
■ আন্তজার্তিক সম্পর্ক এবং একটি জাতির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় যে আচরনগত প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা চর্চা করা হয়, তাই সুশাসন -	AfDB
■ সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক আবহ বা পরিবেশ যেখানে নাগরিকরা নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি সংস্থা/কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে-	ADB
■ সুশাসন এমন কিছু মূল্যবোধ, নিয়ম-কানুন, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির সমন্বয়, যেগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করে থাকে, সিদ্ধান্ত নেয়, কর্তৃত্ব আরোপ এবং আইন প্রয়োগ ও ক্ষমতা চর্চা করে-	CIDA

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সুশাসনের সংজ্ঞাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল:

- সুশাসন হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যবহার এবং কিভাবে একটি দেশ রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো পারিচালনা করে থাকে - DFID

- সুশাসন একটা প্রক্রিয়া, যেখানে সমাজ ও প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকে এবং এই প্রক্রিয়ায় কাকে অন্তর্ভূক্ত করবে এবং কিভাবে জবাবদিহিতা আরোপ করবে সেটা নির্ধারণ করে- Institute on Governance

- সুশাসন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজ পরিচালিত হয়ে থাকে - IIED

- সুশাসন সামগ্রিক আচরনের সমন্বয় যার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগ বা চর্চা করে থাকে। আর এটি প্রয়োজন সরকারি নীতিমালার সুষ্ঠু অনুসরণ এবং পণ্য দ্রব্য ও সরকারি সেবাসমূহ নিশ্চিত করার জন্য- The Brooking Institution

হ্যান্ড আউট
৯

সুশাসনের একটি প্রচলিত সংজ্ঞা

এশিয়ার ৬টি দেশের বিশেষ করে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, সিসিলি, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড যারা কিনা গত ২০০৪ সালের সুনামিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, এ সকল দেশের একদল বিশেষজ্ঞ সুশাসনের বিদ্যমান অনেক সংজ্ঞা বিশ্লেষন করে একটি গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা স্থির করেছেন। ফলে তাদের নিজ নিজ দেশে সুশাসনের বর্তমান চিত্র সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা নিতে পারছেন। প্রকৃতপক্ষে মূল সংজ্ঞাটি ছিল বিশেষত উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়কে বিবেচনায় রেখে। কালক্রমে এই সংজ্ঞাটি বনজ সম্পদ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক সুশাসনের সংজ্ঞার একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এখানে এটিকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন তথা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

> "সুশাসন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এবং প্রথাসিদ্ধ আইন, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন, প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতিসমূহের সমন্বয় যার প্রয়োগের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পদ ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাব আসে। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তথা নীতিমালা প্রণয়নকারী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়"।

এ প্রশিক্ষণে উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে সুশাসনের প্রচলিত সংজ্ঞা হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সংজ্ঞাটিতে সুশাসনের মূল তিনটি অংশ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ও প্রথাসিদ্ধ আইন, প্রতিষ্ঠান, এবং পদ্ধতিসমূহ-যা কিনা ৮,৯ এবং ১০ নং অধিবেশনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

আলোচ্য সংজ্ঞাটির প্রতিটি শব্দ ও অংশের অর্ন্তনিহিত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রশিক্ষণে তুলে ধরা হবে।

মিথস্ক্রিয়াঃ

সুশাসন বলতে কেবলমাত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগ কিংবা শুধু একটি পদ্ধতিকে বুঝানো হয় না। সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য এতে সংশ্লিষ্ট আইন, প্রতিষ্ঠান ও এদের একত্রে কাজ করার পদ্ধতি অর্ন্তভূক্ত থাকতে হবে।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকঃ

যে সকল নিয়ম-কানুন, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় কিংবা অন্যকোন প্রথাসিদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট ও স্বীকৃত সেগুলো আনুষ্ঠানিক বলা যাবে এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রথাসিদ্ধ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যাতিরেকে সৃষ্ট নিয়মকানুন হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক।

রাষ্ট্রীয় ও প্রথাসিদ্ধ আইনঃ

লিখিত অথবা বিধিবদ্ধ আইনই সিদ্ধান্ত গ্রহন কিংবা বাস্তবায়নের জন্য একমাত্র নিয়ম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক জনগোষ্ঠী ও সমাজ ব্যবস্থায় অলিখিত ও প্রথাসিদ্ধ নিয়মকেও ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সংজ্ঞাটিতে 'প্রথাসিদ্ধ আইনের' পরিবর্তে এবং 'অন্যান্য নিয়ম' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে অনেক দেশ আছে যেখানে প্রথাসিদ্ধ আইনের স্বীকৃতি নেই।

প্রতিষ্ঠান:

সরকারি সংস্থা, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, এবং বিভিন্ন সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভুমিকা পালন করতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে বিধিবদ্ধ অথবা প্রথাসিদ্ধ আইন দ্বারা স্বীকৃত আনুষ্ঠানিক ধরনের। কিছু অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান যাদের এমনকি রাষ্ট্রীয় বিধি অথবা প্রথাসিদ্ধ আইনের স্বীকৃতি নেই, তেমন কিছু প্রতিষ্ঠান এখনও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ ভিয়েতনামে প্রথাসিদ্ধ সমাজপতি অথবা ভূ-অধিপতি পুরো সমাজের পক্ষে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, যা কিনা বিধিবদ্ধ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

পদ্ধতি:

প্রতিষ্ঠানের মত পদ্ধতিও আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলো সাধারণত: আইন বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুষ্ঠ। আর অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি বলতে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত প্রথা বা কোন বিশেষ দল কর্তৃক স্বীকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বাস্তবায়নের কৌশলকে বুঝানো হয়।

সমাজ:

বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি হুবহু একই রকম ভাবে আসতে পারে। সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত: জাতীয়, আংশিক-জাতীয়, এবং জনগোষ্ঠী পর্যায়ে বাস্তবায়ন হতে পারে। সমাজ কথাটি সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে, যেখানে মানুষের অবস্থা ও কার্যক্রম পরস্পর নির্ভরশীলভাবে কাজ করবে। একই সময়ে অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চিন্তা সমাজ করতে পারে।

ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

সুশাসনের বিভিন্ন সংজ্ঞায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তবে কোনটিতেই বলা হয়নি যে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার বিষয়টি ভাবতে হবে। তাই এ সংজ্ঞায় ক্ষমতা ও দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন:

এটি সুশাসনের প্রাণ। অন্যান্য কয়েকটি সংজ্ঞায় সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হলেও সব সংজ্ঞায় তা করা হয়নি।

সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীদের জবাবদিহিতা:

একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা বাস্তবায়ন মোটেই যথেষ্ট নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত, তাদেরকে অবশ্যই সিদ্ধান্তসমূহের ফলে যাদের উপর প্রভাব পড়বে, তাদের কাছে জবাবদিহি থাকতে হবে। সুশাসন ধারণাটির ভিত্তিই হচ্ছে সরকার ও নাগরিকদের সম্পর্ক। দেশের প্রচলিত আইন এবং অন্যান্য নিয়মনীতিতে এ ধরনের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সুশাসন বিষয়টিকে আরো সহজ ভাষায় উপস্থাপনের জন্য সহজ পন্থা হচ্ছে, কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কারা সেসব বাস্তবায়ন করছে, কাদের জবাবদিহি করতে হবে, এবং সর্বোপরি কিভাবে এসব করা হচ্ছে এ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

- প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর ব্যবহারকারীদের উপর প্রভাব ফেলে, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা কার আছে এবং এসব সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হচ্ছে।
- ঐ সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কাদের উপর বর্তায় এবং কিভাবে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হয়।
- বাস্তবায়নের জন্য কাকে জবাবদিহি করতে হয় এবং কিভাবে।

সেশন

৭

সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা

সেশন

৭

সেশন

৭ সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা

সময়:
৪৫ মিনিট

উপাদানসমূহ:
১. ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার
২. হ্যান্ড-আউট

হ্যান্ড-আউট:
১. হ্যান্ড-আউট ১০: টোনল্ স্যাপ লেক এর সুশাসন অথবা ব্যবস্থাপনা।

উদ্দেশ্য

- এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগন নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন ।
- সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন।

ধাপসমূহ

এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সুশাসন' ও 'ব্যবস্থাপনা'-র মধ্যেকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করা এবং অংশগ্রহণকারীদের সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করণের ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া। এই বিষয়টি আবার ১৮তম অধিবেশনে উল্লেখ করা হবে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা সুশাসনের কাঠামো ব্যবহার করে সুশাসনের সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক চর্চার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

১. হ্যান্ড-আউট ১০ বিতরণ: টোনল্ স্যাপ এর সুশাসন অথবা ব্যবস্থাপনা।

২. অংশগ্রহণকারীদেরকে সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনার পার্থক্য সম্পর্কে তাদের ধারণা কী তা জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তাদের ধারণাগুলো আলোচনা করতে হবে। এই দু'য়ের মধ্যে একটি সহজ পার্থক্য হচ্ছে, সুশাসন কৌশলগত বিষয় এবং ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক বিষয়।

৩. অংশগ্রহণকারীদের কতগুলো দলে বিভক্ত করতে হবে এবং হ্যান্ড-আউট ১০ এর টোনল্ স্যাপ উদাহরণের মধ্যে থেকে সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো প্রত্যেক দলকে চিহ্নিত করতে দিতে হবে।

৪. প্রত্যেক দলের যে কোন একজন দলগতভাবে চিহ্নিত সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন এবং প্রশিক্ষক ফ্লিপ চার্টে সেগুলো লিখে রাখবেন। প্রত্যেক দল সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণগুলোর ব্যাখ্যা করবে এবং অন্য দলগুলোর প্রাপ্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। তারা সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যেকার পার্থক্যও আলোচনা করবে। যদিও একটি দলের অনেকেই বলবে যে তারা সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনার পার্থক্য বুঝতে পারেনা, কিন্তু এই সেশনগুলোর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। একটি দলের ভিতর যেকোন একটি বিষয় নিয়ে হয়তো মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সাধারন ভাবে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য করতে অংশগ্রহণকারীদের সামান্য সমস্যা হয়।

৫. এই আলোচনার শেষে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করার সহজ উপায় হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া দরকার। যদি সমস্যা সমাধানের জন্য কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে বিষয়টি সুশাসন আর যদি সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে সেটি হবে ব্যবস্থাপনা।

৬. অংশগ্রহণকারীদের উত্তরগুলোকে এই অনুশীলনের সাথে রাখতে বলতে হবে কারণ তারা এটিকে আবার অধিবেশন ১৮-তে ব্যবহার করবে।

প্রশিক্ষকদের জন্যে নোট

টোনল্ স্যপ চর্চার উত্তরগুলো নিচে দেয়া হল। প্রশিক্ষক প্রিন্ট করা কপি অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন অথবা উত্তরগুলো ফ্লিপ চার্টে লিখে দিতে পারেন অথবা প্রজেক্টরের মাধ্যমে সবগুলো দলের দেখার জন্য দিতে পারেন। সুশাসনের উপাদান এবং মূলনীতিগুলো অধিবেশন ৮-১৫ এর সুশাসন অংশের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. টোনল্ স্যপ বেসিনে প্রকল্প এবং বিনিয়োগের নিশ্চিত অনুমোদন পাবার জন্য কোন পরিষ্কার সঙ্গায়িত পথ নেই	সুশাসন-পদ্ধতি
২. বেসিনে বিদেশি উদ্ভিদ ও প্রাণী অবমুক্ত করা	ব্যবস্থাপনা
৩. টোনল্ স্যপ এর আশপাশে 'ইকো' ও 'প্রো-পুওর' নামে ভ্রমন প্যাকেজের আয়োজন, কিন্তু এতে পরিবেশ এবং আশপাশের মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে	ব্যবস্থাপনা
৪. টোনল্ স্যপ কর্তৃপক্ষের অস্পষ্ট ভুমিকা	সুশাসন-প্রতিষ্ঠান
৫. মাছ আহরনের থেকে বরাদ্দ অনুমোদন ঐতিহ্যবাহী মৎসজীবী সম্প্রদায়ের মাছ শিকারের অধিকার খর্ব করে	সুশাসন-আইন ও অন্যান্য নিয়ম/ পদ্ধতি
৬. টোনল্ স্যপ লেকে অপরিশোধিত গৃহ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ফেলা	ব্যবস্থাপনা
৭. জনসাধারনের সাথে যথেষ্ট আলোচনা না করেই বেসিনে নগর উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত তথ্য অল্প পরিমাণে জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত রাখা	সুশাসন-অংশগ্রহণ/স্বচ্ছতা
৮. একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানকর্তৃক একে অপরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে সর্বশেষ দায়িত্বকার, তা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হওয়া	সুশাসন-জবাবদিহিতা

হ্যান্ড আউট
১০

টোনল্ স্যপে সুশাসন বা ব্যবস্থাপনা

এক জরিপের মাধ্যমে কম্বডিয়ার টোনল্ স্যপ বেসিন কি ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন এবং সেখানকার জলজ সম্পদের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয় চিহ্নিত হয়।

নিচের আটটি বিষয় জরিপ প্রতিবেদন থেকে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি বিষয় সুশাসন সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।

১. টোনল্ স্যপ বেসিনের ক্ষেত্রে প্রকল্প এবং বিনিয়োগের নিশ্চিত অনুমোদন পাবার জন্য কোন পরিস্কার ভাবে নির্ধারিত পথ নেই।

২. বেসিনে বিদেশি উদ্ভিদ ও প্রাণী অবমুক্ত করা হয়েছে।

৩. টোনল্ স্যপ এর আশপাশে 'ইকো' ও 'প্রো-পুওর' নামে ভ্রমন প্যাকেজের আয়োজন আছে কিন্তু এতে পরিবেশ এবং আশপাশের মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৪. টোনল্ স্যপ কর্তৃপক্ষের ভুমিকা অস্পষ্ট ।

৫. মাছ আহরনের থেকে বরাদ্দ অনুমোদনের ফলে ঐতিহ্যবাহী মৎসজীবী সম্প্রদায়ের মাছ শিকারের অধিকার খর্ব হয়েছে।

৬. টোনল্ স্যপ লেকে অপরিশোধিত গৃহ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ ফেলা।

৭. জনসাধারনের সাথে যথেষ্ট আলোচনা না করেই বেসিনে নগর উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত নগন্য পরিমান তথ্য জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।

৮. একাধিক সরকারী প্রতিষ্ঠানের একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব করার কারণে সর্বশেষ দায়িত্বকার, তা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হওয়া।

দয়াকরে ছোট ছোট দলে আলোচনা করুন এবং :

- সুশাসনের বিষয়গুলো সনাক্ত করুন
- ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো সনাক্ত করুন

নোট

সেশন

৮

সুশাসনের উপাদান:
সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন

সেশন

৮

সেশন

৮ সুশাসনের উপাদান: সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন

সময়:
১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপাদানসমূহ:
১. ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার

হ্যান্ডআউট:
১. হ্যান্ড-আউট ১১: সুশাসনের উপাদান: সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন
২. হ্যান্ড-আউট ১২: কেস স্টাডি: কালাহান বনের সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন অথবা অংশগ্রহণকারীদের প্রাক প্রশিক্ষণ অনুশীলনী থেকে পাওয়া কেস স্টাডি ।

উদ্দেশ্য

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানতে ও বুঝতে পারবে:

- কতিপয় আইনের পার্থক্য ও ব্যাখ্যা করতে পারবে- সংবিধিবদ্ধ/সরকারি আইন এবং বিধান যা লিখিত, এবং প্রথাগত আইন যা প্রায়শ অলিখিত।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনে সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত আইনের ভূমিকা চিহ্নিত করণ।

ধাপসমূহ

১. শেখার উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করুন। এই সেশনের শুরুতে ব্যাখ্যা করুন যে, আমরা সুশাসনের উপাদান এবং নীতি সমূহ পরীক্ষা করব এবং ধাপে ধাপে এগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করব।

২. সুশাসনের সংজ্ঞাগুলোকে পর্যালোচনা করবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন যে সুশাসনের উপাদানগুলো সেশন ৮-১০ এ আলোচনা করা হবে যেমন- আইন সমূহ, প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ। সেশন ৬ এ দেয়া উপাদানের সংজ্ঞাকে পর্যালোচনা করবেন। প্রশিক্ষকদের জন্য নোট নাম্বার ২: একটি উপাদান হচ্ছে 'একটি বড় জিনিসের ছোট একটি অংশ'। বড় অংশটি হচ্ছে 'সুশাসন' যার তিনটি উপাদান- সংবিধিবদ্ধ ও চলিত আইনসমূহ, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পদ্ধতি সমূহ। এই সেশনের শুরুতে এবং সেশন ৯ ও ১০ চলমান অবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের সুশাসনের উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করার সুযোগ হবে।

৩. হ্যান্ডআউট ১১ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দিন এবং প্রশ্ন নিন। প্রশ্ন গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা দিন অথবা হ্যান্ডআউট থেকে যে প্রশ্ন এসেছে তা জিজ্ঞাসা করুন এবং একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। ব্যক্তি ও দলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি অধিকারের উৎস হচ্ছে সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ আইন, এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করুন।

৪. সেশন ৪ এর সিদ্ধান্ত গ্রহনের খেলা উল্লেখ করুন, যখন বিভিন্ন নিয়ম অনুসারে কিছু কিছু অংশগ্রহণকারী মাছ ধরার অনুমতি পায়। যখন একই নিয়ম বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় তখন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে কি ধরণের প্রভাব ফেলে?

৫. অংশগ্রহণকারীদের প্রাকৃতিক সম্পদ শাসনের জন্যে সংবিধিবদ্ধ আইনের উদাহরন জিজ্ঞাসা করুন। অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দিন যে একটি সেক্টরকে পরিচালনা করার জন্যে অনেক সংবিধিবদ্ধ আইন আছে কিন্তু সেই আইনগুলো অন্য সেক্টরে প্রভাব ফেলে। যেমন একটি মৎস্য আইন জাতীয় উদ্যানকে প্রভাবিত করতে পারে; একটি যোগাযোগ আইন একটি জলাভূমিকে প্রভাবিত করতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের সাথে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৬. অংশগ্রহণকারীদের প্রাকৃতিক সম্পদ শাসনের জন্যে চলিত আইনের উদাহরন জিজ্ঞাসা করুন। আদিবাসি নৃগোষ্টির প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বন, বন্যপ্রাণী, পানি, পশুচারণভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রথাগত আইন আছে। অংশগ্রহণকারীদের উদাহরণ আলোচনা করুন।

৭. অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করুন এবং হ্যান্ড আউট ১২ তে উল্লিখিত সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত আইনের কেস স্টাডির বিষয়গুলো সনাক্ত করে প্রত্যেক দলকে তা পর্যালোচনা করে আলোচনা করতে বলুন। গ্রুপগুলোর আলোচনার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হ্যান্ডআউটে উল্লেখ আছে।

৮. দলগুলো তাদের কেস স্টাডি উপস্থাপন করবে ও ব্যাখ্যা করবে। হ্যান্ডআউট ১২ এর প্রশ্ন অনুসারে সবগুলো দল প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবে। সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত আইনই হচ্ছে নিয়ম যার মাধ্যমে কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালিত হবে এবং কারা এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে তা সমাজ নির্দিষ্ট করবে।

৯. সমগ্র আলোচনার সার সংক্ষেপ বের করে সেখান থেকে উপসংহার টানতে হবে। কেস স্টাডি থেকে যে উপসংহার টানা হবে তা নিম্নরূপ হতে পারেঃ

- সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ যখন প্রথাগত কর্তৃপক্ষের বৈধতাকে স্বীকার করবে এবং সহযোগীতা করবে তখন প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
- প্রথাগত এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বন্ধ নিরসনে সফলভাবে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারে।
- প্রথাগত আইনকে স্বীকার করে নিলে তা সংবিধিবদ্ধ আইন তৈরিতে নেতৃত্ব দিতে পারে বা ভূমিকা রাখতে পারে।

১০. পুরো সেশন থেকে উপসংহার টানার ক্ষেত্রে হ্যান্ড আউট ১১ এর প্রথম অনুচ্ছেদ আবার পড়ুন, যেটা সুশাসনে প্রথাগত ও সংবিধিবদ্ধ আইনের ভুমিকা ব্যাখ্যা করে এবং প্রথম অনুচ্ছেদের উল্লেখিত তথ্যাদির সাথে কেস স্টাডিতে উল্লেখিত উপসংহার এবং অন্যান্য আলোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কিত করে।

প্রশিক্ষকের জন্য নোট

ট্রেনিং এর পূর্বে, প্রশিক্ষকগণ অংশগ্রহণকারীদের দেয়া প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন পর্যালোচনা করবে এবং নির্ধারন করবেন যে সেই কাজের মধ্যে কেস স্টাডি তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমানে তথ্য আছে কি না, যেখানে সংবিধিবদ্ধ এবং/অথবা প্রথাগত আইন অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যদি এমন হয় তাহলে যেকোন একজন অংশগ্রহণকারীর প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন এর থেকেই একটি পুরো কেস স্টাডি নেয়া যেতে পারে। অথবা দুই তিন জনের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন এর সমন্বয় থেকে একটি কেস স্টাডি নেয়া যেতে পারে। যেই অনুশীলনগুলোর মধ্যে সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত আইন আছে সেই ধরনের কাজ থেকেই কেস স্টাডি নেয়া উত্তম। যদি প্রশিক্ষকগণ অংশগ্রহণকারীদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে কেস স্টাডি নিতে চান সেক্ষেত্রে তাদের হ্যান্ডআউট ১২ এর প্রশ্নগুলি পর্যালোচনা করতে হবে, প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে নেয়া কেস স্টাডিতে প্রশ্নগুলি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং এগুলো অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

নোট

হ্যান্ড আউট
১১

সুশাসনের উপাদান: সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ আইন

সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ উভয় আইন-ই সুশাসনের মূল তিনটি উপাদানের একটি। সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ আইন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনে এবং মানুষ পরস্পরের সাথে ও প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে কিভাবে আচরণ করবে তার মূলনীতি তৈরি করে। প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক স্বার্থের সাথে জড়িত এবং এই বিষয়গুলো লিখিত আইন ও প্রথাগত আইন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়।

বিধিবদ্ধ বা লিখিত আইন:

সংবিধিবদ্ধ আইন হচ্ছে কোন একটি দেশের লিখিত বা সংকলিত আইন। আইন প্রনয়ণ সংশ্লিষ্ট সরকারের কার্যনির্বাহী শাখা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় বা উপজাতীয় কর্তৃপক্ষ এই আইন তৈরি করে।

প্রথাসিদ্ধ আইন:

সময়ের সাথে সাথে সামাজিক ভাবে কিছু আইন সমাজে প্রচলিত হয় এবং সাধারনত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা মুখে মুখে স্থানান্তরিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই আইনগুলো লিখিত হয়। অনেক সমাজে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিত্তিই হচ্ছে প্রথাগত আইন বা সামাজিক আইন। এমনকি লিখিত আইন যখন ঐসকল প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রন করে তখনও প্রথাগত আইনের পূর্ণ প্রভাব থাকে ।

নিচের লেখাগুলো লিখিত ও প্রথাসিদ্ধ আইনকে আরো পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা করে।

সংবিধিবদ্ধ বা লিখিত আইন

লিখিত আইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইন কতিপয় পদ্ধতি তৈরি করতে পারে যার দায়িত্বে থাকে ঐ প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক সম্পদের আইনের উদাহরণগুলোর মধ্যে আছে:

- মৌলিক বা কাঠামোগত পরিবেশ আইন
- বন আইন, যার মধ্যে সামাজিক বনায়ন আইন অন্তর্ভূক্ত
- বন্যপ্রাণী আইন
- পানি আইন
- মৎস্য আইন
- উপকূলীয়ও সামুদ্রিক আইন।

প্রকৃতিক সম্পদ অন্যান্য আইন দিয়েও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, যেমন:

- ভূমি আইন
- কৃষি আইন
- সংরক্ষিত এলাকা আইন
- জীববৈচিত্র্য আইন, যার মধ্যে জিন সম্পদে (Gene Pool Resources) প্রবেশ অন্তর্ভূক্ত
- প্রশাসনিক আইন
- বেসামরিক আইন
- অপরাধ আইন।

লিখিত আইন সাধারনত ব্যাক্তির উপর গুরুত্ব দেয়। এই আইন প্রাকৃতিক সম্পদের ভেতরে প্রবেশ ও ব্যাবহারের অনুমতি দিতে পারে আবার বাধাও দিতে পারে। এই আইন মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য নেয়ার জন্য অনুমতি দিতে পারে, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তৈরিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে পারে, এবং সরকারি কর্মচারীদের প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্ব দেয়া হতে পারে। লিখিত আইনে সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে রাজস্ব আদায়ের বিধান থাকে। এতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সুবিধা ভোগেরও বিধান থাকতে পারে।

প্রথাগত বা সামাজিক আইন

প্রথাগত আইন হচ্ছে সম্মলিত আইন, কিন্তু একই সাথে এটি ব্যাক্তির অধিকারকেও স্বীকার করে। এই প্রশিক্ষণের জন্যে প্রথাগত আইনকে এভাবে বুঝতে হবে যে, এই আইন সময়ের সাথে সাথে সামাজিকভাবে তৈরি হয় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তা মৌখিক ভাবে অগ্রসর হয়। বর্তমানে প্রচলিত প্রথাগত আইনের চর্চা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সুশাসনের সংজ্ঞার সথে এই আইন সঙ্গতিপূর্ণ- এই আইন প্রতিষ্ঠিত করে যে, কাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে, কাদের এই আইনগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা আছে এবং কারা ও কিভাবে এই আইনগুলোর জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।

প্রথাগত আইন সমূহ বন, বন্যপ্রাণী, পশুচারণ ভূমি, পানি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথাগত আইন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যতটা ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয় প্রকৃতপক্ষে ততটা অনুধাবন করা হয় না। এটা এখন প্রমানিত যে পৃথিবীর একটি বড় অংশের বনভূমি প্রথাগত বা সামাজিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কি পরিমান সম্পদ রক্ষার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ ও আদিবাসীদের মাধ্যমে প্রথাগত আইন প্রয়োগ হয় তার সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। প্রায়ই দেখা যায় যে প্রথাগত ও লিখিত আইনগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক। আর এটাও দেখা যায় যে লিখিত আইন প্রয়োগের কোন কর্তৃত্ব বা প্রতিষ্ঠান না থাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় জনসাধারন প্রথাগত বা সামাজিক আইনই ব্যবহার করেন।

উত্তর পাকিস্তানে পানি, বন্যপ্রাণি, চারণভূমি এবং বনভূমি নিয়ন্ত্রনে প্রথাগত আইন ব্যবহার হয়। এই আইনের মাধ্যমে প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উত্তর পাকিস্তানে অধিকাংশ লিখিত আইনের মূল বৈশিষ্ট্য প্রথাগত বা সামাজিক আইন থেকে নেয়া। এটা কর্তৃপক্ষকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রদান করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রনে প্রথাগত আইন প্রয়োগ করা হয় যার দায়িত্ব থাকে স্থানীয় জনসাধারণের। এটা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দেয়; এই অনুমতির জন্য কোন ধরনের ফি নেয়া হতে পারে আবার নাও হতে পারে। প্রথাসিদ্ধ আইন না মানলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে: সমাজের জ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরা নির্ধারণ করেন কি ভাবে শাস্তি দেয়া হবে। বড় ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে জেলে পাঠানোর বদলে সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয়।

ভিয়েতনামের উঁচু এলাকায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রথাসিদ্ধ আইন ব্যবহৃত হয়। সমাজের বাইরের কারো কাছে কোন জমি বিক্রি করা যাবে না। সমাজে সদস্য পদের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার সংরক্ষিত। ভিয়েতনামে প্রথাসিদ্ধ আইন প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধা ভোগের অধিকার সংরক্ষণ করে। পাকিস্তানের মতো ভিয়েতনামেও সমাজের কর্তাব্যক্তিরা বিচারক হিসেবে কাজ করেন এবং প্রথাসিদ্ধ আইন অমান্যকারীদের সাজা নির্ধারণ করেন।

থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের 'কারেন' আদিবাসীরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে বনভূমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। বনের সুনির্দিষ্ট জায়গা থেকে কাঠ ও অন্যান্য বনজ সামগ্রী সেখানকার অধিবাসীরা সংগ্রহ করতে পারে।

পৃথিবীর ১০০টি-এর ও বেশি দেশে সাংবিধানিক ভাবে বা লিখিত আইনে বা উভয় মাধ্যমে প্রথাসিদ্ধ আইনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর মধ্যে ২৮ টি দেশই এশীয়। যে দেশগুলোতে প্রথাসিদ্ধ আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে, প্রায়ই সেখানে এই আইন স্বাধীন ভাবে চলে, মাঝে মাঝে অন্যান্য আইনের সাথে সমান্তরালে চলে আবার কখনো কখনো লিখিত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। স্বল্প সংখ্যক দেশ প্রথাসিদ্ধ আইনকে তাদের কিছু জনসাধারণ ও আদিবাসীদের সুনির্দিষ্ট এলাকায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেয়। প্রথাসিদ্ধ আইনের মাধ্যমে যে অধিকার সৃষ্টি হচ্ছে তার স্বপক্ষে ধীরে ধীরে সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক দেশ এই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, আবার অনেক দেশ দিচ্ছে না।

হ্যান্ড আউট
১২

কেস স্টাডি:
কালাহান বনের লিখিত ও প্রথাসিদ্ধ আইন

ফিলিপিন্স এর কালাহান সংরক্ষিত বনের আয়তন প্রায় ১৫০০০ হেক্টর। এই সংরক্ষিত এলাকা কালাংগুয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০০ পরিবার বংশানুক্রমিক সম্পত্তির মতো সংরক্ষণ করে আর এদের সকলেই এই বন ব্যবহার করে। এই সংরক্ষিত এলাকাটি ১৯৭০ সাল থেকে ব্যবস্থাপনা করছে কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনটি জাতীয় আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৭৪ সালে সামাজিক বনায়ন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার পূর্বে সেখানকার স্থানীয় জনসাধারনের কালাহান বনভূমিতে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার ছিল এবং বনভূমি পুড়িয়ে চাষাবাদ করার চর্চা ছিল। সাধারন মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্যে সেখানে ভুট্টা, আলু এবং ধান চাষ করত। বন্যপ্রাণী শিকার ও বন থেকে ফল সংগ্রহে কোন বিধি নিষেধ ছিল না।

১৯৭৪ সালে কালাংগুয়া আদিবাসী সম্প্রদায় 'সামাজিক বন সংরক্ষণের দায়িত্ব' চুক্তির মাধ্যমে বনের মধ্যে ভোগদখলের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করে। এই চুক্তির মাধ্যমে তারা তাদের আদিবাসী এক্তিয়ারে বনের মধ্যে বসবাস, বন সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অনুমতি পায়। এটা ছিল দেশের প্রথম সামাজিক বনের মডেল। সামাজিক বন ব্যবস্থাপনার অধীনে ও 'সামাজিক বন সংরক্ষণের দায়িত্ব' চুক্তির অধীনে সেখানকার জনসাধারণ দলিলের মাধ্যমে এক টুকরা জমি পায়। তাদের জীবন ধারন ও আয় বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দকৃত জমিতে সব্জি ও ফল চাষের অনুমতি পায়।

বন সংরক্ষণের জন্য কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশন সেখানকার ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহন করেন যেখানে সংরক্ষিত এলাকা, জলবিভাজিকা (Water Shed), পাখির অভয়ারণ্য এবং এগ্রো-ফরেষ্ট্রির জায়গাগুলো নির্দিষ্ট। কাঠ সংগ্রহের জন্যে প্রত্যেক পরিবারকে আগেই কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশনে অবশ্যই অনুমতির জন্য দরখাস্ত জমা দিতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি নতুন খামার প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে অবশ্যই কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশনের সামাজিক বনায়ন শাখা থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং অনুমতি ফি জমা দিতে হবে। যখন বনের ভেতর কোন এলাকা পরিস্কার করার জন্য পোড়ানো হয় তখন মালিককে আগুনের রেখা থেকে দশ মিটারেরে একটি নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। কোন এলাকা পোড়ানোর আগে অবশ্যই একজন বন রক্ষী সেই জায়গা পরিদর্শন করবে এবং এই নিয়ম মানা না হলে কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশন শাস্তির বিধান করতে পারবে।

এছাড়া কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশনের সাংবিধানিক ও আনুষ্ঠানিক নিয়ম ছাড়াও, টংটংগান নামক জ্যেষ্ঠদের ঐতিহ্যবাহী পরিষদ কালাংগুয়া সম্প্রদায়ের আইন কানুনগুলো বজায় রাখার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে যার মাধ্যমে কালাহান সংরক্ষিত বন নিয়ন্ত্রিত হয়। পুরো সমাজই টংটংগানের সকল সিদ্ধান্ত সম্মান করে যেটা স্থানীয় আদালত হিসাবে কাজ করে এবং পারিবারিক ভূমি ও বনজ সম্পদ সংক্রান্ত কোন বিরোধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে। আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের চেয়েও টংটংগান অনেক বেশি শক্তিশালী।

কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, টংটংগান থেকে জ্যেষ্ঠ সদস্য, যুবক এবং সরকারি প্রশাসনের প্রত্যেক শাখা থেকে এক জন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত থাকে।

কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ড সাধারনত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তারা টংটংগানের সাথে পরামর্শ করে নেয়। সমাজের ভিতরের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার জন্য কালাহান শিক্ষাবিষয়ক ফাউন্ডেশন ও টংটংগান যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

কালাহান সমাজিক বন ব্যবস্থাপনার সফলতার উপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালে নিবার্হী আদেশ ২৬৩ জারী করা হয় যার মাধ্যমে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য সমাজভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনার জাতীয় কৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়।
দলগত বিশ্লেষণকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রশ্ন:

- কেস স্টাডিতে কি লিখিত এবং প্রথাসিদ্ধ আইন অন্তর্ভূক্ত?
- এই ঘটনায় প্রথাসিদ্ধ আইন কি ভূমিকা পালন করে? প্রথাগত আইন কর্তৃপক্ষে কারা অন্তর্ভূক্ত?
- এই সকল ঘটনায় লিখিত আইন কি ধরনের ভূমিকা পালন করে? সংবিধি আইন কর্তৃপক্ষে কারা অন্তর্ভূক্ত?
- প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাদের ক্ষমতা আছে?
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব ফেলে এমন গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যাস্ত?
- সিদ্ধান্ত গ্রহীতা ও বাস্তবায়নকারীর জবাবদিহিতা কারা নিয়ে থাকে?
- প্রথাগত ও সংবিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে? যদি থাকে তাহলে কারা তা সমাধান করেন?
- সকল আগ্রহী ব্যক্তি কি লিখিত এবং প্রথাগত আইন বুঝতে পারেন? ঘটনাটির মাঝে কি সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য যথেষ্ট তথ্য আছে?
- প্রথাগত এবং লিখিত আইন সবার ক্ষেত্রে সব সময় কি একইভাবে ব্যবহার করা হয়? ঘটনাটির মাঝে কি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো যথেষ্ট তথ্য আছে?
- এছাড়া দলগুলো অন্যান্য প্রশ্ন ও বিষয় চিহ্নিত করতে পারে।

সেশন

৯

সুশানের উপাদান : প্রতিষ্ঠান

সেশন

সেশন

৯ সুশাসনের উপাদান: প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- সুশাসনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ
- প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ

সময়:
১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপাদানসমূহ:
১. ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার

হ্যান্ডআউটসমূহ:
১. হ্যান্ড আউট ১৩: সুশাসনের উপাদান: প্রতিষ্ঠান
২. হ্যান্ড আউট ১৪: কেস স্টাডি: প্রতিষ্ঠান- নেগোম্বো লেগুন, অথবা অংশগ্রহণকারীদের প্রাক প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে নেয়া কেস স্টাডি

ধাপসমূহ

১. শেখার উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২. হ্যান্ড আউট ১৪ থেকে একটি ছোট উপস্থাপনা দিন এবং প্রশ্ন নিন আর প্রশ্ন গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা দিন,অথবা হ্যান্ড আউট ১৩ থেকে পাওয়া প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুন এবং একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অর্থ কি এবং এই প্রশিক্ষণে এর ব্যবহার কি তা উল্লেখ করুন। প্রশ্ন নিন এবং এই প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিন।

৩. আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ জিজ্ঞাসা করুন। তাদের উদাহরণগুলো আলোচনা করুন।

৪. অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেককে হ্যান্ড আউট ১৪ পড়তে বলুন। কেস স্টাডি: প্রতিষ্ঠান সমূহ-নেগম্বো লেগুন, প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো চিহ্নিত ও আলোচনা করুন। দলগত আলোচনাকে পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশ্ন হ্যান্ড আউট ১৪ তে দেয়া আছে। হ্যান্ড আউট ১৪ এর তিন নম্বর প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে উত্তর প্রকাশ করার জন্য যার সাথে পদ্ধতি, স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণ সম্পর্কিত।

৫. দলগুলো তাদের কেস স্টাডি উপস্থাপন করবে এবং আলোচনা করবে এবং সবগুলো দল প্রত্যেক দলের কাজের ফলাফল আলোচনা করবে। পরিকল্পনার আলোচনায় হ্যান্ড আউট ১৪ এর প্রশ্নগুলো ব্যবহার করুন। যে বিষয়গুলো আলোচনায় আসতে পারে বা প্রশিক্ষক আলোচনায় তুলতে পারেন সেগুলো হলো:

- সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ।
- দুই বা ততোধিক সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং/অথবা বিরোধ।
- দুই বা ততোধিক সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা।
- সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিপত্র ভালো ভাবে বুঝতে না পারা।
- সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যক্ষম করার ক্ষেত্রে বেশকিছু সম্পদ অভাবের প্রভাব, যেমন- আর্থিক সম্পদ, মানব সম্পদ, সরঞ্জাম এবং অবকাঠামো ইত্যাদি।

সুশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে এই বিষয়গুলো আমাদের কি বলে? হ্যান্ড আউট ১৩ এর প্রথম অনুচ্ছেদ উল্লেখ করুন, যেটা সুশাসনের সাথে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে।

৬. কেস স্টাডি থেকে যে সকল উপসংহার পাওয়া যেতে পারে সেগুলো নিম্নরূপ:
কেস স্টাডিতে সিদ্ধান্ত তৈরি ও বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকাগুলো হলো-

- প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়রোধ করতে ব্যপক পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা একটি একক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রণীত মহাপরিকল্পনার সুপারিশ প্রণয়নে ভুমিকা রাখা।
- প্রথাগত আইন এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব চিহ্নিতকরণ।

কেস স্টাডিতে সিদ্ধান্ত তৈরি এবং বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক ভূমিকাগুলো হলো-

- পূর্বতন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত দায়িত্ব অস্বীকার করা।
- একই এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেদের ভেতর সমন্বয় না করে আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করে।
- প্রথাগত আইন এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা।

সমন্বিত আলোচনা থেকে যে উপসংহার বেরিয়ে আসে প্রশিক্ষকদের সেগুলো টিকা হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ।

৭. পুরো সেশনের উপসংহার টানার ক্ষেত্রে হ্যান্ড আউট ১৩ এর প্রথম অনুচ্ছেদটি আবার পড়ুন, যেটা সুশাসনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে এবং কেস স্টাডির আলোচনা থেকে পাওয়া বিভিন্ন বিষয় ও উপসংহারের সাথে প্রথম অনুচ্ছেদের তথ্যগুলোকে সংযুক্ত করে।

প্রশিক্ষকদের জন্য নোট

প্রশিক্ষণের এর পূর্বে, প্রশিক্ষকগণ অংশগ্রহণকারীদের দেয়া প্রাক-প্রশিক্ষন অনুশীলনী পর্যালোচনা করবে এবং নির্ধারন করবেন যে সেই কাজের মধ্যে কেস স্টাডি তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমানে তথ্য আছে কি না যেখানে সংবিধিবদ্ধ এবং/অথবা প্রথাগত প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যদি এমন হয় তাহলে যেকোন একজন অংশগ্রহণকারীর প্রাক-প্রশিক্ষন অনুশীলন থেকেই একটি পুরো কেস স্টাডি নেয়া যেতে পারে। অথবা দুই তিন জনের প্রাক-প্রশিক্ষন অনুশীলন সমন্বয় করে একটি কেস স্টাডি নেয়া যেতে পারে। যেই প্রাক-প্রশিক্ষন অনুশীলন এর মধ্যে সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান আছে সেই ধরনের কাজ থেকেই কেস স্টাডি নেয়া উত্তম, কিন্তু সেটা নির্ভর করবে প্রাক-প্রশিক্ষন অনুশীলন বিষয়বস্তুর উপর। যদি প্রশিক্ষকগণ অংশগ্রহণকারীদের প্রাক-প্রশিক্ষন অনুশীলন থেকে কেস স্টাডি নিতে চান সে ক্ষেত্রে তাদের হ্যান্ডআউট ১২ এর প্রশ্নগুলি পর্যালোচনা করতে হবে, প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রাক-প্রশিক্ষন অনুশীলন থেকে নেয়া কেস স্টাডিতে প্রশ্নগুলি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং এগুলো অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

প্রশিক্ষকগণ ধাপ সমূহের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন আনতে পারেন- সেক্ষেত্রে কেস স্টাডিটি প্রথমে পর্যালোচনা করতে হবে এবং উদাহরণ দেয়ার জন্য সেশনের শেষে একটি উপাস্থাপনা তৈরি করতে হবে।

নোট

হ্যান্ড আউট
১৩

সুশাসনের উপাদান: প্রতিষ্ঠান

সুশাসনের তিনটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে প্রতিষ্ঠান একটি। প্রতিষ্ঠান সমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে। তারা আইন তৈরি এবং প্রয়োগ করতে পারে এবং তা প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসন করে থাকে এবং একই ভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে এবং যেভাবে তারা আইন বাস্তবায়ন করে তার উপর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের স্থায়িত্বের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

প্রতিষ্ঠান কি?

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বলতে সেই সব সংস্থা বা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠিকে বোঝায় যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসন বা উন্নয়নে এক বা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বলতে সাধারনত বোঝায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের সামর্থের উন্নয়ন। সম্প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির মধ্যে নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলোর সামর্থের উন্নয়নও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাকে আরো ব্যাপক ভাবে বোঝানো হয়েছে যেখানে, 'সংস্থা বা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠি'র ভিতর নাগরিক সমাজের সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের প্রকার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারনত সেই প্রতিষ্ঠানকেই বোঝায় যেগুলো লিখিত আইন দিয়ে তৈরি বা স্বীকৃত। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে সরকারি মন্ত্রনালয় এবং অন্যান্য সংস্থা, জাতীয় এবং উপজাতীয় সংসদ/ বিধান সভা/আইন পরিষদ, আদালত, বেসরকারি সংস্থা, বেসরকারি খাতের সমিতি, এবং সমাজ ভিত্তিক সংস্থা ইত্যাদি। অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নাগরিক দল থাকতে পারে যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজেদের মতামত নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত এবং এদের মধ্যে সমাজ ভিত্তিক সংস্থাগুলোও অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যারা মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কাজ করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর ব্যবহারকারীদের উপর যে সিদ্ধান্তগুলো প্রভাব বিস্তার করে সেই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহনকারী আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রনালয় এবং দপ্তর। সেই দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো হচ্ছে বন, মৎস্য, বন্যপ্রাণী, পানি সম্পদ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ এবং কৃষি। অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে সামাজিক দল যারা বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে অনানুষ্ঠানিক মধ্যে যারা অন্তর্ভূক্ত তারা মূলত বন, বন্যপ্রাণী, পশুচারণ ভূমি, পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

প্রথাগত আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো সংবিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে পুরোনো এবং কিছু কিছু সমাজে তা অনেক বেশি শক্তিশালী। এগুলো লিখিত আইনে নির্মিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এদের মধ্যে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গ্রহিতা ব্যক্তিবর্গ, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সামাজিক কর্তৃপক্ষ এবং সামাজিক আইনের বিতর্ক সমাধানের ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভূক্ত। যারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভূক্ত তাদের কাজ মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করা, সামাজিক আইনের সাথে প্রকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ধারন করা, এবং আইন লঙ্ঘন করলে সাজা নিরূপন করা। যে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট সে সমাজের ভাষার উপর ভিত্তি করে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের নাম বিভিন্ন রকম হতে

প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ এবং সুশাসন

সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লিখিত বা নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠানগুলোর আভ্যন্তরীন সামর্থ বা সামর্থের অভাব সুশাসনের গুণগত মানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করতে পারে। যখন প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বলভাবে পরিকল্পিত বা অপর্যাপ্ত বা অকার্যকর হয় সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার হয় না। অর্থনৈতিক পরিভাষায় প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন সামর্থের অভাব প্রকৃতিক সম্পদের অসম বন্টনকে উৎসাহিত করে যা প্রায়ই প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষণস্থায়ী স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্যের তিনটি প্রধান দিক হল :

- লোকবল, অবকাঠামো ও আর্থিক সংস্থান
- স্পষ্টভাবে বর্ণিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যার সুস্পষ্ঠ দায়িত্ব এবং জবাবদিহিতা আছে।
- এমন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে আন্ত:সমন্বয় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সমন্বয়ে সহায়ক।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ঘাটতির লক্ষণ হল দক্ষ এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত কর্মকর্তার অভাব। অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতির উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিগুলোর সহায়ক কোন পদ্ধতিগত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। এমনকি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা থাকলেও বাস্তবে এ ধরনের পদ্ধতি পরিচালনার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দেয়া হয় না।

সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের অভ্যন্তরীন সামর্থ্যের ঘাটতি প্রায়শই এদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারন হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে বর্তায়। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যত বেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকবে, সাংঘর্ষিকতার সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাবে; যদি না সমন্বয় সাধনের জন্য কার্যকরী পদ্ধতি বর্তমান না থাকে। শুধু কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নয়, বরং মাঠ পর্যায়ের বিকেন্দ্রীকৃত কর্তৃপক্ষগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকা মন্ত্রণালয়সমূহ, যার মধ্যে বন, পরিবেশ, মৎস্য, কৃষি, খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে প্রায়শই কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা থাকে না। যার অর্থ হল সহযোগিতার সম্ভাবনা থাকে সীমিত এবং পুনরাবৃত্তি ও সাংঘর্ষিকতার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব থাকলে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা স্থানীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে একই ধরনের সমন্বয়হীনতা থাকার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার আইনগত দ্বন্দ ও সমন্বয়হীনতার ফলে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যয় বেড়ে যায় এবং সামগ্রীক অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এসব ব্যয়ের মধ্যে নৈমিত্তিক লেনদেনের ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। সামর্থ্যের ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতার আরেকটি ফল হল আইনের দূর্বল প্রয়োগ এবং তার ফলে রাজস্ব হারানো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরনের মাশুল সঠিকভাবে আদায় করতে না পারার কথা। প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য যথাযথ অর্থায়ন না থাকার ফলে একটি অসাধু চক্র তৈরী হয়। প্রতিষ্ঠান যখন সিদ্ধান্ত ও আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়; উদাহরণস্বরূপ বৈধ কাজের ক্ষেত্রে পারমিট প্রদান বা অবৈধ কাজের ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় করতে ব্যর্থ হয় তখন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট আয় থাকে না।

প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো যে সমাজে কার্যক্রম পরিচালনা করে তার ওপর প্রভাব ফেলে থাকে। যেসব দেশে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে সেখানে সরকারি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর মিথস্ক্রিয়ার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই মিথস্ক্রিয়াটি ঘটে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। যেমন: পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সরকারি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে থাকে। যেসব জায়গায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না, সেখানে অনেক সময় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রশাসনিক ভূমিকা পালনকারি হয়ে ওঠে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষত দূরবর্তী ও দূর্গম জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

নোট

হ্যান্ড আউট
১৪

কেস স্টাডি - প্রতিষ্ঠান সমূহ : নেগোম্বো লেগুন

নেগোম্বো লেগুন শ্রীলংকার উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। বংশানুক্রমে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলোই এই লেগুনে মাছ ধরা ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। বিগত ৩০-৪০ বছরে অনধিকার প্রবেশ, দূষণ, মাত্রাতিরিক্ত আহরণ এবং বেআইনী মাছ ধরার পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে নেগোমবো লেগুনের উৎপাদনশীলতার ক্রমাবনতি ঘটেছে এবং এর প্রভাব পড়েছে এর ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার ওপর।

জাতীয় মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, উপকূল সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ সহ ২০ এর অধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র ও কর্তৃত্ব রয়েছে এই লেগুন এলাকার উপর। খাত ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা করতে ব্যর্থ হবার কারণে লেগুনটির ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়ে।

১৯৮৯ সালে সরকার সমস্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনাগুলো স্থগিত করে দেয় এবং লেগুনটির টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহন করতে অর্থনৈতিক কমিশনকে অনুরোধ করে। মহাপরিকল্পনায় লেগুনটিকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা এবং একটি মাত্র কর্তৃপক্ষ গঠন করে এর ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করার সুপারিশ করা হয়। মহাপরিকল্পনায় মৎস্য আহরণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার স্বীকৃতিও দেয়া হয়।

এই ধারাবাহিকতায় নেগোমবো লেগুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এন.এল.এম.এ) গঠন করা হয়। মৎস্য আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই কর্তৃপক্ষটি মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে কাজ করে। এন. এল. এম.এ'র অধিক্ষেত্রটি গেজেটের মাধ্যমে স্বীকৃত হলেও কার্যত নেগোমবো লেগুনে কর্মরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো এর তোয়াক্কা না করে তাদের নিজ নিজ কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

লেগুনে কার্যরত নানাবিধ প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতিমালা অমান্য করে লেগুনে কার্যক্রম পরিচালনা করার কারনে মহাপরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিশেষ করে প্রাদেশিক ও স্থানীয় যেসব কর্তৃপক্ষ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল তারা এন. এল. এম. এ'র সাথে সমন্বয় সাধন করা থেকে বিরত ছিল।

১৯৯৫ সালে, উপকূল সংরক্ষণ অধিদপ্তর, উপকূল সংরক্ষণ আইনের অধীনে একটি উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সিজেডএমটি) প্রণয়ন করে। এর আওতায় পড়ে নেগোমবো লেগুন। এই পরিকল্পনাটি সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী করা হয় ফলে এটিতে প্রথাগত আইনের কোন স্বীকৃতি ছিল না।

মহাপরিকল্পনা বা সি.জেড.এম.পি কোনটারই আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতা ছিল না।

মহাপরিকল্পনা ও সিজেডএমপি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে লেগুন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করে।

তথ্যের ঘাটতি ছাড়াও যথাযথ সংলাপ ও সকল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহন না করায় সিজেডএমপি'র বাস্তবায়ন জটিল এবং অবাস্তব হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে মৎস্য আইনের অধীনে প্রণীত মহাপরিকল্পনায় মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রনে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি দেয়া হয়। উপকূল সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সিজেডএমপিতে সেই স্বীকৃতি না থাকায় নতুন একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গেলেই উপকূল সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে তাদের সংঘাতের সৃষ্টি হয়।

গ্রুপ বিশ্লেষণের জন্য নির্দেশনামূলক প্রশ্নাবলী :

১. আলোচ্য কেসটিতে ১৯৮৯ সাল থেকে কোন কোন প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ছিল?

২. কোন আইন বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত হয়েছিল?

৩. কোন প্রতিষ্ঠান কী ধরনের প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছে এবং কিভাবে করেছে?

৪. আলোচ্য কেসটিতে প্রথাসিদ্ধ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়াটি কেমন ছিল?

৫. প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে কোন কাজ করেছে?

৬. প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে?

গ্রুপ চাইলে আরো প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য যোগ করতে পারে।

সেশন

১০

সুশানের উপাদান: প্রক্রিয়াসমূহ

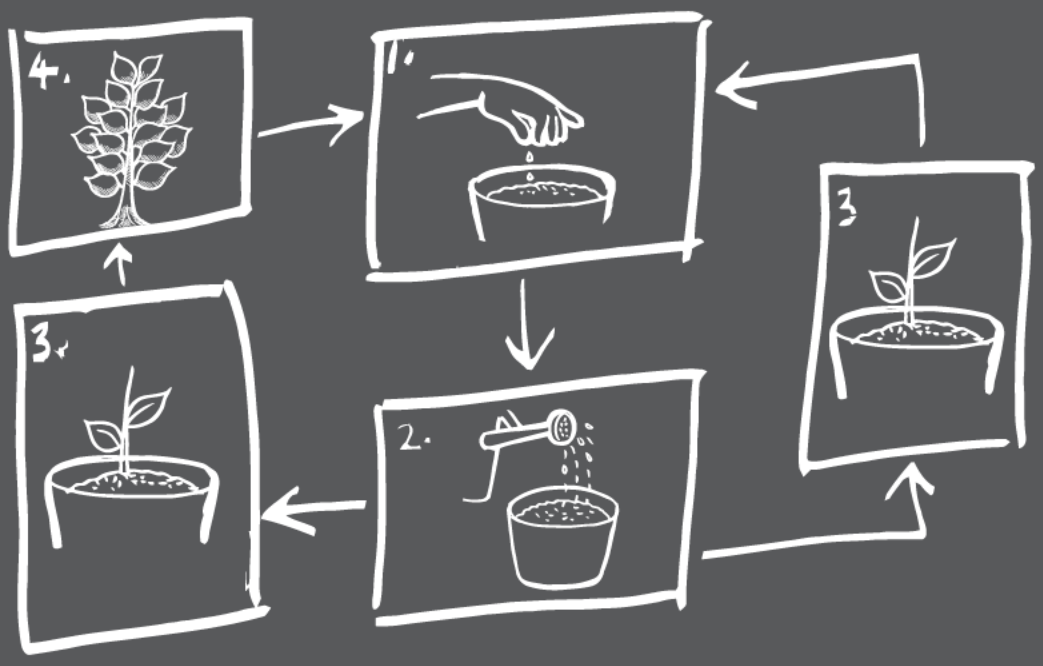

সেশন

সেশন

১০ সুশাসনের উপাদান: প্রক্রিয়াসমূহ

উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের শেষে অংশগ্রহণকারীগন নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিচালন পদ্ধতির মৌলিক উপাদান হিসাবে প্রক্রিয়াসমূহকে চিহ্নিত করা এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন; এবং
- পরিচালন পদ্ধতির তিনটি উপাদান সমূহের মধ্যে (সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত আইন, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রক্রিয়াসমূহ) সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময়:
১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপাদানসমূহ:
১. ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার

হ্যান্ডআউট সমূহ:
১. হ্যান্ড আউট ১৫: সুশাসনের উপাদান: প্রক্রিয়াসমূহ

২. হ্যান্ড আউট ১৬: কেস স্টাডি প্রক্রিয়াসমূহ: পিরিয়াকালাপু লেগুন

ধাপসমূহ

১. শিখনের উদ্দেশ্য পর্যালোচনাকরণ।

২. হ্যান্ডআউট ১৫ এর উপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশ্ন নিন এবং উত্তর প্রদান করুন। অথবা হ্যান্ডআউট ১৫ থেকে প্রশ্ন করুন এবং একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সঞ্চালন করুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করা বা না করাই যে পরিচালন পদ্ধতি সে বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করুন। প্রয়োজনমতো প্রশ্ন নিন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

৩. প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত উদাহরণ দিতে বলুন।

আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উদাহরণ হতে পারে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা এবং পরামর্শসমূহ যা এর অংশ হিসাবে করা হয়ে থাকে। অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উদাহরণ হতে পারে এমন উন্নয়ন বা সংরক্ষণ প্রকল্প যা কোন সংবিধিবদ্ধ আইন দ্বারা করা হয় না। অংশগ্রহণকারীবৃন্দের উদাহরণগুলোকে আলোচনা করুন।

৪. অংশগ্রহণকারীদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে নিন এবং তাদেরকে হ্যান্ডআউট ১৬ পড়তে বলুন। তাদেরকে বলুন আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহকে চিহ্নিত এবং আলোচনা করার জন্য হ্যান্ডআউট ১৬ তে গ্রুপ বিশ্লেষনের জন্য নির্দেশক প্রশ্নসমূহ দেয়া হয়েছে।

৫. গ্রুপগুলো তাদের কেস স্টাডিসমূহ উপস্থাপন, ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করবে। গ্রুপের প্রত্যেকে তাদের গ্রুপের কাজের ফলাফল আলোচনা করবে। সমন্বিত আলোচনায় সহায়ক হিসাবে হ্যান্ডআউট ১৬ এর প্রশ্নসমূহ ব্যবহার করুন।

এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ হবে:

- ১৯৮০-র দিকে নির্মিত বাঁধে চলা পথ এর নকশা পরিবর্তন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- সুনামী পরবর্তী সময়ে রাস্তা নির্মাণ কর্তৃপক্ষর বাঁধে চলা পথটির সংস্কার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।

অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ হবে:

- ১৯৮০ সালের আগে কৃষিজীবী এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন মৌসুমে এই লেগুনটির পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- সুনামী পরবর্তী পিএলসিসি মিটিং
- পিএলসিসি কর্তৃক দাতা সংস্থার কাছে সহায়তার অনুরোধ

প্রশিক্ষক এই আলোচনার সময় যে সকল অতিরিক্ত প্রসঙ্গ আনতে পারেন:

- সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ম্যান্ডেটে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে কি ঘটতে পারে?
- সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করার জন্য কোন ধরনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে?
- যদি এমন হয় যে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের আইন, বিধি বা ম্যান্ডেট যার সবই অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে অনুসরনে সহায়তা করে কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের তা বাস্তবায়নের জন্য আভ্যন্তরীন সক্ষমতা না থাকে?

৬. সুশাসন পরিচালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ কেসটি আমাদেরকে কি জানাতে পারছে? এই কেসটি থেকে যে সকল সিদ্ধান্তসমূহ নেয়া যেতে পারে এবং অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, তা নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াসমুহের যে সকল ইতিবাচক দিক রয়েছে সেগুলোর হচ্ছে-

- সম্পদ ব্যবহারকারীগণ যারা কোন একটি বাস্তুতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত তারা এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়ক হতে পারে।
- অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এই অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া থেকে লিখন গ্রহণ এবং এর পূনরাবৃত্তি করতে পারে।

সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াসমূহের যে সকল নেতিবাচক দিক রয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

- স্টেকহোল্ডাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া গ্রহণ করায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবিধিবদ্ধ আইন দ্বারা বাধিত নয়।
- আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না।
- আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

প্রশিক্ষকের উচিত এই আলোচনায় অন্যান্য যে সকল উপসংহার আসতে পারে সেগুলোকে নথীভূক্ত করা।

৭. সম্পূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠানের একটি উপসংহার প্রনয়নের জন্য হ্যান্ডআউট ১৫ থেকে প্রথম বাক্যের ঠিক নীচে যে অনুচ্ছেদ রয়েছে তা পুনরায় পাঠ করুন। এটি পরিচালনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াসমূহের যে ভূমিকা রয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রদান এবং আলোচনায় যে সকল বিষয় উঠে এসেছে সেগুলোকে উক্ত অনুচ্ছেদের তথ্যের সাথে সম্পর্ক দেখাবে।

৮. পরিচালন পদ্ধতির তিনটি উপাদানের (সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাগত আইন, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রক্রিয়াসমূহ) ভূমিকা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগন কি শিখলেন, তারা এর সাথে কিভাবে সম্পর্কিত এবং তারা কি করবেন সে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করুন। এই তিনটি উপাদানের মধ্যকার সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে:

- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার পরিচালনায় আইন প্রনয়ন একটি প্রক্রিয়া।
- আইন প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে যা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।
- আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক, সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাগত সংগঠনসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সমূহকে সহায়তা করে।

প্রশিক্ষকের জন্য তথ্য:

প্রশিক্ষনের পূর্বে প্রশিক্ষকগণ কোর্স পূর্ব অনুশীলনীগুলো পর্যালোচনা করবেন। পর্যালোচনায় প্রশিক্ষকগণ দেখবেন একটি কেসস্টাডি করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য আছে কিনা যা সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাগত সংস্থাকে সম্পৃক্ত করতে পারে। কেসস্টাডিটি একজন অংশগ্রহণকারীর প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনী হতে পারে বা একাধিক অংশগ্রহণকারীর প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনীগুলোর সম্মিলনে তৈরী করা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হবে কেসস্টাডিটিতে যদি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত থাকে। তবে এটি নির্ভর করবে প্রাক-প্রশিক্ষর্ণ অনুশীলনের বিষয়বস্তুর উপর। প্রশিক্ষকগন যখন এই সেসনের জন্য কেসস্টাডি তৈরী করবেন তখন হ্যান্ডআউট ১৪ তে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহ পর্যালোচনা করবেন। প্রয়োজনে এই প্রশ্নগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন। এই পরিবর্তিত প্রশ্নগুলো অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেসস্টাডির সাথে বিতরণ করবেন।

প্রশিক্ষক প্রয়োজনমতো প্রশিক্ষনের পর্যায়গুলোকে ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমে কেসস্টাডি বিশ্লেষণ করা এবং সেসনের শেষে উপস্থাপনা দেয়া যেতে পারে।

হ্যান্ড আউট
১৫

সুশাসনের উপাদান: প্রক্রিয়াসমূহ

কোন কিছু অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত ধারাবাহিক কর্মকান্ডই হলো প্রক্রিয়া।

সুশাসন পরিচালনা পদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে প্রক্রিয়াসমূহ। সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া সমূহের প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন চাহিদা সম্পন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আলোচনা এবং মধ্যস্ততা করার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াসমূহ অত্যাবশ্যকীয়। একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে সকল স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরী। যখন প্রক্রিয়াটি উন্মুক্ত হয় তখন তা ঐকমত্য এবং বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। যখন এটি উম্মুক্ত থাকেনা তখন ধারনা করা যেতে পারে যে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এবং বাস্তবায়নকারীগণ কোন কিছু গোপন করছে।

আইন এবং সংস্থার মতো প্রক্রিয়াসমূহও আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ সাধারনত সংবিধিবদ্ধ বা প্রথাগত সংস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। একই ধরনের স্বার্থ রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গ যারা সিদ্ধান্তগ্রহণ বা বাস্তবায়নের জন্য কোন কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করে তারা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আইন বা বিধি তৈরী বা পরিবর্তনের জন্য একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এবং এটি কি প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন হবে তা আইন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। আইনের দ্বারা যে ধরনের প্রক্রিয়া তৈরী হতে পারে তার উদাহরণ হতে পারে:

- সেই সকল প্রক্রিয়াসমূহ যা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারি সংস্থাগুলোকে বিকেন্দ্রীকৃত করার ক্ষমতা তৈরী করে।
- প্রক্রিয়াসমুহ যা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ প্রদান ও তা ব্যবহার বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরী করে।
- প্রক্রিয়াসমুহ যা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করবে এমন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুফল বিতরণ প্রক্রিয়াসমূহ।
- প্রাকৃতিক সম্পদের প্রথাগত ব্যবহার অধিকারী এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের মধ্যে সুফল ভাগাভাগির জন্য চুক্তি অনুসরণ করার প্রক্রিয়াসমূহ।

আদর্শগতভাবে, প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইনসমূহে নীতিনির্ধারকগণ কর্তৃক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা রাখার বিষয়টিকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

সাধারনত সংস্থাগুলো আইন, বিধি বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু যখন জাতীয় বা উপজাতীয় সরকারি সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এই প্রক্রিয়াগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করার দক্ষতা না থাকে তখনই চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়।

ভিয়েতনামের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত উন্মুক্ত প্রক্রিয়ার পরীক্ষা বিষয়ক একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ২০০৪ সালে ভিয়েতনামে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বন এলাকার পার্শ্ববর্তী বাফার অঞ্চলের পাঁচটি আদিবাসী গ্রামের নির্দিষ্ট খানাসমূহের (হাউসহোল্ড) অংশগ্রহণ জরীপের মাধ্যমে সুফল বন্টন নীতি, জ্ঞান বিনিময় এবং একটি বনরক্ষা দল গঠনের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছিল। সামাজিক বৈঠকে বন ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত আচার ও চর্চা এবং স্থানীয় জ্ঞান বিষয়কে সকলের আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। সমাজ ভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা এবং সুফল বন্টন নীতিমালা চুক্তি নথীভূক্ত করা হয় এবং তা জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য জমা দেয়া হয়। যদিও এই প্রক্রিয়ার গ্রামগুলোর সব খানাসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি; তাছাড়াও এই প্রক্রিয়ার বাইরে কিছু সমস্যা বিদ্যমান ছিল, তদুপরি স্থানীয় জনসাধারন এই বন্টন প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফলকে ইতিবাচক হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মিথস্ক্রিয়তায় সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি এর একটি উদাহরণ। ভারতে স্থানীয় এবং লোকজ উদ্যোগে বাস্তুসংস্থান ও প্রজাতি সংরক্ষণের অনেক উদাহরণ রয়েছে। একটি বেসরকারী সংগঠন এই উদ্যোগগুলোকে নথীভূক্ত করেছে। এর মাধ্যমে তাদের অনানুষ্ঠানিকভাবে সৃষ্টি করা, সংরক্ষিত এলাকাগুলোকে কিভাবে সংবিধিবদ্ধ সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় আইনের যে প্রক্রিয়া রয়েছে তার সুবিধা নেয়া যায় সেই বিষয়গুলোকে খুঁজে দেখা হচ্ছে।

হ্যান্ড আউট
১৬

কেইস স্টাডি - প্রক্রিয়াসমূহ: পিরিয়াকালাপু লেগুন

পিরিয়াকালাপু শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার অন্যতম বৃহৎ উপহ্রদ। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত একটি প্রাচীন খাড়ির মাধ্যমে উপহ্রদটির সাথে সাগরের মৌসুমী যোগাযোগ ছিল। যখন সাগরতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেত কেবলমাত্র তখনই সমুদ্রের সাথে উপহ্রদটির পানি বিনিময় ঘটতো।

উপহ্রদ এবং সমুদ্রের মধ্যে সার্বক্ষণিক পানি বিনিময়ের জন্য ১৯৮০ সালে সংযোগস্থলের নীচু জমিটির নকশা পরিবর্তন করা হয়। নীচু জমিটির (কজওয়ে) নকশা পরিবর্তন করার সময় এখানকার স্থানীয় কৃষিজীবী এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সাথে কোন আলোচনা করা হয়নি। যার ফলে বিভিন্ন মৌসুমে উপহ্রদের পানি ব্যবহার বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়াসমূহ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

কজওয়েটির নকশা পরিবর্তনের সময় কর্তৃপক্ষ এর ফলে লেগুনের ইকোসিস্টেম এবং স্থানীয়দের জীবনযাত্রার উপর এর সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব বিষয়ে পর্যাপ্ত নজর দেয়নি। নকশাটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ২০০৪ সালের সুনামীর পর দেখা যায় কজওয়েতে বালু জমে পানি বিনিময়ের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে ঈষৎ লবনাক্ত পানির লেগুনটি প্রায় স্বাদু পানির লেগুনে পরিণত হয়েছে। লেগুনের পানির এই পরিবর্তনের ফলে কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়াগুলো ভেঙ্গে পড়ে। স্বাদু পানি কৃষি সেচের কাজে ব্যবহৃত হলেও লেগুনটির চারপাশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিসাধন করে।

উপকূলীয় পানি প্রবাহের উপর প্রভাব বিবেচনায় না এনেই ২০০৪ সালে সুনামী পরবর্তী সময়ে রাস্তা পুন:নির্মানের পরিকল্পনা করা হয়, যেমনটি ঘটেছিল ১৯৮০ সালেও। রাস্তা নির্মাণ কর্তৃপক্ষ যখন কজওয়ে সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন স্থানীয় সম্প্রদায়কে এটি অবগত করা এবং তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানায়নি। এমনকি পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষাও করা হয়নি।

সুনামী পরবর্তী সময়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পিরিয়াকালাপু স্থানীয় সমন্বয় কমিটি (জিএলসিসি) গঠিত হয়েছিল। কজওয়ের প্রতিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে প্রকল্পটি সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সমন্বয় কমিটি তাদের একটি সভায় কজওয়ের অবস্থা এবং এর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছিল। স্থানীয় সরকার সংস্থার প্রতিনিধিরা এই সভার পরই বুঝতে পারেন যে কজওয়েটি পূন:নির্মানের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।

কজওয়েটি পূন:নির্মানের সিদ্ধান্ত পূন:বিবেচনার জন্য স্থানীয় সমন্বয় কমিটি দাতা সংস্থার কাছে অনুরোধ জানায়। দাতা সংস্থা রাজি হয় এবং কজওয়েটি পূন:নির্মানের পরিকল্পনাটির কারিগরী মূল্যায়ন এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন পরিচালনা করে। এই মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে দাতা সংস্থা সরকারের সাথে তাদের চুক্তি সংশোধন করে এবং দুইটি নতুন সেতু তৈরীর জন্য অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করে। এটি ছিল দুইটি কজওয়ে পুন:নির্মানের চাইতেও ব্যয়সাপেক্ষ।

ফলশ্রুতিতে রাস্তা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কজওয়ের পরিবর্তে সেতু ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র পূর্ব উপকূলীয় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার পূর্ণবাসন করে।

দলগত বিশ্লেষনে দিক নির্দেশনামূলক প্রশ্নসমূহ:

১. এই ঘটনাটিতে কি কি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল?
২. এই সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সাথে ষ্টেকহোল্ডারদেকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল?
৩. এই সকল প্রক্রিয়াগুলোর প্রত্যেকটির কি কি সবলতা ও দূর্বলতা ছিল?
৪. আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহ যখন অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসমূহের ফলাফলসমূহ আমলে নেয়নি তখন কি ঘটেছিল?
৫. কি কারণে এই দুই ধরনের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি বলে আপনারা মনে করেন? যোগসূত্র স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য কি করা যেতে পারে?

দলগুলো অন্যান্য প্রশ্ন এবং বিষয়সমূহও চিহ্নিত করতে পারে।

সেশন

১১

সুশাসন নীতিসমুহ/নীতিমালা: ভূমিকা

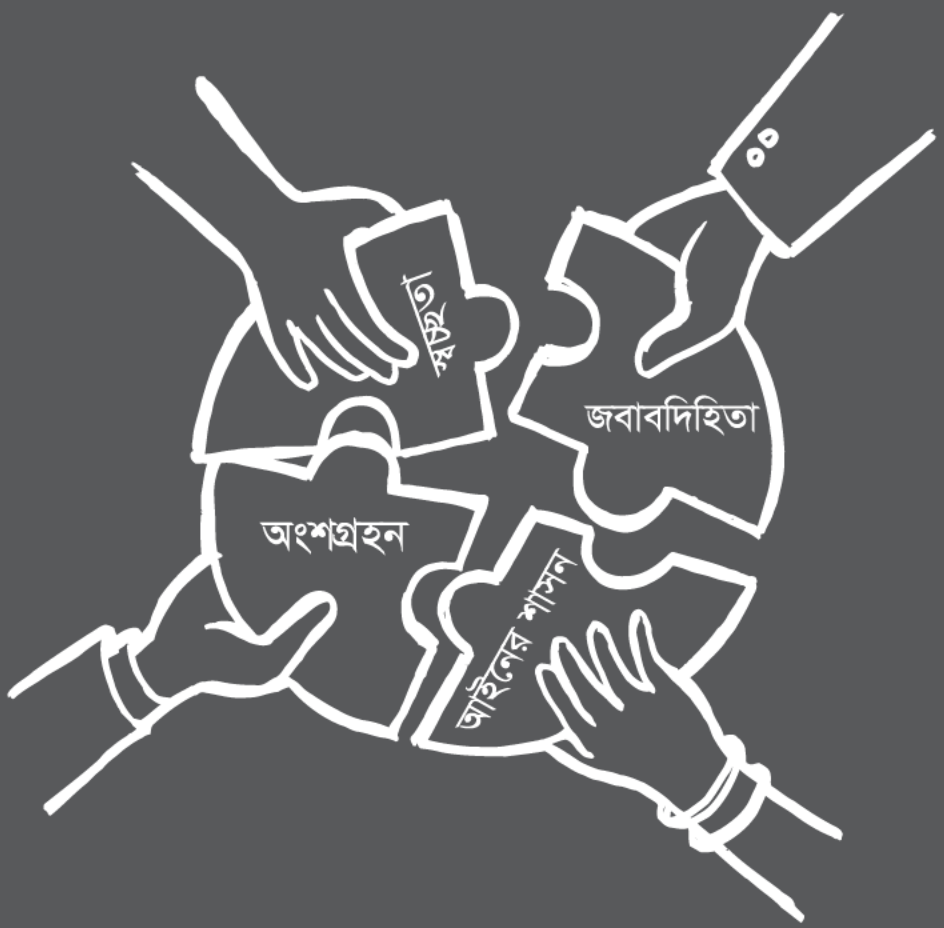

সেশন

সেশন

১১ সুশাসন নীতিসমুহ/নীতিমালা: ভূমিকা

সময়:
১ ঘন্টা

উপাদানসমূহ:

১. ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার

হ্যান্ডআউটসমূহ:

১. হ্যান্ড আউট ১৭: আন্তর্জাতিক আইনে সুশাসনের নীতিমালাসমূহ

২. হ্যান্ড আউট ১৮: সুশাসনের নীতিসমূহ

৩. হ্যান্ড আউট ১৯: সুশাসনের নীতিসমূহ (টেবিলটি অনুশীলনের পর সরবরাহ করা হবে)

উদ্দেশ্য

এই সেসনের শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- নীতি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সুশাসনের ভিত্তি নীতিসমুহ চিহ্নিত করতে পারবে;
- এগুলো কেন সুশাসনের ভিত্তি নীতি তা বুঝতে পারবে; এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুশাসনের ভিত্তিনীতি কিভাবে প্রয়োগ হয় তা বুঝতে পারবে।

ধাপসমূহ

১. শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা করুন।

২. সেসন ৬ এর হ্যান্ডআউট ৭: এ সুশাসনের সংজ্ঞা আবার দেখুন।

৩. অংশগ্রহণকারীদের স্মরণ করিয়ে দিন যে সেসন ৮-১০ এ সুশাসন এর তিনটি উপাদান বিষয়ে অবতারনা করা হয়েছে। বর্তমান সেসনে সুশাসনের ভিত্তিনীতি বিষয়ে অবতারনা করা হবে। কিভাবে এগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় সে বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করুন। সুশাসনের নীতিসমূহ এবং এগুলো কিভাবে সুশাসনের উপাদানের সাথে সম্পর্কিত তা বিস্তারিতভাবে সেসন ১২-১৫তে আলোচনা করা হবে।

৪. অংশগ্রহণকারীগন 'নীতি' বলতে কি বুঝে তা বলতে বলুন। তাদের উত্তরগুলো ফ্লিপচার্ট বা বোর্ডে লিখুন। প্রশিক্ষকের জন্য প্রদেয় নোট দেখুন এবং নীতির অর্থ এই প্রশিক্ষণে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা উপস্থাপন করুন।

৫. হ্যান্ডআউট ১৮ এ সুশাসনের নীতিসমূহের তালিকাটি বিতরণ করুন এবং তাদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করুন।

৬. প্রত্যেক গ্রুপকে সুশাসনের নীতিসমূহের তালিকাটিকে পর্যালোচনা করে কেবলমাত্র চারটি নীতি যেগুলোকে তারা ভিত্তিনীতি মনে করছেন সেগুলো চিহ্নিত করতে বলুন।

৭. প্রত্যেক গ্রুপ ব্যাখ্যা করবে কেন তারা চারটি নীতি পছন্দ করেছে এবং একমত হয়েছে। এমনও হতে পারে যে একটি গ্রুপে মতদ্বৈততার কারনে কোন মতৈক্য হলো না। যে সকল অংশগ্রহণকারী তাদের দলের নির্বাচনের সাথে একমত নয় তারা কেন একমত হতে পারলেন না তা ব্যাখ্যা করবেন।

৮. দলগুলো যে সকল নীতিগুলোকে নির্বাচন করবেন প্রশিক্ষকের উচিত ফ্লিপচার্টের উপর বা ইলেকট্রনিক ফাইল তৈরীর মাধ্যমে সেগুলোর হিসাব রাখা। এগুলো যেন অংশগ্রহণকারীরা দেখতে পায়।

৯. প্রত্যেকটি নীতি কয়টি দল নির্বাচন করেছে তার হিসাব করুন। এখন দেখুন কোন চারটি নীতিসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুশাসনের মূলনীতি হিসাবে চিন্তা করেছে। আলোচনায় যে সকল বিষয় আনতে হবে:

- নির্দিষ্ট নীতিসমূহ কেন সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী কেন ভাবছেন?
- অংশগ্রহণকারীদের ভাবনায় কোন নীতিসমূহ সুশাসনের জন্য যথোপযুক্ত নয় এবং কেন?

১০. অনুশীলন এবং একক বা দলগত ফিডব্যাক এর পর হ্যান্ডআউট ১৯: সুশাসন নীতিসমূহ বিতরণ করুন। এখানে নির্বাচিত জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, দ্বিপাক্ষিক দাতা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ পরিচালনের নীতিসমূহকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। হ্যান্ডআউট-১৯ এর প্রদত্ত ছক থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা যে সকল বিষয় আলোচনায় আনতে পারে সেগুলো সম্পর্কে নোট নেয়া যেতে পারে-

- জবাবদিহিতা একটি নীতি যাতে সকল প্রতিষ্ঠান একমত এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উলেখ করুন
- অন্যান্য নীতিসমূহ অর্ধেকেরও কম সংস্থার দ্বারা স্বীকার করা হয়। এই প্রশিক্ষণে চারটি মূল নীতিকে ব্যবহার করা হয়েছে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং আইনের শাসন বা অনুধাবনযোগ্যতা। এগুলো দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী নির্বাচিত সংস্থা স্বীকার করে।
- নির্বাচিত সকল সংস্থাই স্বচ্ছতা বলতে তথ্য প্রদানের উন্মুক্ততা এবং অভিগম্যতাকে বুঝায়। এটি দূর্নীতির অনুপস্থিতিকে বোঝায় না।
- সাম্যতা মানে ন্যায্য - এটি সমান নয়। সমান সবসময় ন্যায্য হতে পারে না। যদি কোন সমাজে জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং অনুধাবনযোগ্যতা এই সবগুলো ভালোভাবে কাজ করে তবে সেক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভালো সম্ভাবনা থাকে।

১১. অংশগ্রহণকারীদের তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নীতি কাজ করে তার উদাহরণ দিতে বলুন এবং আলোচনা করুন।

নেতিবাচক উদাহরণসমূহ:

- **জবাবদিহিতা:** মৎস্য বিষয়ক সরকারি সংস্থা স্বেচ্ছাচারী ভাবে মাছ ধরার অধিকার প্রদান করে। এক্ষেত্রে কারা মাছ ধরার অধিকারের জন্য দরখাস্ত করেছিল এবং কাদেরকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা জনগনের কাছে ব্যাখ্যা প্রদান করে না।
- **স্বচ্ছতা:** বহু লোকের জীবিকা নির্ভর করে এমন একটি জলাশয়ের পানি নিস্কাশনের উন্নয়ন পরিকল্পনা সর্ম্পকিত তথ্য জনগনের কাছে সহজলভ্য করা হয় না।
- **অংশগ্রহণ:** কারা কারা নন-টিম্বার বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করবে এই বিষয়ক সামাজিক ব্যবহারকারী দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নারী সমাজকে উপেক্ষা করা হয়।
- **আইনের শাসন:** বন বিষয়ক আইনসমূহে বলা হয়েছে কতকগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে কাঠ আহরণের অনুমতি দেয়া হয়। ক্ষমতাশালী লোকেরা যারা সবগুলো শর্ত পূরণ করেন তাদেরকে কাঠ আহরণের সনদ দেয়া হয়, এবং সকল শর্ত পূরণ করা স্বত্ত্বেও গরীবদেরকে তা দেয়া হয় না।

ইতিবাচক উদারহণসমূহ:

- **জবাবদিহিতা:** মৎস্য বিষয়ক সরকারি সংস্থা মাছ ধরার অধিকার বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি ভুল করে ফেলে। সংস্থাটি এই ভুলটি সংশোধন করে এবং এর ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সকলকে বিষয়টি অবহিত করে।
- **স্বচ্ছতা:** একটি ডেভেলপার এমন একটি এলাকা উন্নয়নের অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করে যেটি এমন একটি জলাশয়ের সাথে সংযুক্ত যা বহু লোকের জীবিকা প্রদান করে। এবিষয়ে দায়িত্বশীল সরকারি সংস্থা অনুমোদনের দরখাস্তটি প্রচার করে এবং এবিষয়ে জনগণের মতামত আহ্বান করে।
- **অংশগ্রহণ:** প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী সামাজিক দলসমূহ তাদের নিজস্ব আইন প্রনয়ণ করে যাতে কারা নন-টিম্বার বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করবে এই বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বিশেষভাবে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।
- **আইনের শাসন:** বন বিষয়ক আইনসমূহে বলা হয়েছে কতগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কাঠ আহরণের অনুমতি দেয়া হয়। যেসকল দরখাস্তকারী সকল শর্ত পূরণ করবে কেবলমাত্র তাদেরকেই অনুমোদন দেয়া হয়। এক্ষেত্রে তাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচ্য হয় না।

প্রশিক্ষকের জন্য তথ্য:

সেসন ৬ এ প্রদত্ত 'নীতি' র সংজ্ঞা পর্যালোচনা করুন। প্রশিক্ষকদের জন্য তথ্য নম্বর ২: নীতি হচ্ছে "একটি মৌলিক সত্য বা উৎস"।

দ্বিতীয় ধাপে, বর্ণনা করুন যে সুশাসনের নীতিসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। বিশ্ব ব্যাংক 'মাত্রাসমূহ' (Dimensions) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। অন্যরা অন্যান্য পরিভাষার মধ্যে 'characteristics', 'attributes' এবং 'aspects' শব্দগুলো ব্যবহার করে। বর্তমান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটিতে "নীতিমালাসমূহ" (principles) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এটি এশীয় অঞ্চলের ভাষায় অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই অর্থটিই জানাতে চায়। ব্যাখ্যা করুন যে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা কোন একটি দেশে ভিন্ন হতে পারে, যা নির্ভর করে ঐ দেশের জাতীয় ভাষায় এর অনুবাদের উপর। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যেকোন ভাষায় এর একটি পরিভাষা খুঁজে দেখা যা এই নীতিমালাসমূহকে বেশীরভাগ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মতোই সাধারণভাবে কিভাবে সুশাসন চালিত হওয়া উচিত তা "মৌলিক সত্য" হিসাবে প্রকাশ করতে পারে।
অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের জাতীয় ভাষায় ইংরেজী "Principle" বা "নীতি" শব্দটি সহজভাবে বোঝানোর মতো কোন অনুবাদ আছে কিনা।

হ্যান্ড আউট
১৭

আন্তর্জাতিক আইনে সুশাসনের নীতিমালাসমূহ

আন্তর্জাতিক ঘোষনাপত্র এবং চুক্তিসমূহে দেখা যায় অংশগ্রহণের নীতিকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুশাসনের নীতি হিসাবে দেখা হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের আদিবাসী ও উপজাতী জনগোষ্ঠী বিষয়ক কনভেনশন (United Nations International Labor Organisation Treaty No. 169) অংশগ্রহণ নীতির উপর নির্ভর করে। এর ফলে আদিবাসী এবং উপজাতী জনগোষ্ঠীকে তারা যে এলাকায় বসবাস করে সেস্থান থেকে নতুন এলাকায় পূর্ণবাসনের পূর্বে তাদের অবহিত এবং মতামত নিতে হবে (Article 16)

ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে গৃহীত 'রিও ঘোষনা'য় সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা নীতিগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে। রিও ঘোষণার ১০ নম্বর নীতিমালায় বলা হয়েছে:

"সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে সকল উৎসাহী নাগরিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই পরিবেশগত বিষয়গুলোকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক তথ্যসমূহ যা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে রক্ষিত আছে তাতে প্রত্যেক নাগরিকের যথাযথ অভিগম্যতা থাকবে। এই তথ্যের মধ্যে থাকবে ঐ জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান এবং কার্যক্রমসমূহ। সেইসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। রাষ্ট্রসমূহ তথ্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে গণসচেতনতা এবং অংশগ্রহণকে সহায়তা দান এবং উদ্বুদ্ধ করবে। বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্য্যবিবরণীসমূহে কার্যকরী অভিগম্যতা এবং সেইসাথে ভুল সংশোধন ও প্রতিকার প্রদান করবে।"

জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে যা কেবলমাত্র ইউরোপের জন্য প্রযোজ্য। এটি হচ্ছে – Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters । এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি অন্য অঞ্চলের জন্য উদাহরণ হতে পারে। এই চুক্তিটি সরাসরি সুশাসন এবং সরকার ও জনগনের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক।

বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তিসমূহ যা প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসন এর সাথে সম্পর্কিত সেগুলোতেও সুশাসনের নীতিসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মরুময়তা রোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে জনগনের অংশগ্রহণকে আবশ্যিকভাবে সমন্বিত করা হয়েছে। এটিতে নির্দিষ্টভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ অনুমোদন প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছে (Article 14)। আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকায়ত জ্ঞান, আবিস্কার এবং চর্চাসমূহ যেগুলো জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত সেই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের বিষয়ে আহ্বান করে (Article 8j)।

হ্যান্ড আউট
১৮

সুশাসনের নীতিমালা

১. সরকারের কার্যকারীতা
২. নীতির কার্যকারীতা
৩. প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পদ্ধতিসমূহের কার্যকারীতা এবং দক্ষতা
৪. প্রতিবেদনশীলতা (Responsiveness)
৫. যুক্তিযুক্ত
৬. স্বচ্ছতা/উন্মুক্ততা
৭. ঐকমত্য নির্ভর
৮. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা
৯. দুর্নীতি প্রতিরোধ / দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ
১০. সুবিচার ও তথ্যে অভিগম্যতা
১১. সম্পূরকতা
১২. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
১৩. জবাবদিহিতা
১৪. ন্যায়বিচার
১৫. ন্যায়সঙ্গত এবং সামুদয়িক
১৬. কৌশলগত দূরদৃষ্টি
১৭. জনগণের ভালো করার সদ্বিচ্ছা
১৮. অংশগ্রহণ
১৯. সামাজিক সম্পদের ভান্ডার
২০. রাজনৈতিক স্থিরতা এবং সহিংসতার অনুপস্থিতি
২১. নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা
২২. ভবিষ্যবাচ্যতা / "আইনের শাসন"
২৩. আইন ও বিচারিক কাঠামো প্রবর্তন ও সক্ষম করা

নোট

হ্যান্ড আউট
১৯

সুশাসনের নীতিসমূহ

সুশাসন কি তা অনেকগুলো সংজ্ঞাসহ বর্ণনা রয়েছে। নয়টি সংস্থা সুশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বর্ণনার মধ্যে ২০টির বেশী নীতি ব্যবহার করেছে। নীচের ছকটিতে এই নয়টি সংস্থা যে সকল নীতিসমূহ ব্যবহার করেছে এবং জরীপকৃত সংস্থাগুলোর বেশীরভাগ কোনগুলোকে সাধারণভাবে গ্রহন করেছে তা দেখানো হলো।

সুশাসনের নীতিসমূহ									
	IUCN	UNDP	UNESCAP	Commission of the European Communities	African Development Bank	Asian Development Bank	USAID	World Bank	UK Department for International Development (DFID)
জবাবদিহিতা	★	★	★	★	★	★	★	★	★
স্বচ্ছতা ('উন্মুক্ততা' -EUCommission)	★	★	★	★	★	★	★	★	
অংশগ্রহণ	★	★	★	★	★	★	★	★	
ভবিষ্যবাচ্যতা / "আইনের শাসন"	★	★	★			★	★	★	
সরকারের কার্যকারীতা (World Bank) নীতির কার্যকারীতা, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পদ্ধতিসমূহের কার্যকারীতা এবং দক্ষতা (UNDP এবং UNESCAP)		★	★	★				★	
প্রতিবেদনশীলতা		★	★						★
সঙ্গতিপূর্ণ	★			★					
ঐকমত্য নির্ভর		★	★						
রাষ্ট্রের ক্ষমতা							★		★[4]
দুর্নীতি প্রতিরোধ (AfDB) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রন (World Bank)					★			★	
সুবিচার ও তথ্যে অভিগম্যতা	★								
সম্পূরকতা	★								
মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	★								
ন্যায়পরায়নতা (UNDP) ন্যায়সঙ্গত এবং সামুদয়িক (UNESCAP)		★	★						
কৌশলগত দূরদৃষ্টি		★							
জনগণের ভালো করার সদ্বিচ্ছা							★		
সামাজিক সম্পদের ভান্ডার							★		
রাজনৈতিক স্থিরতা এবং সহিংসতার অনুপস্থিতি								★	
নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা								★	
আইন ও বিচারিক কাঠামো প্রবর্তন ও সক্ষম করা					★				

এই ছকটি নিম্নবর্নিত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে:

- এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটিতে সুশাসনের চারটি মূল নীতির ব্যবহার হয়েছে। আমরা এই চারটি মূলনীতি কোথা থেকে পেলাম? নয়টি প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থা যেভাবে সুশাসনের সংজ্ঞায়ন এবং বর্ননা করে সেগুলো বিশ্লেষণ করে এগুলো সনাক্ত করা হয়েছে।
- যদিও সম্ভব ছিল তথাপি এশিয়া মহাদেশের সরকারসমূহ সুশাসনের কোন সংজ্ঞা বা বর্ননা প্রদান করেনি। একইভাবে এশীয় অঞ্চলের সরকারসমূহ সুশাসনের নীতিসমূহকে সনাক্ত করেনি।
- জরীপে অন্তর্ভূক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অধিকাংশ সুশাসনের চারটি নীতি - জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং ভবিষ্যবাচ্যতা বা আইনের শাসন ইত্যাদিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নয়টি সংস্থায় জরীপ করা হয়েছে - এর অর্থ হচ্ছে পাঁচটি বা ততোধিক হলেই অধিকাংশ বলা চলে। যে চারটি নীতির কথা প্রশিক্ষন ম্যানুয়েলটিতে বলা হয়েছে সেগুলো জরীপকৃত সংস্থাগুলোর মধ্যে ছয় বা ততোধিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। অন্য যে ১৯টি নীতির কথা বলা হয়েছে সেগুলো চার বা চারের কম সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে এই ১৯টির কোন মূল্য নেই - এর অর্থ হচ্ছে এগুলো অধিকাংশ সংস্থাই গ্রহণকরেনি।
- জবাবদিহিতা - এই নীতিটিতে সকল সংস্থাই একমত হয়েছে।
- নয়টির মধ্যে আটটি সংস্থাই সুশাসনের নীতি হিসাবে স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- সবগুলো নির্বাচিত সংস্থাই স্বচ্ছতা বলতে উন্মুক্ততা এবং তথ্যে অভিগম্যতাকে বুঝিয়েছে।
- নয়টির মধ্যে ছয়টি সংস্থাই ভবিষ্যবাচ্যতা বা আইনের শাসনকে শাসনের একটি নীতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
- অন্যান্য নীতিগুলো জরীপকৃত সংস্থাগুলোর অর্ধেকেরও কম সংস্থা চিহ্নিত করেছে। এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটিতে যে চারটি মূলনীতির - জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং ভবিষ্যবাচ্যতা বা আইনের শাসন - এগুলো দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত সংস্থাই চিহ্নিত করেছে।
- আইনের প্রয়োগ সংস্থাগুলোর একটি কাজ। 'আইনের শাসন' বিষয়টি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আইনের প্রয়োগের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এটি এর অর্থ নয়। একারনেই বিশেষজ্ঞরা এখন বিকল্প হিসাবে ভবিষ্যবাচ্যতা ('Predictability') শব্দটি ব্যবহার করেন।
- চারটি সংস্থা কার্যকারীতা এবং দক্ষতাকে চিহ্নিত করেছে। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এটিকে প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং প্রক্রিয়াগুলোর 'কার্যকারীতা এবং দক্ষতা' মনে করে। এটি অবশ্যই একটি বৈধ নীতি। কিন্তু তারপরও এটি কেবলমাত্র দুটি সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে ফলে এটি শীর্ষ চারে স্থান পায়নি। বিশ্ব ব্যাংক কেবলমাত্র সরকারের কার্যকারীতাকে উল্লেখ করে। ইউরোপিয়ান কমিশন "নীতির কার্যকারীতা"র কথা বলেছে। কিন্তু এগুলোর কি অর্থ করা হয়েছে তা বর্ণনা করা কঠিন। কারন সাধারণভাবে একটি নীতি কখনোই আইন বা নিয়ম ছাড়া প্রয়োগ করা যায় না।
- কেবলমাত্র দুটি সংস্থা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণকে শাসনের নীতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। দুটি সংস্থাই বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক - বিশ্বব্যাংক এবং আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক।

- ন্যায়বিচারকে সুশাসনের একটি নীতি হিসাবে অনেকক্ষেত্রে উল্লেখ করা হলেও কেবলমাত্র জাতিসংঘের দুইটি প্রতিষ্ঠান এটিকে তালিকাভূক্ত করেছে। ন্যায়বিচারের অর্থ হচ্ছে - সুষ্ঠ, এর অর্থ সমান নয়। সমান সবসময় সুষ্ঠ হয় না। যদি কোন সমাজে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং ভবিষ্যবাচ্যতা এই সবগুলো ভালোভাবে কাজ করে, তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশী থাকে।
- বিচারের অভিগম্যতা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কেবলমাত্র একটি সংস্থা কর্তৃক শাসনের নীতি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।
- এই ছকটিতে যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সংস্থা - ডিএফআইডিকেও অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যদিও তারা কেবলমাত্র সরকারের ক্ষেত্রেই এই শাসন বিষয়টিকে নির্ধারন এবং ব্যাখ্যা করে। ডিএফআইডি এটিকে নাগরিক ও সরকারের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া মনে করে না।

সেশন

১২

সুশাসনের নীতি : জবাবদিহিতা

সেশন

১২

অধিবেশন

১২ সুশাসন নীতি : জবাবদিহিতা

সময়:
১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপাদানসমূহ:
ফ্লিপচার্ট
মার্কার

হ্যান্ডআউটসমূহ:
হ্যান্ডআউট ২০:
সুশাসননীতি জবাবদিহিতা (প্রশিক্ষণার্থীদের জবাব-দিহিতা কি তা জিজ্ঞেস করার পর কেবলমাত্র বিতরণ করতে হবে)
হ্যান্ডআউট ২১:
কেসস্টাডি: জবাবদিহিতা ও বৃক্ষ

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ জানতে ও বুঝতে পারবে:

- সুশাসন প্রেক্ষাপটে জবাবদিহিতা বলতে কি বোঝায়?
- একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কে কার প্রতি দায়বদ্ধ এর একটি রেখাচিত্র অঙ্কন এবং সেই রেখাচিত্র থেকে উপসংহারে আসা
- সিদ্ধান্ত প্রণয়নকালে সুশাসন/কৌশলগত পর্যায়ে জবাবদিহিতার সুযোগ সনাক্ত করন এবং অনুরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপনা/প্রায়োগিক পর্য্যায়ে জবাবদিহিতার সুযোগ সনাক্ত করন।
- নিজস্ব আঙ্গিঁকে জবাবদিহিতাকে চিত্রায়িত করন
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সীমাবদ্ধতা এবং অসুবিধা সনাক্তকরণ
- সুশাসনের অন্যান্য উপাদান এবং সুশাসনের অন্যান্য নীতির সঙ্গে জবাবদিহিতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা।

ধাপসমূহ

১. শিখনের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা এবং ব্যাখ্যা করুন। সুশাসনের চারটি মৌলিক নীতির মধ্যে এ সেশনটি প্রথম হিসেবে আলোচিত হচ্ছে-এটি ব্যাখ্যা করুন।

২. অধিবশেন ৫ এ ব্যবহৃত স্টেকহোল্ডার এর সংজ্ঞা মনে করিয়ে দিন।

৩. অধিবেশন ৭ এর টোন্‌লে স্যাপ অনুশীলনীর পাশাপাশি সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য মনে করিয়ে দিন। সুশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো হলো কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো হলো প্রায়োগিক। অংশগ্রহণকারীদের জানান যে, জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কিত যে কৌশলগত ও প্রায়োগিক সিদ্ধান্তগুলো রয়েছে তা তাদের আলাদা করতে হবে।

৪. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে, তারা জবাবদিহিতা বলতে কি বুঝে। তারা যে অর্থগুলো বলে সেগুলো ফ্লিপচার্টে লিখে ফেলতে হবে। এই ছোট অনুশীলনটি প্রশিক্ষককে বুঝতে সহায়তা করবে যে, ধাপ ৩ এর পর জবাবদিহিতা সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন আছে কিনা।

৫. হ্যান্ডআউট ২০ বিতরণ করা হবে এবং 'একটি' সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দিতে হবে। হ্যান্ডআউট ১৯ দেখতে বলা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে কেন সুশাসনের এই নীতিটি (জবাবদিহিতা) জয়ীকৃত সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সনাক্ত হয়েছে।

৬. অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করতে হবে। হ্যান্ডআউট ২১ সরবরাহ করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের সরবরাহকৃত কেইস ষ্টাডি হতে জবাবদিহিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করতে হবে। তৈরী করার জন্য দলগুলো ফ্লিপ চার্ট, কার্ড ও অন্যন্যা আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে পারে।

৭. ৩০ মিনিট পর প্রতিটি দলকে তাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর একটি সম্মিলিত আলোচনা করতে হবে।

- এই কেসে কিভাবে জবাবদিহিতার নীতিগুলো কাজ করে? সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ছিল কিনা তা কিভাবে নির্ধারণ করেছেন?
- ডায়াগ্রামটি হতে কি বোঝা যায়? কে কার কাছে জবাবদিহিতা করবে?
- সিদ্ধান্তগ্রহণে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাসমুহ কি? বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি ধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়?
- কেস ষ্টাডিতে আলোচ্য জবাবদিহি ছাড়াও অন্য কোন প্রকারের জবাবদিহিতা বিষয়ক বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারী তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করেছেন কিনা।

৮. এ কেসটি সুশাসনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ভূমিকা সম্পর্কে কি বলে? এ কেস ষ্টাডি থেকে নিম্নলিখিত উপসংহারে আসা যায়।

- একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
- যদি জবাবদিহিতার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াও থাকে তবুও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সময়সাপেক্ষ কাজ।

৯. সম্পূর্ণ অধিবেশনের উপসংহার টানার জন্য হ্যান্ডআউট ২০ পূনরায় পড়তে হবে যা সুশাসন এর ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে।

হ্যান্ডআউট ২০ এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- যারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করে যা প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রভাবিত করে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী ও স্টেকহোল্ডারদের নিকট জবাবদিহিতা থাকতে হবে।
- ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান যারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে বা প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করে তাদের জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

- সিদ্ধান্তগ্রহণ ও প্রণয়ণকারী যে পন্থায় তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে যা প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করে তার জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণে ও প্রণয়ণকারীকে জবাবদিহি করতে হবে।

১০. অধিবেশন শেষ করার পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দিতে হবে সুশাসন হলো সুশাসনের নীতি ও এর উপদানের মিথস্ক্রিয়া এবং পরবর্তীতে অধিবেশনগুলোতে আমরা দেখব জবাবদিহিতা কিভাবে অন্যান্যনীতি ও উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। সুশাসনের উপাদান ও জবাবদিহিতার মধ্যে সম্পর্কের উদাহরণ নিম্নরূপ হতে পারেঃ

- সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত আইনে অনেক সময় সিদ্ধান্ত প্রণয়কারীকে জবাবদিহি করার প্রক্রিয়া বলা থাকে

- প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিয়মাবলীতে অনেকসময় জবাবদিহিতার বিষয়টি উল্লেখ থাকে।

- সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ণকারীর জবাবদিহিতার জন্য প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় যা আইন এবং/অথবা প্রতিষ্ঠান -এর সহায়তায় বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষকের জন্য নোটঃ

প্রশিক্ষক চাইলে সেখানের নির্ধারিত ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন আনতে পারেন।
যেমন-প্রথমেই কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করে এরপর এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপস্থাপনা দিতে পারেন।

হ্যান্ডআউট ২০

সুশাসন নীতি: জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা হলো কোন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করা ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।

সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারী, তারা সরকারি কর্মকর্তা বা অন্যকোন সংস্থার হোক না কেন ক্ষমতার ব্যবহার ও অপব্যবহার উভয়ের জন্যই তাদের জবাবদিহি করা উচিত।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা থাকা উচিত। আনুষ্ঠানিক সংস্থা বলতে সাধারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় কিন্তু এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা যারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত তাদেরকেও আনুষ্ঠানিক সংস্থার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

সংবিধিবদ্ধ আইনে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিস্কার নির্দেশনা থাকা উচিত: যেমন

- কে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবে এবং কাদের সাথে নিয়ে তা করবে;
- কে বাস্তবায়ন করবে এবং কাদেরকে নিয়ে করবে;
- সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ণকারীদের জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করা হবে।

যদি সংবিধিদ্ধ আইনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিস্কার কোন বিধি এবং প্রক্রিয়া না থাকে তবে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডাররা ঐ আইন ও প্রক্রিয়া সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারে এবং সুশীল সমাজের কাছে সরকারের নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীদের জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তাবনা আনতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় সরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহি করবে। প্রতিষ্ঠান তাদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত ও তার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহি করবে। অনানুষ্ঠানিক ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানও তাদের সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহিতা করবে। সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি কর্মকর্তা ও সুশীলসমাজ তাদের দায়িত্বপালনকল্পে এবং আইন মানার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে পারে। অনানুষ্ঠানিক এবং প্রথাগত পদ্ধতিতে সাধারণত একক ব্যক্তির কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহিতার সুযোগ থাকে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সমাজ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তারা ঐ সমাজের কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

ভিয়েতনামে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সংবিধিবদ্ধ ও প্রথাগত দুই পদ্ধতিই চালু আছে। সংবিধিবদ্ধ আইনে তাদের তিনভাবে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা আছে (১) সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে (২) সকল পর্যায়ের পিপলস্ কাউন্সিলে (৩) সরাসরি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে। প্রথাগত নেতা গ্রামের বয়স্ক মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয় এবং তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। প্রথাগত পদ্ধতিতে জবাবদিহিতা ভালভাবে নিশ্চিত করা যায়, কিন্তু প্রথাগত নেতার কর্তৃত্ব প্রকৃত পক্ষে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয় না।

শ্রীলঙ্কায় সরকারি কর্তৃপক্ষকে শুধুমাত্র সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সংবিধিদ্ধ আইনে সরকারি পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও প্রণয়কারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন হবে তার জন্য কর্মকর্তাদের জবাবদিহি করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে পদ্ধতিতে নাগরিকরা গন প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে তা হলো: একজন সংসদ সদস্যকে তদ্বিরের মাধ্যমে সংসদে বিষয়টি উপস্থাপন করার জন্য বলা এবং ঐ সাংসদ নির্দিষ্ট মন্ত্রীর কাছ হতে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চায় বা পাবলিক পিটিশন করে কোন একটি বিষয়ের উপর সংসদের সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আর একটি পন্থা হলো শ্রীলঙ্কার হিউম্যান রাইটস কমিশন, যারা কারো মৌলিক চাহিদা লংঘন হলো কিনা তা অনুসন্ধান করে ও পরামর্শ প্রদান করে অথবা মধ্যস্ততা বা মীমাংসার জন্য কোর্টে প্রেরণ করে।

কঙ্গোর বর্ণ শাসন এর ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ও কর্মকর্তার জবাবদিহিতার বিষয়টি খুবই দূর্বল। তাদের প্রথাগত নিয়মে ঐতিহ্যগত নেতৃবৃন্দ একে ওপরের কাছে জবাবদিহি করতে হয় কিন্তু সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। পরিবার প্রধানরা লাইন প্রধানের নিকট জবাবদিহি করে এবং তারা দল প্রধানের নিকট জবাবদিহি করে। এই নিয়ম, প্রধানদের তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য করে না। আফ্রিকাতে ও ঘানার বন বিভাগের সাথে জড়িত আনুষ্ঠানিক, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের পাশাপাশি প্রথাগত কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একটি বড় সমস্যা। বন রক্ষার জন্য নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না। যেখানে কোন কার্যকরী প্রক্রিয়া নেই যা সংঘাত বা সমস্যা পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং কমিশন ও তার কর্মকর্তাদের তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি রাখতে পারে। প্রথাগত কর্তৃপক্ষ অনেকসময় সম্প্রদায়ের মাঝে লভ্যাংশ বিলি করার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করে না। কিছু প্রথাগত কর্তৃপক্ষ লভ্যাংশ/সুবিধা সদস্যদের মাঝে বিলি করেনা বরং তাদের কাছে রেখে দেয় অথবা সম্প্রদায়ের কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে দিয়ে দেয়।

জবাবদিহিতার অভাব স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রদায়ের ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ক্ষতি করে এবং দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেয় যখন প্রাকৃতিক সম্পদ হতে আহরিত কর বা লভ্যাংশ আয় ও বন্টনের কোন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা থাকে না।

নোট

হ্যান্ডআউট
২১

কেস স্টাডি : জবাবদিহিতা ও বৃক্ষ

১৯৯৮ সালের প্রবল বন্যা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব চীন এর ২টি জেলা ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং সেই সময় ইয়োজংজি ও ইয়েলো নদীর তীরবর্তী ইকোসিস্টেম এর ক্ষতিসাধিত হয়। রাজ্যের বন বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর কাছ হতে অনুমোদন নিয়ে প্রাকৃতিক বন রক্ষার জন্য বৃক্ষ নিধনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

যদিও নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি যারা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে অর্থাৎ বনজ সম্পদ আহরণকারী অথবা কৃষক যাদের বনের ভেতর বনায়ন রয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয় তা সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের লোকজন ও শিক্ষিতসমাজ আপত্তি ও অভিযোগ তোলে। কাঠ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে যারা ৫০ বছরের জন্য এই সম্পদের মালিক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ ছিল তারা লভ্যাংশ হতে বঞ্চিত হলো। যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে তা সম্পর্কে সুবিধাবঞ্চিতদের অভিযোগ ছিল যে, ক্ষতিপূরণ তাদের ক্ষতির তুলনায় অপ্রতুল।

অনেক কৃষক স্থানীয় কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দাখিল করল এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে পিপলস্ কাউন্সিলেও অভিযোগ জানালো। এই অভিযোগ জেলা পর্যায় হতে প্রদেশ হয়ে জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল ও প্রাদেশিক বন কার্যালয়ে পাঠানো হল। প্রাদেশিক বন বিভাগ ও ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেস এর পরিবেশ ও সম্পদ কমিটি অভিযোগটিকে খুব গুরুত্বের সাথে নিলেন। তারা বেশ কিছু বিশেষজ্ঞকে পাঠালেন জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এর ক্ষতি মূল্যায়ন করার জন্যে এবং তাদের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর রিপোর্ট করতে বলা হলো।

ফলাফলে দেখা গেল যে, যে পরিমান ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে তা তাদের পরিবারের খরচের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। যখন তারা গাছ কাটতে পারত তখন কাঠের কিছু অংশ বিক্রি করে কৃষি কাজের জন্য যন্ত্রপাতি এবং পরিবারের খরচ মেটাত। ফলে যেখানে গাছ লাগানো হয়েছিল সেই জায়গার গাছ কাঠার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার প্রস্তাব করা হল।

প্রস্তাবনা পাওয়ার পর প্রাদেশিক বন বিভাগ কাঠ কাটার জন্য কোটা পদ্ধতি, বার্ষিক কর্তন সীমা, কিভাবে কোটা দেয়া হবে তার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রদেশে জনশুনানির আয়োজন করেছিল। জনশুনানিতে অংশগ্রহণ পূর্ণভাবে নিশ্চিত করার জন্য বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছিল। এই শুনানি কৃষক ও কাঠ ব্যবসায়িদের আকর্ষিত করেছিল। প্রাকৃতিক বনের যেখানে গাছ লাগানো হয়েছিল সেখানে গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছিল এবং অপর একটি প্রস্তাবনায় বনায়নকৃত গাছ পর্যায়ক্রমিক থিনিং প্রক্রিয়ায় কাটার জন্য বলা হয়। শেষ পর্যন্ত বিরাজমান পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সাজাতে প্রায় ১০ বৎসর লেগেছিল।

* দলীয় বিশ্লেষণে দিক নিদের্শনা দেয়ার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলো দেয়া হল

১. এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী, বাস্তবায়নকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সনাক্ত করুন?

২. এখানে জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল?

৩. ফ্লিপচার্ট একটি রেখাচিত্র একে কে কার প্রতি এবং কেন জবাবদিহি করে তা দেখান

৪. এই ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা ছিল এবং তা সমাধানের উপায় সনাক্ত করুন?

৫. উপসংহার তৈরী করুন ও সবার সাথে আলোচনা করুন।

সেশন

১৩

সুশানের নীতি : স্বচ্ছতা

সেশন

১৩

অধিবেশন

১৩ সুশাসন নীতিঃ স্বচ্ছতা

উদ্দেশ্য

- অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেনঃ
- প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারা।
- নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ভূমিকা বুঝতে পারা।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাধা, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনাসমূহ সনাক্ত করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারা।
- সুশাসনের উপাদান ও অন্যান্য ভিত্তিনীতির সাথে স্বচ্ছতার মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারা।

সময়ঃ
১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ

ফ্লিপচার্ট ও মার্কার

প্রতিজন অংশগ্রহণকারীর জন্য একটি করে চোখ বাঁধার কাপড়

৩০ মিটার লম্বা দড়ি

হ্যান্ড আউট ২২ঃ না দেখে তারা তৈরী খে নিয়মাবলী

হ্যান্ডআউট ২৩ঃ সুশাসন নীতিঃ স্বচ্ছতা

হ্যান্ডআউট ২৪ঃ কেস স্টাডিঃ ই আই এ এবং স্বচ্ছতা

ধাপসমূহ

১. শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা

২. হ্যান্ডআউট ২২ বিতরণ করা এবং 'অন্ধতারকা' খেলার জন্য ৭ জন সেচ্ছাসেবীকে আমন্ত্রণ জানানো। সেচ্ছাসেবী দলটিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ চোখ বেঁধে নিতে বলা। বলে দেয়া যে বৃত্তের মাঝামাঝি মেঝেতে ৩০ মিটার লম্বা একটি দড়ি রাখা আছে।

৩. বাকি অংশগ্রহণকারীদেরকে যা হচ্ছে সাবধানে তা পর্যবেক্ষণ করতে বলা।

৪. প্রশিক্ষক সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে দলটিকে দড়িটি খুঁজে বের করে একটি নিঁখুত পাঁচ কোনা তারা তৈরী করতে হবে। এবং এটি করতে হবে চোখ বাঁধা অবস্থায়।

৫. পনের মিনিট পর অথবা তার আগেই যদি দলটি মনে করে তারা তারকাটি তৈরী করতে পেরেছে, তাহলে তারা চোখের বাঁধন খুলতে পারে।

৬. পর্যবেক্ষণকারীদেরকে দিয়ে শুরু করুন। যেসব প্রশ্ন করা যেতে পারে;

- প্রক্রিয়াটি কে শুরু করেছিল? কিভাবে?
- কে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং কিভাবে?
- কারা অনুসরণ করেছিল? কিভাবে?
- একসাথে কাজ করার নিয়ম কি মানা হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে?
- দলের সদস্যরা কি নিশ্চিত ছিল কী করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে?
- সিদ্ধান্তগুলো কে নিয়েছিল? কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।
- দলের সদস্যরা নিজেদের ভেতর কিভাবে যোগাযোগ করেছে?
- সিদ্ধান্তগুলো কারা বাস্তবায়ন করেছে? কিভাবে? ফলাফল কী হয়েছে?

৭. এরপর পর্যবেক্ষণকারী সহ পুরো দলটিকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করুন:

- সিদ্ধান্ত ছিল একটি নিখুঁত পাঁচকোনা তারকা তৈরী করার। সিদ্ধান্তটি কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে?
- যদি দলটি একটি নিখুঁত পাঁচকোনা তারকা তৈরী করে থাকে, তাহলে কিভাবে করেছে? যদি চোখ বাঁধা অবস্থায় তারা কাজটি করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে কেন ব্যর্থ হল?
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং তারকা তৈরীতে তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগের ভূমিকা কী ছিল?
- কী করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে এ বিষয়ে দলের ভেতরে যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি কী ছিল? ফলাফল কী ছিল?
- কে যোগাযোগ রক্ষা ও তথ্য আদান প্রদান করছিল এবং কিভাবে ? কে করছিল না? কেন?
- যোগাযোগ করা বা না করা কিংবা তথ্য আদান প্রদান করা বা না করা কিভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (অর্থাৎ তারকা তৈরী করা) কে প্রভাবান্বিত করেছে?
- এই খেলা থেতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা কী শিখতে পারি?

৮. অংশগ্রহণকারীগণকে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের ওপর চোখ বেঁধে রাখার প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করার মাধ্যমে খেলার সমাপ্তি টানুন। অংশগ্রহণনকারীগণকে বুঝিয়ে বলুন যে স্বচ্ছতা ও সকল স্টেহোল্ডারদের মধ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ছাড়া সিদ্ধান্তগ্রহণ আসলে চোখ বেঁধে কাজ করার সমতুল্য।

৯. অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করুন তাদের নিজস্বভাষায় স্বচ্ছতা'র সমার্থক সহজতর কোন শব্দ আছে কিনা?

১০. হ্যান্ডআউট ২৩: সুশাসন নীতি: স্বচ্ছতা'র সারাংশের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থপনা দিন। সুশাসনের চারটি ভিত্তিনীতির একটি হিসেবে স্বচ্ছতার গুরুত্ব তুলে ধরুন। সেই সাথে তুলে ধরুন এটি কিভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন কিংবা বাস্তবায়ন না করার সাথে সম্পর্কিত। প্রশ্নোওরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের পরিস্কার ধারণা দেবার চেষ্টা করুন।

১১. নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকা বা না থাকার উদাহরণ তুলে ধরার জন্য অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করুন।

১২. অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোটগ্রুপে ভাগ করে 'হ্যান্ড আউট ২৩: কেস স্টাডি: ইআইএ ও স্বচ্ছতা' পড়তে দিন। অথবা তাদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনী থেকে পাওয়া কেস স্টাডি গুলো পড়তে দিন এবং স্বচ্ছতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সনাক্ত করে আলোচনা করতে দিন।

১৩. প্রথমে গ্রুপ গুলো কেস স্টাডি'র ওপর তাদের আলোচনার ফলাফল সবার সামনে পেশ করবে। তারপর সবাই মিলে প্রতিটি গ্রুপের ফলাফলের ওপর আলোচনা করবে। এই সামষ্টিক আলোচনায় "না দেখে তারা তৈরী" খেলার শিক্ষা ও হ্যান্ড আউট ২৪ এর প্রশ্নগুলোও ব্যবহার করুন। সেই সাথে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলোও করতে হবে:

- বর্ণিত অবস্থায় সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারতো?
- এই সেশনের কেসের বাইরে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত কী কী বিষয় উঠে এসেছে?

১৪. আলোচ্য কেসটি সুশাসনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ভূমিকা সম্পর্কে কী বলে? উপসংহার টানা যেতে পারে এভাবে;

- শুধুমাত্র সর্বনিম্ন মাত্রায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়। ইআইএ রির্পোট প্রকাশ করার উদ্দেশ্যই হল জনগণের কাছে তথ্যগুলো পৌঁছে দেয়া। আলোচ্য কেস স্টাডিটিতে আক্ষরিক অর্থে আইন মানা হয়েছে ঠিকই; এটি পূর্ণযাচাইয়ের সুযোগ ছিল। এবং নিয়ম মাফিক প্রকাশও করা হয়েছিল-কিন্তু আইনের মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখা হয়নি। নোটিশগুলো খুবই ছোট এবং খুঁজে পাওয়া দু:সাধ্য ছিল। তার ওপর এগুলো এমন গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল যেগুলোর প্রচারসংখ্যা ছিল খুবই কম।
- তাছাড়া, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট সিদ্ধান্তগুলোর সাথে সংশিষ্ট তথ্যের প্রাপ্যতা যেমন জরুরী, তেমনি প্রাপ্ত তথ্যের গুনগত মানও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ওপর প্রভাব ফেলে এমন সিদ্ধান্তসমূহ সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় ভাষায় সুপ্রাপ্য কিনা তা স্বচ্ছতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

১৫. পুরো সেশনটির উপসংহারে পৌছতে, হ্যান্ড আউট ২৩ আবার পাঠ করুন। এতে সুশাসনে স্বচ্ছতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা আছে। এই তথ্যের সাথে কেস স্টাডির উপসংহার এবং সেশনে উঠে আসা অন্যান্য বিষয়গুলোকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে।

হ্যান্ড আউট ২৩ থেকে যেসব বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে:

- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত তথ্যের সু-প্রাপ্যতার গুরুত্ব।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ক্ষুন্ন হলে কিভাবে সহায়তা পেতে হবে সে সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রাপ্যতার গুরুত্ব।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য সঞ্চলন প্রথাগত পদ্ধতির কার্যকারিতা।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক শর্তাবলীর কার্যকারিতা।

- যেসব সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলো জাতীয় ভাষা বা ভাষাগুলোতে সুপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা।

- যে কোন সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছতে পারে এমন গণমাধ্যমে তথ্য সম্প্রচার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা।

- প্রাকৃতিক সম্পদের বাজার সংক্রান্ত তথ্যের সুপ্রাপ্যতার গুরুত্ব।

- কোন সিদ্ধান্ত যখন প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীদের স্বার্থহানি করার সম্ভাবনা তৈরী করে তখন তা সময়ানুবর্তীতার সাথে প্রকাশ করা উচিৎ যাতে ক্ষতিগ্রস্থরা প্রতিক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায়।

- প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতার গুরুত্ব।

১৬. সুশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ভূমিকা সম্পর্কে যা যা শেখা হয়েছে তা আরেকবার পর্যালোচনা করতে হবে। সেই সাথে সুশাসনের বাকি উপাদানগুলোর সাথে এই দুই মূলনীতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে হবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে। জবাবদিহিতার সাথে স্বচ্ছতার আন্ত:সম্পর্ক এবং উভয়ের সাথে সুশাসনের বাকি উপাদানগুলোর সম্পর্কের উদাহরণ হল :

- জবাবদিহিতা স্বচ্ছতার ওপর নির্ভরশীল-যেসব সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এই সম্পদ ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাব ফেলবে, সেগুলো সংক্রান্ত তথ্য সুপ্রাপ্য থাকা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও প্রয়োগকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

- শুধুমাত্র সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক সময় আইনের মূল উদ্দেশ্য মেনে চলা হয় না। যেমনটা হয়েছে আলোচ্য কেসটিতে। তথ্যের যথার্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র আইন পালনের জন্যে নামে মাত্র তথ্য প্রদান করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় না।

- তথ্য জমা থাকে প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠান স্টেকহোল্ডারদের জন্য তথ্য উন্মুক্ত করবে-কি করবে না, কিংবা কিভাবে করবে, তা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার ওপর।

- আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের হাতে নিয়ন্ত্রিত তথ্য প্রায়শ:ই নিয়মকানুনের বেড়াজালে জড়ানো থাকে। দুরূহ প্রক্রিয়ার কারণে এসব তথ্য সকল স্টেকহোল্ডারের জন্য সমানভাবে সহজলভ্য হয় না।

প্রশিক্ষকদের জন্য নোট

প্রশিক্ষণের পূর্বেই প্রশিক্ষকগণ প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনগুলো পর্যালোচনা করে দেখবেন যে একটি কেস তৈরী করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য হাতে আছে কিনা সেগুলো স্বচ্ছতার সাথে সংশ্লিষ্ট। কেস স্টাডিটি যে কোন একজন কিংবা একাধিক অংশগ্রহণকারীর প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে। প্রশিক্ষণগন যখন এই সেশনের জন্য অংশগ্রহণকারিদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন থেকে কেস স্টাডি তৈরী করবেন, তখন তারা হ্যান্ড আউট ২১ এর সাথে দেয়া প্রশ্নগুলো পর্যালোচনা করবেন। প্রয়োজনে পরিমার্জন করবেন এবং বিতরণের পূর্বে প্রশ্নগুলো কেস স্টাডির সাথে জুড়ে দেবেন।

প্রশিক্ষকরা চাইলে প্রশিক্ষণের ধাপগুলো একটু এদিক ওদিক করে নিতে পারেন, যেমন, কেস স্টাডিটি আগে পর্যালোচনা করে পরে খেলাটি খেলা।

নোট

হ্যান্ডআউট
২২

না দেখে তারা তৈরী খেলা

১. খেলায় ৭ জন স্বেচ্ছাসেবী অংশ নেবেন। বাকিরা খেলার সময় কী হয় তা লক্ষ্য করবেন।

২. সব স্বেচ্ছাসেবীর চোখ বেঁধে ফেলা হবে, এরপর এই ৭ জন বৃত্তাকার দাড়াবেন।

৩. প্রশিক্ষকগণ ৩০ মিটার লম্বা (টুকরো করা) দড়ি বৃত্তাকারে, দাঁড়ানো স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যের মেঝেতে রাখবেন।

৪. প্রশিক্ষকরা সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে দলটিকে দড়িটি খুঁজে বের করে একটি নিখুত পাঁচকোনা তারা তৈরী করতে হবে। এবং এটি করতে হবে চোখ বাঁধা অবস্থায়।

৫. পর্যবেক্ষণকারীদেরকে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে হবেঃ

- প্রক্রিয়াটি কে শুরু করেছিল? কিভাবে?
- কে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং কিভাবে?
- কারা অনুসরণ করেছিল? কিভাবে

৬. ১৫ মিনিট পর বা তার আগেই যদি স্বেচ্ছাসেবীরা মনে করেন তারা কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন তবে তারা চোখের বাঁধন খুলে দেখতে পারেন যে তারা শেষ পর্যন্ত কি করেছেন।

- একসাথে কাজ করার নিয়ম কি মানা হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে?
- দলের সদস্যরা কি নিশ্চিত ছিল কী করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে?
- সিদ্ধান্তগুলো কে নিয়েছিল? কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল?
- দলের সদস্যরা নিজেদের ভেতর কিভাবে যোগাযোগ করেছে?
- সিদ্ধান্তগুলো কারা বাস্তবায়ন করেছে? কিভাবে ? ফলাফল কী হয়েছে?

৭. এরপর পর্যবেক্ষণকারীসহ পুরো দলটি ৫ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখিত ও নিচের বিষয়গুলোর উত্তর খুঁজবে:

- সিদ্ধান্ত ছিল একটি নিখুঁত পাঁচকোনা তারকা তৈরী করার। সিদ্ধান্তটি কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে?
- যদি দলটি একটি নিখুঁত পাঁচকোনা তারকা তৈরী করে থাকে, তাহলে কিভাবে করেছে? যদি চোখ বাঁধা অবস্থায় তারা কাজটি করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে কেন ব্যর্থ হল?
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং তারকা তৈরীতে তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগের ভূমিকা কী ছিল?
- কী করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে এ বিষয়ে দলের ভেতরে যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি কী ছিল? ফলাফল কী ছিল?
- কে যোগাযোগ রক্ষা ও তথ্য আদান প্রদান করছিল এবং কিভাবে? কে করছিল না? কেন?
- যোগাযোগ করা বা না করা কিংবা তথ্য আদান প্রদান করা বা না করা কিভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (অর্থাৎ তারকা তৈরী করা) কে প্রভাবান্বিত করেছে?
- এই খেলা থেকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা কী শিখতে পারি?

হ্যান্ডআউট ২৩

সুশাসন নীতিঃ স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতা মানে তথ্যের আদান প্রদান এবং মুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ।

এর জন্য প্রয়োজন তথ্যের অবাধ প্রবাহ। স্বচ্ছ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল গণ সিদ্ধান্তগ্রহনের স্বচ্ছ প্রক্রিয়া থাকা, কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য উন্মুক্ত প্রণালী থাকা, এবং বড় মাত্রায় তথ্যের সুপ্রাপ্তি। স্বচ্ছতা থাকলে স্টেকহোল্ডারগণ এমন সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন যা তাদের স্বার্থরক্ষা ও অবিচার রোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা থাকলে স্টেকহোল্ডাগণ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য সহজেই পেতে পারেন।

যেসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, সাংবিধানিকভাবে প্রতিকার চাওয়া বা তাদের অধিকার খর্ব করার প্রচেষ্টাকে দমন করবার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য তাদের জানা থাকাটা জরুরী।

গ্রামীন সমাজে সাধারণত মুখে মুখেই তথ্য ছড়ায়। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলো অবশ্য নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে তথ্য আদান প্রদান ও জনমত গঠনে সক্ষম। প্রথাগত সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো সাধারণত গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের কাছে তথ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করে থাকে, এমন কি অশিক্ষিতদের কাছেও। অবশ্য এমন উদাহরণও আছে যে, প্রথাগত কর্তৃপক্ষ নিয়মিত গ্রামবাসীর সাথে মত বিনিময় করে না, এবং বৈঠকের ফলাফল গ্রামবাসীকে জানায় না। এর ফলে অনেক গ্রামবাসী যোগাযোগ ও তথ্য প্রবাহের আওতার বাইরে থেকে যায়। প্রথাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ারও বাইরে থেকে যায়। এর ফলে তাদের গোষ্ঠীর ভিতরে ও বাইরে তাদের প্রয়োজন ও মতামত বিবেচনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয়ে যায়।

কিছু কিছু দেশে সাংবিধানিকভাবে তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া আছে, কিছু দেশে তথ্য আদান প্রদান ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আইনও প্রণয়ণ করা হয়েছে। এমনকি সরকারি সংস্থাগুলোর কাছে থাকা তথ্য নাগরিকদের জানার অধিকার দিয়েছে বেশ কিছু দেশ এবং আরো কিছু দেশ এ সংক্রান্ত খসড়া আইন তৈরী করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করতে যে তথ্য অধিকার প্রয়োজন তা সহজতর করতে যে কাজটি করা যেতে পারে তা হলঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা সমূহ সহজ ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে স্থানীয় ও জাতীয় ভাষায় সহজলভ্য করা। যেসব দেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিরক্ষর, সেখানে রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি গণমাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে নিরক্ষরগণও তথ্য পেতে পারে। এতকিছুর পরেও তথ্য সংগ্রহ ও অন্যের কাছে থাকা তথ্য পেতে অনেক স্টেকহোল্ডারকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। তার মানে হল, এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়।

গ্রামীন জনগোষ্ঠীর সমস্যা হল তাদের কাছে সীমিত বিকল্প থাকে যার মাধ্যমে তারা সরকারি বা বেসরকারি উৎস থেকে তথ্য পেতে পারেন। সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাগুলোতে প্রায়শই গ্রামীন জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে না, এমনকি যেসব গোষ্ঠীর ওপর তাদের সিদ্ধান্তের ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সরাসরি প্রভাব পড়বে তাদের ব্যাপারে জানার তাগিদও দেখা যায় না। ফলস্বরূপ স্টেকহোল্ডারগণ পরস্পরের প্রয়োজনগুলো সম্পর্কে ভালভাবে না জেনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে ফেলে। যদিও কিছুক্ষেত্রে সীমিত মাত্রায় অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহনের চর্চা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তথ্য এত দেরীতে পৌঁছে যখন কার্যত আর কিছুই করার থাকে না।

তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য বাজার সংক্রান্ত তথ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বরাদ্দ, প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের বন্টন, এবং আহরণ বা ব্যবহারের লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য থাকা খুবই জরুরি।

তথ্য ও স্বচ্ছতার অভাব আইন প্রয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, বিশেষত গ্রামীন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জানা থাকেনা কোনটি আইনত বৈধ এবং কোনটি অবৈধ, কারণ স্থানীয় ভাষায় এই আইনগুলো পাওয়া যায় না। এর ফলে অনুমান নির্ভরতা তৈরী হয়। ফলে সুযোগ সন্ধানীরা এর ফায়দা লোটে।

হ্যান্ডআউট
২৪

কেস স্টাডিঃ ই. আই. এ এবং স্বচ্ছতা

পরিবেশগত ঝুঁকি যাচাই (ই. আই. এ.) নীতি নির্ধারকগণকে কোন একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপনে সহায়তা করে। ই. আই. এ. একাধিক আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যথাঃ পরিবেশ আইন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি। এসব আইন অনুযায়ী কোন একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ ই. আই. এ চাইবে, যাচাই করবে এবং ঝুঁকি না থাকলে প্রকল্পের অনুমোদন দেবে। যদি প্রকল্পের উদ্যোক্তা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়, তবে তারা নিজেরাই ই. আই. এ. তৈরী করবে, যা যাচাই করবে পরিবেশ অধিদপ্তর। যদি কোন বেসরকারি সংস্থা প্রকল্পের উদ্যোক্তা হয় তবে তারাই ই. আই. এ তৈরী করবে যা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যাচাই করবে।

ই. আই. এ তৈরী করার মৌলিক প্রক্রিয়া সবগুলো আইনে একই রকম। রিপোর্টটি তৈরী হবার সাথে সাথে ই. আই. এ যাচাইকারি কর্তৃপক্ষ এর প্রাপ্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রধান ভাষাগুলোয় প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে নোটিশ দেবে। নোটিশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে ৩০ দিনের ভেতরেই এ ব্যাপারে কোন ওজর-আপত্তি থাকলে তা পেশ করতে হবে।

সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটি মহাসড়ক বানানোর উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে ই. আই. এ রিপোর্ট জমা দেয় পরিবেশ আইন অনুযায়ী। প্রস্তাবিত রুটটি একটি জলাভূমির মধ্য দিয়ে যায়, কিন্তু মানচিত্রে জলাভূমিটি দেখানো হয়নি।

সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটি বেসরকারি পরামর্শক কোম্পানীর মাধ্যমে ই. আই. এ রিপোর্টটি তৈরী করায়। রিপোর্টটি ইংরেজীতে তৈরী করা এবং পরবর্তীতে খুবই নিম্নমানের স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তরিত। রিপোর্টটি অতিমাত্রায় কারিগরি এবং অনেক গ্রাফ ও তালিকা সম্বলিত। তার ওপর এর কলেবরও বেশ বড়।

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, রাস্তা নির্মাণের ফলে যারা জায়গা হারাবে তাদেরকে সে বাবদ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের যে ক্ষতি হবে তা সরকারি ক্ষতিপূরণের হারের চাইতে অনেক বেশী।

পরিবেশ অধিদপ্তর এই ই.আই.এ রিপোর্টটি সংক্রান্ত নোটিশ খুব ছোট আকারে ছাপিয়েছিল যা অন্যান্য বিজ্ঞাপনের ভিড়ে খুঁজে পাওয়া দুস্কর ছিল। তাছাড়া এমন তিনটি পত্রিকায় এটি ছাপানো হয়েছে যাদের প্রচার সংখ্যা খুবই কম।

তারপরও ই.আই.এ রিপোর্টটির ওপর বেশ কিছু মন্তব্য পায় পরিবেশ অধিদপ্তর। এর মধ্যে কিছু মন্তব্য ছিল রাস্তাটি তৈরীর বিরুদ্ধে, কারণ এতে জলাভূমিটি ধ্বংসের মুখে পড়ে যাবে। আবার যারা বাজারমূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশা করছিল তারা মহাসড়কের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। পরিবেশ অধিদপ্তর একটি শুনানির আয়োজন করেছিল। কিন্তু এটি সম্পর্কে এত কম প্রচারণা চালানো হয়েছিল যে যারা রিপোর্টটির ওপর মন্তব্য দিয়েছিল তারা শুনানিতে উপস্থিতই হতে পারেনি।

পরিবেশ অধিদপ্তর ই.আই.এ রিপোর্টটি গ্রহণ করে মহাসড়কটির অনুমোদন দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে রিপোর্টটির ওপর করা মন্তব্যগুলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমলে নেয়া হয়নি।

দলীয় পর্যালোচনার জন্য কিছু প্রশ্ন ঃ

১. সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়নে তথ্য প্রবাহের ভুমিকা কী ছিল?

২. তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার দায়িত্বটি এক্ষেত্রে কার ছিল?

৩. এই কেসটিতে ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষ কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগ করেছে? যদি তাই হয়, তবে কিভাবে? এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান কি তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেছে? যদি তাই হয়, তবে এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর কী প্রভাব পড়েছে?

৪. তথ্য প্রবাহের কি কোন ইতিবাচক ভুমিকা ছিল? যদি তাই হয় তবে কিভাবে?

৫. তথ্য প্রবাহের কি কোন নেতিবাচক ভুমিকা ছিল? যদি তাই হয় কিভাবে?

৬. আপনি কিভাবে বুঝবেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগে যথাযথ স্বচ্ছতা আছে কিনা?

৭. সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার বাধা কী কী? সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার বাধা কী কী?
দলটি চাইলে অন্যান্য প্রশ্ন ও ইস্যু ও আলোচনা করতে পারে।

সেশন

১৪

সুশাসন নীতিঃ অংশগ্রহণ

সেশন

১৪

অধিবেশন

১৪ সুশাসন নীতি: অংশগ্রহণ

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে, প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনের প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণ বলতে কি বোঝায়;
- সিদ্ধান্তগ্রহণও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের বিভিন্ন ধাপসমূহ;
- সুশাসনে অংশগ্রহণ এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান বিশ্লেষণ;
- প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থবহ অংশগ্রহণে সমস্যা ও সুযোগ ব্যাখ্যা করা; এবং
- সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান এবং নীতির সাথে অংশগ্রহনের সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।

সময়:

২ ঘন্টা

সহায়ক সামগ্রী/সহায়িকা:

১. ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার

হ্যান্ডআউট:

১. হ্যান্ডআউট ২৫ সুশাসন নীতি: অংশগ্রহণ

২. হ্যান্ডআউট ২৬: অংশগ্রহণ সোপান

৩. হ্যান্ডআউট ২৭:

ভূমিকাভিনয়ের প্রেক্ষাপট: রেমন্যোয়ন এবং বেনথং

ধাপসমূহ

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে অধিবেশনের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা

২. সেশন ৫ থেকে অংশগ্রহণকারীদের স্টেকহোল্ডাদের সংজ্ঞা মনে করিয়ে দেয়া

৩. অংশগ্রহণকারীদের নিজ জাতীয় ভাষায় 'অংশগ্রহণ' বলতে কি বুঝায় এবং এর সহজবোধ্য অনুবাদ কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা।

৪. হ্যান্ডআউট ২৬ ও ২৭ বিতরণ করুন। অংশগ্রহণকারীদের পাঁচ থেকে ছয়টি দলে ভাগ করে একেকটি দলকে হ্যান্ডআউট ২৬-এ বর্ণিত অংশগ্রহন সোপানের এক একটি স্তরে দায়িত্ব দিন। উদাহরণস্বরূপ যদি তিনটি দল হয় তবে একটি দলকে ''তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে অংশগ্রহণ" স্তরের দায়িত্ব দিন। একই ভাবে আরেক দলকে ''আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণ"

এবং তৃতীয় দলকে ''মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণ স্তরের দায়িত্ব দিন। প্রতিটি গ্রুপ হ্যান্ডআউট ২৭-বর্ণিত অবস্থা ও ভুমিকার প্রেক্ষিতে তারা যে স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সে স্তরের নিজস্ব ভুমিকা উপস্থাপন করবে।

৫. প্রতিটি গ্রুপকে ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে নিজেদের মধ্যে বর্ণিত পরিস্থিতি ও করনীয় আলোচনা করার জন্য সময় দিন। প্রতিটি গ্রুপ অত:পর তাদের করণীয় করণীয় ভুমিকাভিনয় করে অপর গ্রুপগুলো সামনে উপস্থাপন করবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে অংশগ্রহণের প্রতিটি ধাপের প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা করুন। কিভাবে তারা প্রতিবন্ধকতা দূর করল তা আলোচনা করুন।

৬. সকল গ্রুপের ভুমিকাভিনয় শেষ হবার পর সাধারণ আলোচনার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলো সহায়তা করবে :-

- সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কার্যকরী অংশগ্রহণ আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন?
- সিদ্ধান্তগ্রহণে কার্যকরী অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা গুলো কি কি?
- বাস্তবায়নে কার্যকরী অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা গুলো কি কি?
- সিদ্ধান্তগ্রহণে কার্যকরী অংশগ্রহণের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- বাস্তবায়নের সময় কার্যকরী অংশগ্রহণের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?
- ভুমিকাভিনয়ের সময় অংশগ্রহণের বিভিন্ন বিষয়গুলোর প্রতিফলন ছাড়া শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আর কি বিষয় উঠে এসেছে।

৭. ২৫ নং হ্যান্ডআউটের বিষয়গুলোর সংক্ষেপে উপস্থাপনঃ সুশাসন নীতি ঃ অংশগ্রহণ, হ্যান্ডআউটের তথ্য দিয়ে শুরু করে ভুমিকাভিনয়ের হতে শিক্ষার্থীরা কি শিক্ষা গ্রহণ করলেন তা বর্ণনা করুন। প্রশিক্ষক অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহের উপর আলোচনা করবেন।

৮. সুশাসনে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণ এর ভূমিকা পুনরালোচনা করুন। আরো আলোচনা করুন কিভাবে সুশাসনের এই তিন মূলনীতি নিজেদের এবং অন্যান্য উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ :

- কোন কোন দেশে সংবিধিবদ্ধ আইন দ্বারা নারী ও সংখ্যালঘুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোন কোন দেশের জন্য আদৌ তা প্রয়োজন নয়।
- কোন কোন সমাজে প্রথাগত আইন নারী ও সংখ্যারলঘুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ সমর্থন করেনা। কিন্তু বিধিবদ্ধ আইন তা সমর্থন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। অর্থাৎ প্রথাগত আইনের বলে নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয় কিন্তু সংবিধিবদ্ধ আইনে এতে বাধা রয়েছে।
- স্বচ্ছতার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ দূর্বল হতে পারে। জনগনের কাছে যদি কোন খবরই না পৌঁছায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তবে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- প্রায়শই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অংশগ্রহণ জোরদার করার লক্ষ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয় অথচ এই সব প্রতিষ্ঠানের এই বিষয়ে হয়তো কোন দক্ষতাই নেই।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাদের গৃহিত সিদ্ধান্ত ও ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে। অনুরূপ স্টেকহোল্ডাররা যদি সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে তবে সবাই দায়ী থাকবে ফলাফলের জন্য।

প্রশিক্ষক এর জন্য উল্লেখ্য/বিবেচনীয়/করণীয় ঃ

প্রশিক্ষণের পূর্বে প্রশিক্ষক কোর্স পূবূ অনুশীলনী পর্যালোচনা করে দেখবেন সেখানে পর্যাপ্ত তথ্য আছে কিনা যা দ্বারা হ্যান্ডআউট ২৭-এ দেওয়া ঘটনার অনুরূপ পরিস্থিতি তৈরী করা যায়। এই পরিস্থিতি/আবহ পুরোটা একজন প্রশিক্ষণর্থীর প্রদত্ত তথ্য হতে তৈরী হতে পারে। অথবা একাধিক প্রশিক্ষণার্থীর অনুশীলনীতে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী হতে পারে।

নোট

হ্যান্ডআউট ২৫

সুশাসন নীতি: অংশগ্রহণ

সুশাসন এর প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণ বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে - সরাসরি উপস্থিত হয়ে অথবা বৈধ অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে কার্যকরী বা সংক্রিয় অংশগ্রহণ বোঝায়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে মাত্র দুই প্রকার স্টেকহোল্ডারের উপস্থিতিই মুলত কার্যকরী অংশগ্রহণের মুল অন্তরায়। এই দুই প্রকার স্টেকহোল্ডার হল-সরকার এবং বেসরকারি মহল যারা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করতে চায়। এরা সমাজের, সম্পদ নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ করে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সরকারি বা বেসরকারি পক্ষের তুলনায় স্থানীয় সর্বস্তরের জনগনের অংশগ্রহণকে পৃথিবীর অনেক দেশে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সমাজের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আসলে প্রথাগত আইনের প্রচলন হয় কারন এর বিধি নিষেধগুলো সামাজিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। প্রথাগত আইনে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রবীণদের নিয়মিত সভা বা মতবিনিময়ের সুযোগ থাকলে অংশগ্রহণ মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না।

এই প্রথাগত সামাজিক প্রক্রিয়া বা প্রচলনকে মডেল ধরে সবার অংশগ্রহণের ব্যাপারটি নির্বাচিত করা যেতে পারে-যেহেতু সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণে ব্যাপারটি পূর্ব থেকেই প্রচলিত। তবে কোন কোন দেশের প্রথাগত আইনে সবার অংশগ্রহণের বিষয়টি উৎসাহ দেওয়া হয়না বরং সমাজের কোন বিশেষ সদস্য, দল বা গোষ্ঠর অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনামের কিছু প্রাচীন তাঁতী গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত ও দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র বয়স্ক এবং দলনেতাদের ক্ষমতা থাকে। ফলশ্রুতিতে অনেক সিদ্ধান্ত এই দলনেতাদের বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে।

কোন কোন সমাজে নারী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। তাদের মতামতের কোন মূল্যই দেওয়া হয় না। উপরোক্ত উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পারি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী, ক্ষুদ্র জাতি বা সংখ্যালঘু, অনগ্রসর বা নিচু জাতিয় গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের মাত্রা ভিন্ন। কোন কোন দেশে দেখা যায় যে প্রথাগত আইনে নারী বা ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা না হলেও, বিধিবদ্ধ আইনে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। আবার এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনকানুন বা নীতি অংশগ্রহণের জন্য অনুকুলে থাকলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দেখা যায় না।

অংশগ্রহণের অন্তরায়সমুহ:

শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যক্তি বিশেষের সদিচ্ছার অভাবই কার্যকরী অংশগ্রহণের মূল অন্তরায় নয়। অন্যান্য অন্তরায় সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল :

- বিশেষ ক্ষমতাশীল স্বার্থন্বেষীদল যারা নিজেরা লাভবান হবে না এ আশংকায় অন্যদের অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ করে।
- অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাব।
- অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য পদ্ধতির অভাব।
- স্বচ্ছতার অভাব অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে তথ্যের আদান প্রদান বা যোগাযোগের অভাব।
- প্রকৃত জনগোষ্ঠীর (যেমন জেলে সম্প্রদায়) প্রতিনিধি না হয়েও সেই জনগোষ্ঠীর হয়ে অংশগ্রহণ করা।

- প্রকৃত প্রতিনিধি খুঁজে পাওয়া বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মতামত আদান প্রদানে উপকরনের অভাব।

- স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার দক্ষতার অভাব। এছাড়া স্থানীয়দের অংশগ্রহণ বেশী হলে প্রাকৃতিক সম্পদ হতে প্রাপ্ত সুফলের ভাগীদার বেশী হয়ে যাবে এ উপলব্ধি থেকে অনেক সময় অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

অংশগ্রহণ এবং আইনের প্রয়োগ:

পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ সুশাসনে আইনের প্রয়োগ দূর্বল অথবা কিছুটা দূর্বল যার কারনে প্রাকৃতিক সম্পদের কাছের জনগোষ্ঠী সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়না। অপরদিকে প্রথাগত আইনে সম্প্রদায়ের সকল সদসদ্যের অংশগ্রহণ মূখ্য যার ফলে তারা নিজেদের এবং একে অপরের উপর নজর রাখতে পারে।

তবে এটিও সমিচীন নয় যে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সকলেই আইন প্রয়োগে ভুমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলমান অবস্থা পরিবীক্ষণ করতে পারে। সংবিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ করতে সরকারি কর্মকর্তার পক্ষে সবজায়গায় যাওয়া সম্ভব হয়না, এ অবস্থায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী কোথাও কোন বেআইনী ঘটছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে পারবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে আইন প্রায়োগকারী কর্তৃপক্ষেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে।

হ্যান্ডআউট
২৬

অংশগ্রহণের সোপান

অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততার পর্যায়সমুহ অথবা ধাপ সমুহ ব্যাপক। প্রতিটি ধাপের কোনটিকে কি বলে তা জানা গুরুত্বপূর্ন নয় কারন বই বা নথিতে এসকল ধাপকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি ধাপকে চিহ্নিত করা এবং অপরটি থেকে পৃথক করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ, একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় অংশগ্রহণের মাত্রা কতটুকু হবে তা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে।

- অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য
- অংশগ্রহণের সময়সীমা
- অংশগ্রহন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে কোন পদ্ধতি আছে কিনা
- অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক এবং আইনি সমর্থন আছে কিনা
- অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে অনুকুল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের উপস্থিতি
- প্রয়োজনীয় লোকবল ও আর্থিক সহায়তা।

চিত্র : অংশগ্রহণের ধাপসমূহ

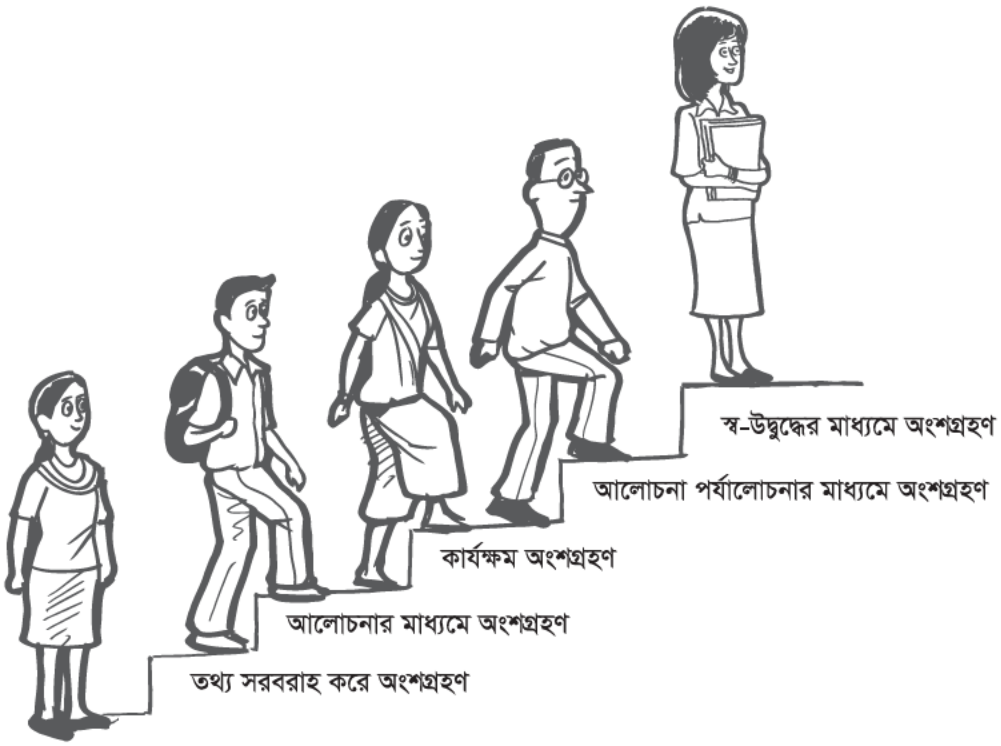

- অংশগ্রহণ করে না বা নিষ্ক্রিয় দল : এই পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাত্রা একবারেই কম। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত সমুহ সীমিত স্টেকহোল্ডার কর্তৃক গৃহীত হয়। অন্য স্টেহোল্ডারদের শুধুমাত্র সিদ্ধান্তগুলো জানিয়ে দেয়া হয় অথবা কি ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে তা জানিয়ে দেয়া হয়।

- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে অংশগ্রহণ: এই পর্যায়ের অংশগ্রহণের মাত্রা পূর্বের চেয়ে একটু উন্নত। কর্মকর্তাবৃন্দ সম্পদ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে তথ্য নেন এবং তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে থাকেন।

- আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণ: পূর্বের ধাপ হতে এই ধাপ এক সিড়ি উপরে। এই ধাপে শুধু তথ্য দিয়েই নয় সম্পদের ব্যবহারকারীগণ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে উপর মতামত দিয়ে থাকেন। এই প্রদেয় মতামত গুলোকে বিবেচনায় আনার বাধ্যবাধকতা সরকারি কর্মচারীর নেই। ফলশ্রুতিতে গৃহিত সিদ্ধান্তে প্রদেয় মতামতের প্রতিফলন থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে।

- কার্যক্ষম অংশগ্রহণ: অংশগ্রহণের এই ধাপ সাধারনত লক্ষ্য করা যায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভীষ্ঠ লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে দল বা অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হয়। এধরনের অংশগ্রহণ সাধারনত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঘটে থাকে না । গঠিত দলটি তাই কিছুটা অন্য উদ্যোক্তার উপর নির্ভরশীল অথবা স্বাবলম্বীও হতে পারে।

- আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণ : অংশগ্রহণের এই পর্যায়ে দেখা যায় যে সম্পদের ব্যবহারকারী এবং সম্পদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা সহ সকলে একত্রিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সম্ভ্যাব্য করনীয় চিহ্নিত করণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে থাকেন। সরকারি সংস্থা এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

- স্বউদ্বুদ্ধের মাধ্যমে অংশগ্রহণ : প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকারীরা এই পর্য্যায়ে নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের উদ্যোগে সম্পদের ব্যবস্থাপনায় আইন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে থাকে। সরকারি সংস্থা এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতেও পারে বা নাও পারে।

অংশগ্রহণ থেকে কি প্রত্যাশা করা যায় :

জনগণ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে নিম্নলিখিত ফলাফল আশা করা যায়।

- জ্ঞানের পরিধি, দক্ষতা বাড়ে, দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ঠ ধারণা হয় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে।
- গৃহীত কার্যক্রম গতিশীল, কার্যকরী ও টেকসই হয়
- জনগণ অধিকতর সচেতন হয়, সম্পদ ও সমস্যার উপর সম্যক জ্ঞান লাভ করে এবং যোগ্যতর সমাধান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।
- তথ্যের এবং দক্ষতার বিনিময় হয়ে থাকে।
- অংশগ্রহণ যখন জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সাথে যুগপৎ কাজ করে তখন সুশাসন আরো কার্যকরী হয় এবং সুফল বন্টনে সাম্যতা আসে।

অংশগ্রহণ কার্যকরী করার চ্যালেঞ্জসমুহ :

- অংশগ্রহণের ধারণাটি কোন কোন জাতিগোষ্ঠী বা দলের জানা নেই।
- নিজেদের কর্তৃত্ব খর্ব হবার ভয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার বা সংস্থা অংশগ্রহণে সহায়তা দেয় না ।
- অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া কিছু পরিমাণে সময়, অর্থ ও লোকবলের প্রয়োজন হয়ে থাকে ।
- অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়ন করতে কার্যকরী সহায়তার প্রয়োজন পড়ে।
- কার্যকরী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সময়ের প্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয় এবং এর ফলাফল পেতে সময় লাগে।
- অংশগ্রহণকারীদের আপস করার মনোভাব থাকতে হয় অন্যথায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কালক্ষেপন হয়।
- সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া অংশগ্রহণ সফল হয় না।

অংশগ্রহণ চর্চায় সুযোগ: আন্তর্জাতিক আইনে অংশগ্রহণের নীতি অন্তর্ভূক্ত আছে।

- কোন কোন দেশের আইনে অংশগহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- অংশগ্রহণের উপকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আরো বেশী করে কাজ করার পরিবেশ তৈরী হয়।
- সরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ বর্তমানে অংশগ্রহণকে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে না।
- অংশগ্রহনের সুফল দেখে অংশগ্রহণকারীরা আরো প্রেরনা পায়।
- স্টেকহোল্ডারগন নিজস্ব সময় এ সম্পদ ব্যবহার করে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে,
- অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কিভাবে সহায়তা করতে হয় তা শেখা হয়।

হ্যান্ডআউট
২৭

ভূমিকাভিনয়ের প্রেক্ষাপট: রেমনেঙ এবং বেনথং

রেমনেঙ এবং বেনথং একটি হাওরের পার্শে অবস্থিত থাইল্যান্ডের দুটি গ্রাম। হাওরটিকে সরকার সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা তথা রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে, যদিওবা হাওরটিকে কোন দেশীয় আইনের আওতায় রক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।

রেমনঙ এর গ্রামবাসীরা মুলত মৎস্যজীবী এবং বেনথং এর বাসিন্দারা হাওরের পাশে কৃষি এবং হাওরের ভিতর ও বাহিরে হতে ঔষধি এবং নল খাওড়া সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

এই সরকার হাওর অঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে চায়। পরিপ্রেক্ষিতে কোন পর্যায়ের রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করবে তার উপর সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেশের আইনে তিন প্রকারের এলাকা ঘোষণা করার বিধান আছে যথা : (১) সংরক্ষিত এলাকা : যেখানে কোন প্রকারের সম্পদের ব্যবহার বা প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়না; (২) জাতীয় উদ্যান : যে এলাকা শুধু মাত্র শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ও টুরিজ্যম এর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে (৩) টেকসই ব্যবহার এলাকা-যে এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবহার করা যাবে।

বেনথং এর বাসিন্দারা নল খাগড়া হতে তৈরী হস্তশিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার খুঁজে পেয়েছে। এছাড়াও হাওরে প্রাপ্ত এক ধরণের লতাপাতায় বহুবিধ ঔষধি গুণ খুঁজে পেয়েছে। জাতীয় একটি ঔষধ কোম্পানী যা ঔষধি গাছ পরীক্ষা করে দেখেছে এবং এ থেকে বাণিজ্যিকভাবে ঔষধ বানানো ও বাজারজাতকরণের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছে।

হাওরে প্রাপ্ত এক প্রজাতির মাছের শহরে অনেক চাহিদা। রেমনঙ এর বাসিন্দারা তাদের আয় বৃদ্ধি করছে মাছের যোগান দিয়ে কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদার যোগান দিতে দিতে মৎস্য সম্পদ উজাড় হবার আশংকা দেখা দিচ্ছে। রেমনেঙ এর বাসিন্দারা বিকল্প আয়ের পথ হিসেবে নলখাগড়ায় হস্তশিল্পের উপর আগ্রহী যেহেতু আন্তর্জাতিক বাজার পাওয়া গেছে।

সরকারের উপর দেশী ও বিদেশী সংস্থা চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেবার জন্য যেহেতু এই হাওরটি এক প্রজাতির পরিযায়ী পাখির শীতকালীন আবাসস্থল। পৃথিবীব্যাপী এই পাখির অবস্থান খুবই নাজুক-বিপদাপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। সরকার যদি সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয় তবে রেমনেঙের বাসিন্দারা তাদের প্রধান জীবিকার পথ হারাবে। বেনথং এর বাসিন্দারা যদিও কৃষি কাজ করতে পারবে কিন্তু রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে পারবে না যেহেতু ক্ষতিকর উপাদান হাওরের পানিকে দূষিত করে। অপরদিকে দেশী ও বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার চাপ আছে এই গ্রামের বাসিন্দাদের জীবিকার সুব্যস্থার জন্য।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে একটি সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসতে হবে।

গ্রুপের প্রতিটি সদস্য নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করবে:

- রক্ষিত এলাকা ঘোষনা করে থাকে এমন কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা
- রেমনেঙ এবং বেনথেং গ্রামের বয়স্ক অধিবাসী
- মৎস্যজীবী
- কৃষক
- নলখাগড়া ও বনৌষধী সংগ্রহকারী

প্রতিটি দলকে অংশগ্রহণ সোপানের এক একটি ধাপের দায়িত্ব দেয়া হবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত ধাপের প্রেক্ষিতে বর্ণিত অবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রুপ উল্লেখিত ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে। দলে যদি পাঁচজনের বেশী সদস্য হয় তবে একজন একাধিক ভূমিকাভিনয় করতে পারেন।

সেশন

১৫

সুশাসন নীতি: আইনের শাসন

সেশন

১৫

অধিবেশন

১৫ সুশাসন নীতিঃ আইনের শাসন

উদ্দেশ্য

অধিবেশনের শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে:-

- সুশাসন ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনের শাসন বলতে কি বুঝায়?
- নিজেদের ভাষায় আইনের শাসনের বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আইনের শাসন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা, সমস্যা ও সম্ভবনা
- সুশাসনের উপাদান ও অন্যান্য ভিত্তিনীতির সাথে আইনের শাসনের সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সময়:

১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

সহায়ক সামগ্রী :

১. ফ্লিপচার্ট
২. কার্ড
৩. মার্কার

হ্যান্ডআউট ২৮:

সুশাসন নীতিঃ
আইনের শাসন

হ্যান্ডআউট ২৯:
ভূমিকাভিনয়
কং থং পাহাড়
আইনের শাসন

ধাপসমূহ

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে অধিবেশনের উদ্দেশ্য আলোচনা এবং সেশন ১২-১৪-তে আলোচিত সুশাসনের তিনটি ভিত্তিনীতি পুনরালোচনা করা।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের আইনের শাসন বলতে কি বুঝায়, প্রশ্ন করুন ও কার্ডে তা লিখতে বলুন নিজেদের ভাষায়। ১৫-২০ মিনিট সময় দিন আলোচনা করে লিখতে।

৩. প্রশিক্ষক একটি ফ্লিপচার্টে আইনের শাসন বলতে প্রশিক্ষণার্থীরা কি বুঝেন তা লিখতে থাকবেন। যদি এক বা একাধিক প্রশিক্ষণার্থী আইনের শাসন বলতে আইনের প্রয়োগ (উদাহরণস্বরূপ) বলে থাকেন তবে সঠিক হয়নি বলুন এবং তাদের প্রশ্ন করুন কেন আইনের শাসন ও প্রয়োগ দুটি ভিন্ন বিষয় হতে পারে। এইভাবে আরো কাছাকাছি বিষয়ের সাথে পার্থক্য করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের মূল উদ্দেশ্য হল অধিবেশনের শুরুতেই প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয় বস্তুর উপর দখল যাচাই করা।

৪. হ্যান্ডআউট ২৮ অনুসারে বিষয়টির উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করুন । অতঃপর ২য় ও ৩য় ধাপে আলোচিত বিষয়গুলো হ্যান্ডআউটের আলোচনা সাপেক্ষে আরো বোধগম্য করার চেষ্টা করুন।

৫. ২৫ নং হ্যান্ডআউট প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে বিলি করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের ছোট গ্রুপে ভাগ করে আইনের শাসন বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতে বলুন। এই ক্ষেত্রে ২৯ নং হ্যান্ডআউটের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণে সাহায্য করবে।

৬. ৩০ মিনিট পর প্রতিটি গ্রুপ হতে একজন ব্যাখ্যা করবেন আরো কি আলোচনা করেছেন এবং বুঝেছেন ।

৭. ২৯ নং হ্যান্ডআউটের প্রশ্ন গুলো ছাড়াও নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করুন:-

- কং হং পাহাড়ের উপর কেস স্টাডি ছাড়াও প্রশিণার্থীদের প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী কোন প্রস্তুতিমুলক পড়া লেখায় আইনের শাসন বিষয়টি ছিল কিনা? থাকলে কি বিষয়ে ছিল।

- প্রশিক্ষর্থাণীরা কি তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারে যে সেখানে আইনের শাসন কাজ করে না। তার ফলশ্রুতিতে কোন কোন গোষ্ঠী/স্টেকহোল্ডার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

৮. হ্যান্ডআউট ২৮ অনুসারে সেশনের যে সারমর্ম হয় তা হলো:

- আইনের শাসন বলতে বোঝায় সমান আচরণ-রক্ষা এবং শাস্তি উভয় ক্ষেত্রে

- প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনে আইনের শাসন বলতে বুঝায় যে সমস্ত আইন কানুন দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় তা সবার জন্য, সব সময় সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- যে সমাজে আইনের শাসন প্রচলন আছে, সে সমাজে নিরাপত্তা বজায় থাকে

- আইনের শাসন তখনই প্রয়োগ ও বলবৎ থাকবে যখন :

    - আইনের সুস্পষ্ঠ প্রচারণা হয়;

    - আইনের পক্ষপাতমূলক প্রয়োগ হয় না;

    - আইনের কার্য্যকরী প্রয়োগ হয়;

    - আইনের বিষয় বস্তু পরিবর্তনের জন্য প্রনিধানযোগ্য ও আইনগত ভাবে প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি থাকে; এবং

    - নাগরিকরা যদি আইনকে ন্যায্য, সঠিক ও বৈধ বলে মনে করে এবং শ্রদ্ধাশীল হয়।

- সংবিধিবদ্ধ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে প্রায়শই যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয় তা হলো-জনগন জানে না কোন আইনটি তাদের ক্ষেত্রে বলবৎ হবে। এই অস্পষ্টতার কারণে তাদের জীবিকায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

৯. এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটবে সুশাসনের চারটি ভিত্তিনীতির উপর আলোচনা করে। পুনরালোচনা করুন ১২-১৪ সেশনের উপসংহার। আলোচনা করুন কিভাবে চারটি ভিত্তিনীতি একে অপরের সাথে এবং সুশাসনের তিনটি উপাদানের সাথে সম্পর্কিত।

জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং আইনের শাসন এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সুশাসনের উপাদানের সাথে ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ নিম্নরূপঃ

- সংবিধিবদ্ধ এবং প্রচলিত আইনের আওতায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু স্টেকহোল্ডার বিরূপ আচরণের শিকার হতে পারেন। এই বৈষম্য যদি আইনেই নির্হিত থাকে তবে একইভাবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব সময় একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষতির শিকার হবে। সংবিধিবদ্ধ বা প্রথাগত উভয় আইনেই পরিবর্তন আনা যায় তবে এর প্রক্রিয়া ভিন্ন।

- স্বচ্ছতা প্রাকৃতিক সম্পদ সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর যেভাবে সঠিক প্রয়োগে হয় তথ্যের সহজ প্রাপ্তি ঘটে থাকে স্বচ্ছতা আইনের শাসনকে সহায়তা করে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং প্রথাগত এবং সংবিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োগে সহায়তা করে।

- প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের দায়িত্ব সাধারণত প্রতিষ্ঠানের এবং তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে আইনগুলো সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

- যখন আইনের শাসন সঠিক ভাবে কাজ করেনা তখন প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারকারী বা স্টেকহোল্ডাররা আইনের বা অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির দারস্থ হতে পারে।

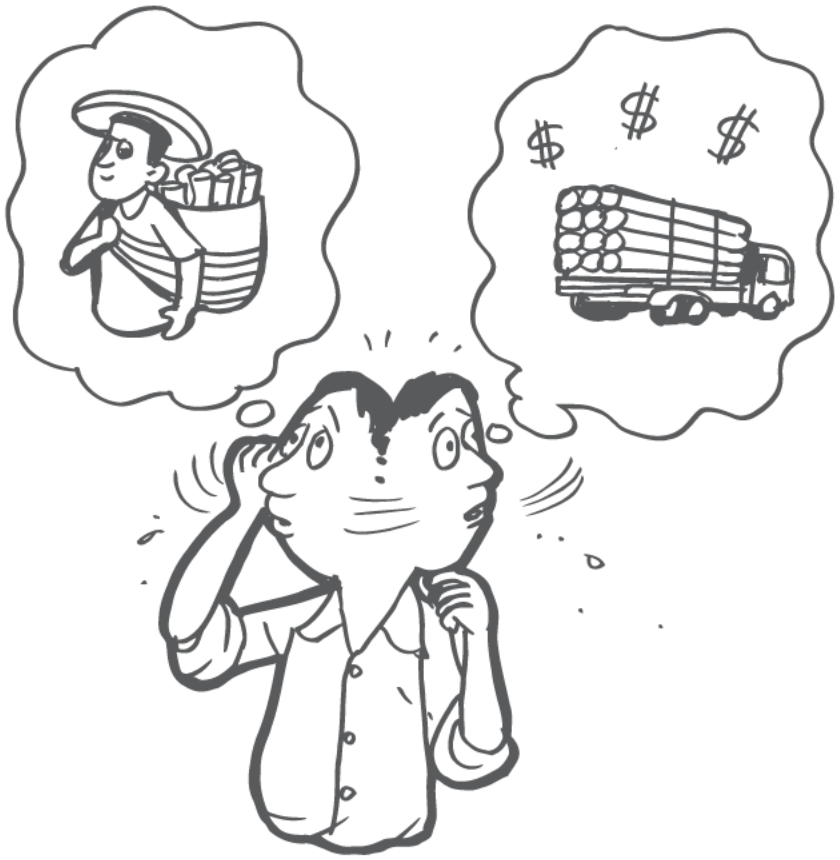

..... বৈষম্য যদি আইনেই নিহিত থাকে তবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবসময় একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষতির শিকার হবে.....

হ্যান্ডআউট
২৮

সুশাসন নীতি ঃ আইনের শাসন

আইনের শাসন বলতে বুঝায় সমান আচরণ রক্ষা ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমান ভাবে সবসময় সবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

সুশাসন নীতি শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগ বা শাস্তি বিধানের দিকে ইঙ্গিত করেনা। আইনের শাসন একই চোখে দেখার এবং নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করে। বিপদ হতে সুরক্ষা এবং অপরাধ করলে শাস্তির নিশ্চয়তা বিধিবদ্ধ বা প্রচলিত যে আইনেই হোক না কেন।

যেমন, সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে ধনী চেয়ারম্যানের ইটের ভাটা বা দরিদ্র গ্রামবাসীর ঘরের চুলার জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ অপরাধ যোগ্য শাস্তি হলে তার প্রয়োগ সবার ক্ষেত্রেই সমান হওয়া প্রয়োজন। ক্ষমতাবান, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জন্য আইনের প্রয়োগ লোক দেখানো হওয়া উচিত নয়। আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন পক্ষপাতমুক্ত আইন-যা প্রয়োগ করা যায় সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দ্বারা এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে। আইনের প্রয়োগ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে যখন;

- আইনের সুস্পষ্ট প্রচারণা হয়
- পক্ষপাত মূলক প্রয়োগ হয় না
- সঠিক প্রয়োগ হয়
- আইনের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের জন্য প্রনিদানযোগ্য ও আইনগত ভাবে প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি থাকে
- নাগরিকরা যদি আইনকে ন্যায্য সঠিক ও বৈধ বলে মনে করে এবং শ্রদ্ধাশীল হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক অর্থের উৎস হতে পারে যা আইন কানুনকে ভিন্ন ভাবে প্রয়োগে প্রলুব্ধ করতে পারে। দূর্নীতিগ্রস্ত সমাজে আইনের অসম প্রয়োগ হলে উৎকোচ বা ঘুষ না দেওয়া স্বত্ত্বেও মনে হবে যে অর্থের আদান প্রদান হয়েছে।

যে সমাজে আইনের শাসন থাকে, সেখানে সবাই আইন প্রয়োগের বিষয়ে সচেতন ও সাবধান থাকে। সমাজে আইনের শাসন যখন থাকে না তখন:

- শাস্তি বা জরিমানা শুধু বাইরের লোকের জন্য হয়, পরিবার সদস্য বা দলের লোকদের জন্য হয় না;
- প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের অধিকার (পারমিট) শুধু মাত্র ক্ষমতাশীল দলের লোকেরা পায়; এবং
- ধনীলোকদের চেয়ে গরীবদের উপর শাস্তির মাত্রা বেশী হয়।

সংবিধিবদ্ধ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে প্রায়শই যে দ্বন্দ্বের উৎভব হয় যখন জনগন বলতে পারে না কোন আইন কখন কিভাবে প্রয়োগ হবে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে গ্রুপের জেলেরা কোন খাল, নদী, বিল বা হাওর হতে আদিকাল হতে মাছ ধরে আসছে। গ্রামের সবাই জানে তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে মাছ ধরে। সংবিধিবদ্ধ আইন আবার প্রচলিত আইনকে সমর্থন করেনা এবং জলাধারটি লিজ দেবার নিয়ম তৈরী করে। তদুপরি কেউ লীজ নেবার চেষ্টা করে না যেহেতু এলাকায় বাসিন্দারা জানেন যে ঐ স্থান হতে গ্রামের জেলেরা মাছ ধরে ও জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামবাসীরা সংবিধিবদ্ধ আইন জানলেও মনে করে বাপ-দাদার আমলের প্রচলিত আইনের উপর সংবিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ হবে না।

হঠাৎ এক ব্যবসায়ী দেখলেন এই জলাধার হতে বাণিজ্যিক ভাবে মাছ ধরা সম্ভব এবং সে আইন অনুসারে টাকা জমা দিয়ে লীজ নেয়। অত:পর জোরপূর্বক স্থানীয় জেলেদের এই স্থান হতে মাছ ধরা বন্ধ করে দেয়। এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যবসায়ীকে সহায়তা দেয় এবং গ্রামে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের সমস্যা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় এবং শাসনে প্রায়শই দেখা যায়।

হ্যান্ডআউট
২৯

কেস ষ্টাডি ঃ কং থং পাহাড়ে আইনের শাসন

জনাব হোয়া গ্রাম হতে থানা অফিসে এসে ক্ষতিপুরণ দিয়ে মহিষকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন কারন দুই দিন আগে তিনি যখন পাহাড় হতে একটি গাছ নিয়ে বের হয়ে আসছিলেন তখন বনকর্মী তা বাজেয়াপ্ত করেন। কারন যে বন থেকে কাঠ কেটে নিয়ে আসা হয়েছে তা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যখন সরকার তা ঘোষণা করে গ্রামবাসীরা সংরক্ষিত এলাকা হলে তাদের জীবিকার উপর কি প্রভাব পড়বে তা বুঝতে পারেনি।

যা হোক হোয়া অনেক দিন ধরে পাহাড়ের এক গহীন পথ দিয়ে বের হয়ে আসত। বন প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমশই তা কঠিন হয়ে পড়ছিল। তাই বেশ কয়েকদিন ধরে হোয়া এক প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে আসছেন। ঘটনার দিন এক নতুন প্রহরী আসায় সে ধরা পরে। তবে তার ক্ষোভ বেশী এই কারণে যে তার কিছুক্ষণ আগেই গ্রামের চেয়ারম্যান একই পথ ধরে ঘুষ না দিয়েই বের হয়ে আসে কিন্তু প্রহরী তাকে আটকে দেয়।

হোয়ার সাথে থানাতে আরো এসেছে একই গ্রামের আরো তিন বাসিন্দা। তাদের সমস্যা অন্য। পাহাড়ের পাদদেশে তারা বংশ পরম্পরায় বসবাস করত। প্রত্যেকেই পাহাড়ী জমিতে চাষ করত। সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করার পর সরকারি কর্মকর্তারা গ্রামে এসে বলল যে তাদের জমি রেজিষ্টার করতে হবে এবং তার জন্য ফি দিতে হবে। অন্যান্য গ্রামবাসীর সাথে সাথে আগত দুইজনও ফি দিয়ে রেজিষ্টার করল ও প্রত্যেকে একটি সার্টিফিকেট পেল। অন্যজন রেজিষ্টার করল না কারণ সে বুঝতেই পারল না কেন বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত জমি রেজিষ্টার করতে হবে। এর মধ্যে ছয় মাস আগে শহর থেকে এক ব্যাক্তি এসে এই তিন গ্রামবাসীর জমি নিজের বলে দাবি করল এবং সেও একটি সার্টিফিকেট দেখালো। কোর্ট শহর থেকে আগত লোকের সার্টিফিকেট বৈধ বলে ঘোষণা করল। কারণ সরকারি কর্মকর্তারা এই তিন ব্যক্তিকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিল তা শুধু মাত্র জমি ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, জমি দেওয়া হয়নি। সরকারি কর্মকর্তারা সঠিকভাবে বুঝিয়ে বলেনি যে দুই ধরনের সার্টিফিকেট আছে-মালিকানার ও ব্যবহারের। এখন তারা তিন জনই জমিশূন্য।

গ্রুপে আলোচনার জন্য প্রশ্ন :

১. আইনের শাসনের প্রেক্ষাপটে কেসষ্টাডিতে বর্ণিত ঘটনার সমস্যা গুলো কি?

২. এ কেসে আইনের শাসন বজায় রাখার প্রবিন্ধকতাগুলো কি এবং কিভাবে তার উত্তরণ সম্ভব?

৩. বর্ণিত ঘটনায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারীর প্রেক্ষিতে আইনের শাসন বজায় আছে কিনা সেটি কিভাবে বোঝা যাবে?

৪. এক্ষেত্রে আইনের শাসন বজায় রাখার মূল প্রতিবন্ধকগুলো কি কি?

৫. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

সেশন

১৬

সুশাসনের উপাদান এবং নীতিমালাসমূহ: সমাপ্তি আলোচনা

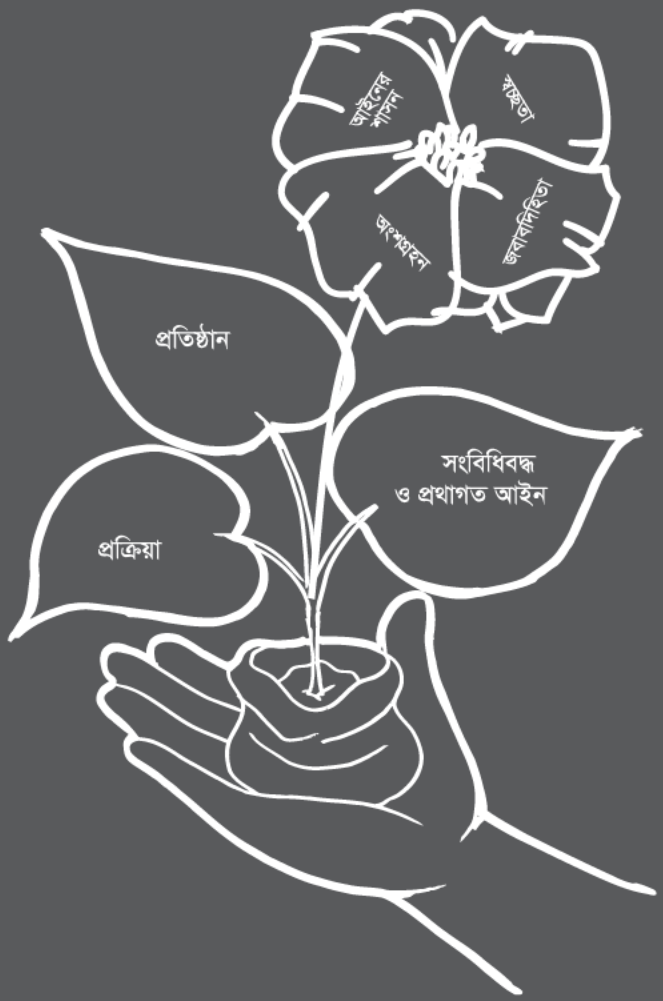

সেশন

১৬

অধিবেশন

১৬ সুশাসনের উপাদান এবং নীতিমালাসমুহঃ সমাপ্তি আলোচনা

উদ্দেশ্য

এই সেশনের শেষে, অংশগ্রহনকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝতে সক্ষম হবে:

- সুশাসনের উপাদান ও নীতি কিভাবে সম্পর্কিত এবং কিভাবে এই দুটি একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করা।

ধাপসমূহ

১. শিখনের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা। অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা করা যে, এই সেশনে তারা সংক্ষিপ্ত ভাবে সুশাসন উপাদান ও নীতির পর্যালোচনা করছে এবং সুশাসন চর্চা এদের সম্পর্ক আলোচনা করবে।

২. অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিম্নের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বলা।

- আপনার দেশে কি সুশাসনের সকল উপাদান এবং নীতি একই ভাবে ব্যবহৃত হয়?
- কোন নীতির কথা সবচেয়ে বেশি বলা হয় এবং ব্যবহার করা হয়? এবং কেন ?
- সুশাসনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ দেশ কি একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করেছে? কেন?

৩. অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, ''ভাল'' ''গণতান্ত্রিক'' বা অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে তাদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনী বা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সুশাসনকে বর্ণনা করতে। হ্যান্ডআউট ৩ অবলম্বনে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দিন এবং প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুশাসন উপাদান ও নীতি সম্পর্কে সর্বশেষ প্রস্তাব বা আলোচনা থাকলে উত্থাপন করতে বলুন। এটি হয়ত আবারো প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ ভাষায় সুশাসন নীতি কিভাবে অনুবাদ হয় সেই আলোচনা তুলে ধরবে।

সময়:

৩০ মিনিট

উপকরণ

১. ফ্লিপ চার্ট ও মার্কার
২. পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপণা

হ্যান্ডআউট ৩০:
শাসনকার্য পরিচালনারনীতি এবং সুশাসন

হ্যান্ডআউট
৩০

শাসনকার্য পরিচালনার নীতি এবং সুশাসন

সুশাসনের চারটি মূলনীতি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত স্বচ্ছতা জবাবদিহিতাকে এবং জবাবদিহিতা স্বচ্ছতাকে সহায়তা করে ভবিষ্যৎ অনুধাবন জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়।

শাসনকার্য হচ্ছে নিরপেক্ষতা মূল্যায়ন করা যা বিশ্লেষণ ব্যবহারের মাধ্যমে একে বর্ণনা করতে উৎসাহিত করে। যার ফলে, শাসনের অনেক উদাহরণ বলতে বোঝায় গুণ, সুশাসন, প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক সুশাসন। শাসনের যেমন অনেক সংজ্ঞা আছে, তেমনি সুশাসন কি সে সম্পর্কেও অনেক বর্ণনা আছে। এটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সুশাসন থেকে শাসনকে আলাদা করে বর্ণনা করতে একটা প্রবণতা তৈরী করে। শাসন নিজেই গতিশীল, নব্য এবং বিশ্লেষণের ব্যবহার সম্বলিত। ১৯৯৭ সালে UNDP "গনতান্ত্রিক সুশাসন" এর কথা উলেখ করে সেই একই সংজ্ঞা দিয়ে যা তারা একই সালে সুশাসনের জন্য ব্যবহার করেছিল। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (USAID) গণতান্ত্রিক শাসনের কথাই ব্যবহার করে। USAID এর মতে, সুশাসনের জন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে গণতন্ত্র দরকার নেই কারণ গণতন্ত্রের অধীনেও খারাপ শাসন হতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশে সুশাসনের জন্য ভবিষ্যৎবাণী করতে যেসব মাপকাঠি তুলে ধরা হয়, তা আসলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের ফলাফল।

যেহেতু উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে সেজন্য সুশাসন গঠনে প্রধান মাপ কাঠিগুলো এখন প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তা থেকে একাধিক ক্ষেত্রে পূর্ণগঠনের কাজ করা হচ্ছে, যাদের প্রত্যেকেরই শাসন সংক্রান্ত নিজস্ব সংজ্ঞা এবং পদ্ধতি আছে।

এজেন্ডা বিস্তৃতির ফলে সরকার এবং সমাজের জন্য সুশাসনের মাধ্যমে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এক বিশেষজ্ঞ আরো বাস্তবসম্মত উপায় হিসেবে "যথেষ্ট ভাল শাসন" ধারনা প্রস্তাব করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, একটি দেশ অনেকগুলো পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

নেদারল্যান্ড সরকার অনুমোদিত একটি গবেষণা সুশাসনের আলোচনাসূচী কমানোর সুপারিশ করেছে। এখানে তুলে ধরা হয় যে, অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সুশাসনের সাথে আরোপিত যেমন স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ এবং দায়বদ্ধতা।

সেজন্য কোন দেশের লক্ষ্য রাখা উচিত কি করা হচ্ছে এবং এর ভিত্তিতে সুশাসন তৈরীর কাজ করতে হবে। বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোর আরেকটি কারণে শাসনকার্যকে সুশাসন হিসেবে বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকে, তা হচ্ছে অনেক বছর থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে সুশাসন মানেই হচ্ছে দূর্নীতির অনুপস্থিতি, যা শাসনকার্যের মূলনীতিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়।

সম্প্রতি দশ বছর আগে, সুশাসনকে প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে শাসনকার্যকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝাতে, যেখানে কোন দূর্নীতি নেই।

বর্তমানে শুধুমাত্র বিশ্বব্যাংক এবং আফ্রিকান ডেভেল্পমেন্ট ব্যাংক শাসন কার্য পরিচালনায় দূর্নীতি নিয়ন্ত্রণকে সুশাসনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিয়েছে। যদিও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক তাদের তালিকায় এটা ধরেনি। ২০০৯ সালের ঋণ প্যাকেজের মধ্যে সুশাসন ক্রিয়া আবশ্যক ছিল যা শুধুমাত্র দূর্নীতির নিয়ন্ত্রনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এই বিবর্তন থেকে শিখতে হবে যে শাসনকার্যকে বর্ণনা করতে বিশ্লেষণের ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। এই বিষয়গুলোকে প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে উপস্থাপন করতে হবে।

সুশাসন কি? এর প্রাথমিক উপাদান এবং নীতিগুলো কি? এই উপাদান এবং নীতিগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় যাতে সমাজের সকলে বুঝতে পারবে কিভাবে তাদের নিজেদের অবস্থার সাথে সেগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়?

ইউ এন ই এস সি এ পি এর মতে, সুশাসন সংগ্রামের জন্য আদর্শ। কোন সমাজ তার শাসন ক্রিয়ায় কোন আদর্শগুলো তুলে ধরে এবং ভবিষ্যতে এর চর্চার জন্য কি দরকার বলে মনে করে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই সবসময় একই রকম শাসনপদ্ধতি অনুকরণ করে না। একই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই নিয়ে মতভেদ আছে যে, শাসনকার্য পরিচালনার আদর্শ কি হবে এবং কি পদক্ষেপ গ্রহন করার মাধ্যমে আদর্শ শাসন পরিচালনা করা যাবে।

সেশন

১৭

সুশাসন উপাদান এবং নীতিমালা : আইনের শাসন

সেশন

১৭

অধিবেশন

১৭ সুশাসন উপাদান এবং নীতিমালা : ভূমিকাভিনয়

সময়:

১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ

১. ফ্লিপ চার্ট , কার্ড ও মার্কার
২. স্টেকহোল্ডারদের জন্য নামের ট্যাগ

হ্যান্ডআউট:
হ্যান্ডআউট ৩১:

ভূমিকাভিনয়

হ্যান্ডআউট ৩২: প্রতিটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপের জন্য পটভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই সেশনের শেষে, সকল অংশগ্রহনকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্যক বুঝতে পারবে:

- সুশাসনের উপাদান ও নীতিসমূহ কিভাবে সম্পর্কিত এবং কিভাবে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করা।

ধাপসমূহ

১. শিখনের উদ্দেশ্যগুলো পর্যালোচনা করুন।
অংশগ্রহণকারীদেরকে ব্যাখ্যা করুন যে তারা এই সেশনে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করবে কিভাবে সুশাসনের উপাদান ও নীতিসমূহ একে অপরকে প্রভাবিত করে।

২. হ্যান্ডআউট-৩১ অংশগ্রহণকারীদেরকে পড়তে দিন এবং এরপর পুরো দলকে সংক্ষিপ্ত ভাবে আইনের শাসন সম্পর্কে ধারনা দিন।

৩. ভূমিকাভিনয়ের ধাপগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিন ঃ

ক) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী পুরো দলকে পানি ব্যবস্থাপনার দুইজন অফিসার নির্বাচন করতে বলুন।

খ) পানি কর্তৃপক্ষের দুইজন অফিসার আদালতে প্রকাশ্য শুনানির ঘোষণা পড়ে শোনাবে।

(গ) অংশগ্রহণকারীরা প্রভাবিত স্টেকহোল্ডারদেরকে এই গল্প থেকে সনাক্ত করবে এবং প্রতিগ্রুপ থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি মনোনীত করবে। প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দেবে যে, এখানে উল্লেখিত সকল স্টেকহোল্ডারদের চরিত্র যোগ করতে হবে। যদি তারা না করে, প্রশিক্ষক তাদের পুনরায় মনে করিয়ে দেবে এবং এই কাজ করা নিশ্চিত করবে। প্রশিক্ষক এই নির্দেশিকা দেবে যে, এটি একটি অহরহ ঘটনা যে, সমাজের যাদের দৈন্য এবং দূর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা তাদেরকে আলোচনাপর্ব থেকে বাদ দেয়া হয়, অথচ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন এর জন্য সমাজের সকল শ্রেনীর অংশগ্রহণ দরকার।

যখন একটি শ্রেনীর গ্রুপ চিহ্নিত হবে, অংশগ্রহনকারীগণদেরকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দিতে হবে। এই গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য শুনানীর জন্য প্যানেলের সদস্যদেরকে রাখতে হবে। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দলের জন্য, দলপ্রতি, পটভূমির তথ্য সম্বলিত হ্যান্ডআউট ৩২ বিতরণ করতে হবে।

একটি শ্রেনীর/stakeholder গ্রুপকে ঐ গ্রুপের চরিত্র করার জন্য তথ্য দেয়া হবে। stakeholder এর একটি গ্রুপের তথ্য অন্য গ্রুপের কাছে গোপন থাকবে। প্রতিটি গ্রুপের নিজস্ব পটভূমিকা/ তথ্য তাদেরকে একটি নিজস্ব ধারণা দেবে যাতে তারা প্রকাশ্য শুনানীতে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ দলের প্রয়োজনীয়তার সাথে মানিয়ে প্রশিক্ষককে এই তথ্য পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে।

(ঘ) প্যানেলের শুনানীতে যারা প্রতিনিধিত্ব করার ভূমিকা পালন করবে এবং দুইজন যারা পানি বোর্ডের/কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে তারা অন্য গ্রুপের কথা শুনতে পারবে না।

(ঙ) প্রতি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারীদের একটি করে নাম থাকবে। নিজস্ব ভাবনা থেকে প্রতিটি গ্রুপের প্রতিনিধিদের নামকরণ করতে পারেন যাতে তার ভূমিকা প্রকাশ পাবে। নামগুলো মজার হতে পারে। প্রতি নাম ট্যাগের মধ্যে নাম এবং সুস্পষ্টভাবে স্টেকহোল্ডার গ্রুপের নাম উল্লেখ থাকবে।

প্যানেলের অংশগ্রহণকারীগন পেশাদারীত্বের পটভূমিকা এবং তাদের একটি মজার নাম দিতে পারে এবং তা তাদের নাম ট্যাগেও লিখতে পারে।

(চ) প্রতিটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ ২০ মিনিট করে পাবে অবস্থান নিশ্চিত করতে, যে পানি আইনের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীর প্রতিটি গৃহীত হবে কিনা।

(ছ) যখন সুবিধাভোগী বিভিন্ন গ্রুপগুলো তাদের যুক্তিগুলো সাজাচ্ছে, তখন প্যানেলের সদস্য এবং পানি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা হিসেবে যেসব অংশগ্রহণকারীরা ভূমিকা পালন করবে তারা স্থান নির্বাচন করবে যেখানে প্রকাশ্য শুনানী হবে।

(জ) ২০ মিনিটের প্রস্তুতি সময়ের শেষে, পানি কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি প্রকাশ্য শুনানী শুরুর ঘোষণা দেবে এবং নিয়ম তৈরী করতে হবে।

(ঝ) পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সেইসব দলের নাম ঘোষণা দেবে, যারা নিবন্ধিত এবং প্রকাশ্য শুনানীতে তাদের অবস্থান বর্ণনা করেছে এবং প্যানেলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেবে। (প্রশিক্ষকগণ পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদেরকে সকল স্টেকহোল্ডারের একটি নামে তালিকা দেবে যারা বিবৃতি তৈরী করবে)।

(ঞ) পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের গ্রুপ থেকে একজন প্রতিনিধিকে তাদের গ্রুপকে তুলে ধরার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে। বিবৃতি প্রদানের জন্য ৫ মিনিট সময় দেয়া হবে। উপস্থাপনার পর বিবৃতির তথ্য যাচাই এর জন্য সুযোগ দিতে হবে।

(ট) সব বিবৃতি দেয়া শেষ হলে, পানি কর্তৃপক্ষ সংশোধনী এবং বিবৃতির উপর সকল স্টেকহোল্ডার এবং সব প্যানেলের সদস্যের মধ্যে ৩০ মিনিটের বিতর্কের আয়োজন করবে। পানি কর্তৃপক্ষ তখন প্যানেলকে নির্দেশ দেবে পানি আইনের খসড়া সংশোধনীর প্রতিটি বিধানের উপর ভোট দিতে এবং পরবর্তীতে সংশোধনীর জন্য নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে।

(ঠ) প্যানেলের সদস্যরা প্রত্যেক বিবৃতির পর তাদের প্রশ্ন করবেন।

(ঢ) পানি কর্তৃপক্ষ প্যানেলের কাছ থেকে ভোটের ফলাফল এবং অতিরিক্ত পরামর্শ ঘোষণার মধ্য দিয়ে জানাবে।

(ড) ৩০ মিনিটের বিতর্কের পর, পানি কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে বিভিন্ন দিক তুলে ধরবে।

(ন) পানি কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি প্রতিটি বিবৃতি এবং প্যানেলের সদস্যদের কাছে থেকে প্রধান বক্তব্যগুলো নথিভুক্ত করবে অথবা পর্দায় তুলে ধরবে। নোটগুলো শোনার পুরো সময়ের পাশাপাশি দেখাতেও হবে।

(ত) পানি সরবরাহকারীরা এবং কাঠের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বে পানি কর্তৃপক্ষের সাথে একটি সাক্ষাৎপর্বে তাদের সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করবে এবং নিজস্ব যুক্তি স্থাপন করবে। প্রকাশ্য শুনানীর আগে পানি কর্তৃপক্ষ এটি প্রকাশ করবে না যে, দুইটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ এগুলোর সাথে পরিচিত। অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিদের জন্য পটভূমির তথ্যাবলী এগুলো ব্যাখ্যা করবে এবং প্রকাশ্য শুনানীর সময় তাদেরকে স্বচ্ছতার অভাবের বিরেধিতা করতে বলবে।

পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা জানে যে, তারা সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে ব্যক্তিগত সভা সম্পর্কে জানায়নি, কিন্তু তারা এটা জানে না যে, অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিরা স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে প্রতিবাদ করতে বলেছে। পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা সকল প্রতিবাদের সাড়া দেবে এবং জনগণের পরামর্শ পর্ব চালিয়ে যাবে।

প্রশিক্ষক নিশ্চিত করবে যে, তিনটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ শহুরে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রুপ, সেচের ব্যবস্থা করতে ভূমি সম্প্রদায় প্রতিনিধি গ্রুপ এবং উচ্চভূমিতে বসবাসরত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রুপ সবাইকে বুঝতে হবে যে, যেহেতু এখানে জনগনের পরামর্শ পর্বের পূর্বে পানি সরবরাহকারী এবং কাঠের বানিজ্যিক সংস্থার ব্যক্তিগত সভা হয়েছে এবং ঐ সভার তথ্য প্রকাশ করা হয়নি, সেহেতু তাদেরকে এর প্রতিবাদ করতে হবে। এই তিনটি গ্রুপ নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিতে পারে। কার পর কে প্রতিবাদ জানাবে।

৪. ভুমিকাভিনয়ের পর প্রত্যেককে নিচের প্রশ্নগুলোর উপর একে একে আলোকপাত করতে বলুন:

- প্রকাশ্য শুনানীর সময় আপনার স্টেকহোল্ডার গ্রুপ কেমন অনুভব করেছে এবং কেন (প্রতিটি গ্রুপ)?
- পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা এই অবস্থা কিভাবে আয়ত্তে রাখবে, যখন প্রকাশিত হবে যে দুইটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ পানি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বে দেখা করেছে? এই অবস্থার সমস্যাটি হচ্ছে সুশাসনের মূলনীতির স্বচ্ছতা।
- এই অবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের শাসনের সাথে কোন বিষয়গুলো বেশি সংশ্লিষ্ট?
- সুশাসনের উপাদান এবং মূলনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি এবং এর প্রভাব কি?
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এই শাসন পরিস্থিতির কি প্রভাব পড়তে পারে এবং কেন?
- সুশাসনের উপাদান ও নীতির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের কি বলা হচ্ছে?
- আপনি কি আপনার প্রসঙ্গ এবং পূর্ব নির্ধারিত কার্যধারার মধ্যে একই বিষয় দেখতে পারছেন? কেন তারা একই রকম?
- এই ভূমিকা আপনাকে প্রাথমিক কি ধারনা দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন যা আপনার নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন?

৫. সুশাসনের উপাদান ও নীতিগুলো যেভাবে একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার উপায়গুলো হচ্ছেঃ

- ভুমিকাভিনয়ের বর্ণিত অবস্থা প্রক্রিয়ার অংশ যা আইনের সংশোধনী আনে।
- রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি/সংবিধান (রাষ্ট্রের প্রাথমিক আইন) আইন সংশোধনীর জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পরামর্শগ্রহণের দ্বারা স্বচ্ছতা প্রবর্তন করে।
- পানি কর্তৃপক্ষ এই প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য করার জন্য দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান।
- স্টেকহোল্ডার গ্রুপ চেষ্টা করে যাবে, যেন পানি কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকে যে কেন তারা স্বচ্ছ থাকেনি এবং কাঠ ব্যবসার সংস্থা ও পানি সরবরাহকারীদের সাথে প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বেই কেন আলাদাভাবে সভা করেছে?

হ্যান্ডআউট
৩১

ভূমিকাভিনয়:
টেকসই কৃষি, পানির মূল্য এবং গাছকাটা নিষিদ্ধকরণ

নামবান রাষ্ট্র-একটি উপজাতীয়তাবাদী সরকার-এর পানি আইন পরিবর্তন করতে যাচ্ছিল। দেশটির সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রের পানি কর্তৃপক্ষ সংশোধনীর খসড়াপ্রণয়নের জন্য দায়বদ্ধ যা কিনা অনুমোদনের জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রের সরকারের কাছে নিবেদন করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী সরকারি কর্তৃপক্ষ আইন বিষয়ক দলিলাদি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সময় প্রভাবিত জনগনের সাথে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে।

কখনো কথনো বিধানসভার কাজে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার পূর্বে একটি প্রক্রিয়ার ভেতর একের অধিক শুনানী থাকে। শুনানী একটি বিচারালয় প্রস্তুত করে যেখানে স্টেকহোল্ডারগণ-যেমন বেসামরিক সম্প্রদায় গ্রুপ, বেসরকারি বিভাগ, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা এবং অনেক সময় আইনসভার সদস্যরা-যারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত-তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য থেকে বর্তমান অবস্থা এবং বিবেচনা জানানোর সুযোগ পেয়ে থাকে।

পরপর দুইটি বৃষ্টিহীন বছরের পর রাষ্ট্রের গ্রাম ও শহুরে এলাকায় পানি সরবরাহের যে সমস্যা, তার ফলশ্রুতিতেই পানি আইন সংশোধনের প্রবর্তন। রাষ্ট্রের সরকার এবং পানি কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের জনসাধারণের জন্য পানি নিশ্চিত করতে প্রচন্ড চাপের মুখে থাকে। পানি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে একদল বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী, একজন অর্থনীতিবিদ, একজন পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এবং একজন প্রাকৃতিক সম্পদের আইনি বিশেষজ্ঞ একটি অনুশীলন পরিচালনা করে। অর্থবছরের অনুসন্ধান শেষে, বিশেষজ্ঞ দল একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছিল, যেখানে রাষ্ট্রের পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ধারনা দেয়া হয়:-

১. অটেকসই চাষাবাদ কাজ এবং অপরিকল্পিত গাছ কাটা বন্ধ করে পানি সম্পদ রক্ষা করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তাদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য পানি ব্যবহারের রাজস্ব আয় থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২. পানি কর্তৃপক্ষে ধার্য্যকৃত মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে যেন অপ্রয়োজনীয় পানির ব্যবহার কম হয়।

৩. পানি সরবরাহের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে হবে এবং আরো বেশি করে জলাধার নির্মাণ করার মাধ্যমে পানি সংরক্ষণাগারের ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। উচুঁভূমির জন্য বিশেষজ্ঞ দল দুইটি জলাধার প্রস্তাব করে।

৪. সেচের ব্যবহার এবং সুবিধাগুলো বাড়াতে হবে যেখানে ৭০% পানির ব্যবহার হয় এবং এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে পানির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

পানি কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনের উপর কাজ করে এবং পানি আইন সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠন করলো। এই কমিটি পানি আইনের সংশোধনের জন্য প্রথম একটি খসড়া তৈরী করে। খসড়াটিতে নিম্নলিখিত শর্ত ছিল:

- সংশোধিত ধারা ২৩, পানির মূল্য পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পানি কর্তৃপক্ষকে পানির মূল্য ২০% পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য সক্রিয় করতে হবে।

- সংশোধিত ধারা ২৪, পানি কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেয়া, যেন তারা অধিক জলাধার নির্মানের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

- নতুন বিধান ২৭, উচ্চভূমিতে, সংরক্ষণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত করা যাতে করে সেখানে পানির উৎস তৈরী হয়। এই সংরক্ষিত এলাকায় পর্যায়ক্রমিক চাষাবাদ এবং গাছ কাটা সীমাবদ্ধ থাকবে।

- নতুন বিধান ২৮, পানি সেচের ক্ষেত্রে পানির যথাযথ ব্যবহারের উপর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এই নতুন বিধানে সেচ সুবিধা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রবেশাধিকার বজায় রাখার জন্য সেচের গতিপথ এবং সেচ সমবায় উন্নয়নের জন্য যৌথ সরকার এবং সম্প্রদায়ের বিনিয়োগ থাকবে।

- শহরাঞ্চলে রাষ্ট্রের পানি সরবরাহকারী হচ্ছে বেসরকারি কোম্পানী। সমতলভূমিতে যেখানে রাষ্ট্রের প্রধান চাষাবাদ উৎপাদন নির্ভর, সেখানে সেচের পানি সরবরাহ রাষ্ট্রের সরকার এবং গ্রামীন সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত হয়।

পাহাড়ী এলাকায় পানি সম্পদের যেখানে উৎপত্তি, সেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ঝুম চাষ করে এবং মূল্যবান গাছ কেটে নগদ টাকা আয় করে। নিম্নাঞ্চলের কাঠের বানিজ্যিক সংস্থাগুলো গাছ কাটার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করে।

পানি কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী একটা প্রকাশ্য শুনানীর ব্যবস্থা করবে যেখানে প্রতিটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ অবশ্যই তাদের বক্তব্য তুলে ধরবে।

প্রস্তাবিত পানি আইনের সংশোধন স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রতিটি স্টেকহোল্ডার তাদের বক্তব্য প্রকাশ্য শুনানীতে তুলে ধরবে।

হ্যান্ডআউট
৩২

ভূমিকাভিনয় ঃ
প্রতিটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপের পটভূমিকা

প্রতিটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপের পটভূমিকা তথ্যাবলী শুধুমাত্র সেই গ্রুপের প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যেই জানানো হবে।

নোট

পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি

রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী কোন নতুন আইন প্রস্তাবের সময় অথবা পূর্ববর্তী কোন আইন সংশোধনের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ্য শুনানীর আয়োজন করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে পানি আইন সংশোধনের জন্য একটি অনুশীলন পরিচালনা করা হয়েছে। এই অনুশীলনের মন্তব্য অনুযায়ী সংশোধনীর একটি খসড়া তৈরীর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই কমিটি পানি আইনের সংশোধনীর প্রথম খসড়া তৈরী করেছিল। খসড়াটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত:

- সংশোধিত ধারা ২৩, পানির মুল্য পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন হবে এবং কমিটি সুপারিশ অনুযায়ী পানি কর্তৃপক্ষ পানির মূল্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করবে।
- সংশোধিত ধারা ২৪, আরও জলাধার নির্মানের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব করার জন্য পানি কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করা হবে।
- নতুন বিধান ২৭, উচ্চ ভূমিতে একটি সংরক্ষণ অঞ্চল তৈরী করা হবে যেখানে পানির উৎস থাকবে। অত্র এলাকায় গাছ কাটা বা পর্য্যায়ক্রমিক চাষাবাদ সীমিত করা হবে।
- নতুন বিধান ২৮, প্রকৃত পানি চাহিদার ভিত্তিতে সেঁচের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এই নতুন বিধানে সরকার ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর যৌথ বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে যাতে করে সেচ খালগুলো উন্নত করা যায় এবং সেচ সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা করা যায়।

রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, পানি আইনের সংশোধনী তৈরীর পূর্বে পানি কর্তৃপক্ষ একটি প্রকাশ্য শুনানীর আয়োজন করে। তারপর তা রাষ্ট্রের বিধানসভায় বিবেচনা ও বিধিবদ্ধকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

পানি কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রকাশ্য শুনানীর নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি সকল অংশগ্রহণকারীকে পড়ে শোনাবে:

"এই প্রকাশ্য শুনানীর উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবিত খসড়ার উপর জনগণের মতামত সংগ্রহ করা। প্রভাবিত জনগোষ্ঠীকে সংশোধনীর স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে এবং বক্তব্যের প্রমাণ ধরার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বক্তব্য লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। লিখিত বক্তব্য অবশ্যই পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের কাছে দিতে হবে"।

প্রকাশ্য শুনানী সভার কার্যবিবরনী নথিভুক্ত করা হবে এবং প্রতিলিপি তৈরী করা হবে, যেন মৌখিক বক্তব্যগুলোও লিখিত আকারে থাকে।

শুনানী দুপুর ২টায় সিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে। কোন দল ২:৩০ এর পর ঢুকতে পারবে না।

পানি কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ্য শুনানীর জন্য নিমক্তে প্রক্রিয়াগুলোর প্রতি দৃঢ়সংকল্প থাকতে হবেঃ

১. প্রকাশ্য শুনানীর ঘোষণা

২. প্রকাশ্য শুনানীর সময় দলের নিয়ামাবলী,
   - চেয়ারপারসন যখন আপনাকে নির্দেশ করবে তখনি কথা বলুন।
   - যারা বক্তব্য দেবে, তারা প্যানেল এবং অন্যদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেবে।
   - সুস্পষ্টভাবে আপনার অবস্থান এবং বক্তব্য তুলে ধরুন

৩. প্রকাশ্য শুনানীতে যারা বক্তব্য তুলে ধরবে তাদের নামগুলো ঘোষণা দিন। (প্রশিক্ষক পানি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদেরকে একটি নামের তালিকা দেবে যেখানে যারা বক্তব্য দেবে তাদের নাম থাকবে)।

৪. প্যানেলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিন।

৫. প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের একজন প্রতিনিধিকে তাদের গ্রুপের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য সুযোগ দিন। প্রত্যেক বক্তব্যের জন্য পাঁচ মিনিট করে দেয়া হবে। প্রত্যেক বক্তব্যের উপস্থাপনার পর সংশোধন করতে দিতে হবে।

৬. ৩০ মিনিটের জন্য সকল স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধি এবং প্যানেলের সব সদস্যদের জন্য সংশোধনী এবং বক্তব্যের উপর খোলা বিতর্ক হবে।

৭. বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৮. পানি আইনের খসড়া সংশোধনীর প্রতিটি নিয়মের উপর ভোট দিতে প্যানেলকে নির্দেশনা দিন এবং প্রস্তাবিত সংশোধনীর আরো সংস্কার এর জন্য নিজস্ব মতামত তৈরী করতে বলুন।

৯. ভোটের ফলাফল ঘোষনা দিন এবং বাড়তি কোন মতামত থাকলে তা জানিয়ে দিন।

লিপিবদ্ধকরণ

পানি কর্তৃপক্ষের একজন একটি ফ্লিপচার্ট অথবা পর্দায় প্রতিফলিত করে প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের বক্তব্যের মূল আলোচ্য বিষয় লিপিবদ্ধ করবে। মন্তব্যগুলো শুনানীর পুরো সময়েই দৃশ্যমান থাকবে।

পানি সরববাহকারী এবং কাঠ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাদের খরচ/লাভের বিশ্লেষণ করে প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বে পানি কর্তৃপক্ষের সাথে সভায় তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। জনসাধারণকে খরচ/লাভের বিশ্লেষণের কথা জানায়নি অথবা দুইটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ যে প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে তা প্রকাশ করেনি।

পানি সরবরাহকারী প্রতিনিধি

আপনার কোম্পানীর যে সব সুবিধা বজায় রাখতে হবে তার মধ্যে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ আবশ্যক

- পানি শোধনাগার
- পানি সরবরাহ লাইন
- পানির মিটার

আপনার কোম্পানির গড় খরচ প্রতি কিউবিক মিটারে US$ ৬০-৭০ যা কিনা প্রত্যেক কোম্পানির দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। জিনিসপত্রের/সুবিধাসমূহের দেখাশোনার খরচ এবং সুবিধাসমূহের প্রতিস্থাপন মান অন্যান্য প্রয়োগগত ব্যয় দর এই খরচের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে সরকার কর্তৃক পানির দাম করা হয়েছে প্রতি কিউবিক মিটারে US$ ৮০। আপনার কোম্পানীর লাভ সেই তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। কারণ সরকার পানি ব্যবহারের জন্য একটি সমন প্রয়োগ/জারি করেছেন, যার ফলে লাভ নির্ভর করে প্রতিদিন আপনার কোম্পানী কতটুকু পানি সরবরাহ করে তার উপর। তার মানে আপনার কোম্পানী এবং আপনার ভোক্তাদের কেউই পানি সংরক্ষণের জন্য কোন প্রকার সুবিধা পান না । আমাদের বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন অনুযায়ী সুপারিশ হল পানির দাম বৃদ্ধি করা।

আপনার কোম্পানীরা সন্তুষ্ট এই ব্যাপারে, কিন্তু ঝুঁকি নিয়েও সচেতন যে সরকার হয়তো বা পার্বত্যবাসীদের ক্ষতিপূরণের জন্য কোম্পানীর কর বৃদ্ধি করতে পারে। কারণ জলের উৎপত্তিস্থলে চাষ ও লগিং নিষিদ্ধ করার ফলে পার্বত্যবাসীদের জীবন অসহনীয় হয়ে পড়েছে।

আপনার কোম্পানীকে কিছু কৌশল প্রণয়ন করতে হবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে :

- যখন পানির দাম বাড়বে; তখন যেন লাভও বাড়বে এটি নিশ্চিতকরন
- পানির দামের উপর সরকারের কম নিয়ন্ত্রণ থাকে, এটি নিশ্চিতকরন

আপনাকে সচেতন থাকতে হবে যেন বর্তমানে পানি সরবরাহের এবং ধারণক্ষমতার সঠিক ব্যবহার হয় যাতে করে আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

আপনার কোম্পানীগুলো খরচ/সুবিধা বিশ্লেষণ করেছে এবং আদালতে প্রকাশ্যে শুনানির পূর্বে পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠকে তাদের বিবৃতি উপস্থাপন করেছে। আপনার কোম্পানীগুলো বিশ্বাস করে যে, তাদের খরচ/সুবিধা বিশ্লেষণ ব্যাপক এবং অসাধারণ এবং তারা এটি আদালতে শুনানির সময় উপস্থাপন করেছে। পানি কর্তৃপক্ষ খরচ/সুবিধা সার্বজনীন করেননি এমনকি তথ্য যা আদালতের শুনানীর পূর্বে পূরণ করা হয়েছে তাও সার্বজনীন করেননি।

আপনাকে এই বিবৃতিগুলো বিবেচনায় এনে আদালতের শুনানিতে উপস্থাপন করা উচিত। আপনাকে পানি আইনের সংশোধনের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে কিভাবে আপনার কোম্পানী উদ্যোগ নিবে।

নোট

শহুরে ভোক্তাদের প্রতিনিধি

আপনারা শহরের মধ্য আয় এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের প্রতিনিধি।

মধ্য আয়ের পরিবারের বার্ষিক গড় আয় কর প্রদাণের পর প্রায় ৮০০০ মার্কিন ডলার। আপনি ঘর কিনেছেন এবং ঋন শোধ করছেন, আপনার গাড়ি আছে এবং এটি চালানোর খরচ আছে এবং আপনাকে আপনার নিজের শিশুর জন্য বেসরকারি স্কুলের খরচ চালাতে হয়। এই সকল খরচের মানেই হচ্ছে আপনার কোন সঞ্চয় নেই। পানির মূল্য বৃদ্ধি করা হলে তা আপনার পরিবারের জন্য বাড়তি চাপ হবে, যদিও হয়তো পানির খরচ আপনার মাসিক আয়ের ১.৫%।

নিম্ন আয়ের পরিবারের বার্ষিক গড় আয় প্রায় ৪০০০ মার্কিন ডলার। ঘর ভাড়ার খরচ আপনার আয়ের ১৮%; যাবতীয় প্রাথমিক চাহিদা যেমন, খাদ্য, বস্ত্র এবং বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ মেটাতে ব্যয় হয় আপনার আয়ের ৮০%। পানির খরচ গড়ে আপনার আয়ের ৩%। আমি বর্তমানে কোন সঞ্চয় করতে অপারগ; পানির মূল্য বৃদ্ধি মানেই প্রতি মাসেই আপনার ঘাটতি থেকে যাবে।

শহুরে ভোক্তা সম্প্রদায়কে একমত হতে হবে যে, পানির মূল্য বৃদ্ধি হবে না, অথবা পানির মূল্য বৃদ্ধি এমন হবে, যাতে এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সর্বনিম্ন খরচ হয়। আপনারা পরিবেশের নানান সমস্যার সম্পর্কে অবহিত এবং আপনারা পরিবেশ ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাও দেখতে চান।

প্রকাশ্য শুনানীর সময় এই বিষয়গুলো আপনার বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। পানি আইনের সংশোধনীতে আপনারা আপনাদের মতামত কিভাবে বিবেচনায় আনতে চান তা অবশ্যই ব্যাখ্যা করবেন।

পানি সরবরাহকারী এবং কাঠ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাদের খরচ/লাভের বিশেষন করে প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বে পানি কর্তৃপক্ষের সাথে একটা সভা করে তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছে। পানি কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জনসাধারণকে জানায়নি যে, দুইটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বেই একটি সভা করে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। শহুরে ভোক্তারা গ্রামীনভোক্তা এবং উচ্চভূমির সম্প্রদায়ের অন্যান্য স্টেকহোল্ডার গ্রুপকে সাথে নিয়ে প্রকাশ্য শুনানীর সময় অবশ্যই বিরোধিতা করবে যে, পানি সরবরাহকারী এবং কাঠ বাণিজ্যিক সংস্থার খরচ/লাভের বিশ্লেষণের ফলাফল তাদের মেনে নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

নোট

কাঠ বাণিজ্যিক সংস্থার প্রতিনিধি

কাঠ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর বেশির ভাগ লভ্যাংশই আসে বনের গাছ কাটার মধ্য দিয়ে যেখানে প্রচুর মূল্যবান কাঠ এখনও আছে। এখানে শ্রমিকের পারিশ্রমিকও কম, কারণ আপনারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ভাড়া করেন অত্যন্ত কম বেতন দিয়ে। মুখ্য জায়গাগুলোতে সুবিধা নেয়া সহজ নয় এবং এই সুবিধাগুলোর খরচও বেশি।

সাধারণভাবেই আপনার কোম্পানী এখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে ক্ষতিপূরণ দেয় যেন তাঁদের কাজের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। ক্ষতিপূরণের ধাপগুলোর মধ্যে আছে, সমাজসেবীদের গ্রামে পাঠানো, গ্রামের প্রধানের সাথে দেখা করা, ক্ষতিপূরণের জন্য মধ্যস্থতা করা এবং কোন কোন সময় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা।

সম্পূর্ণভাবে এইভাবে বিনিয়োগের কারণে আপনার জন্য এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক হবে যদি পানির উৎসের উপস্থিতির কারণে আপনাকে গাছ কাটা বন্ধ করে দিতে হয়।

আপনার কোম্পানী খরচ/লাভের বিশ্লেষণ করে প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বেই পানি সরবরাহকারীদের সাথে মিটিং করে তাদের বক্তব্যগুলো জানিয়েছে। আপনার কোম্পানীর মত অনুযায়ী খরচ লাভের এই বিশ্লেষন সঠিক এবং সর্বাংগীন। প্রকাশ্য শুনানীর সময় এটি তাঁরা উপস্থাপন করে। পানি কর্তৃপক্ষ জনগনের কাছে প্রকাশ করেনি যে, প্রকাশ্য শুনানীর আগেই আপনার কোম্পানী এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে।

আপনার কোম্পানীকে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যেন ঐ জায়গায় গাছ কাটা বন্ধ না হয় অথবা গাছ কাটা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ না হয়। আপনার কোম্পানী জানে যে, বনভূমি এবং পানির এলাকার পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনায় অনেক উপায় আছে। আপনার কোম্পানী আরও জানে যে, স্থানীয়গোষ্ঠীকে সুযোগ সুবিধা দিলে তাঁতে শুরুতেই দীর্ঘমেয়াদী একটি যথার্থ অবদান হবে।

এই চিন্তা ভাবনা গুলোকে প্রকাশ্য শুনানীর সময় আপনার বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। পানি আইন সংশোধনীতে আপনারা আপনাদের মতামত কিভাবে বিবেচনায় আনতে চান, তা অবশ্যই ব্যাখ্যা করবেন।

নোট

সেচভুক্ত জমির মালিক

আপনার সম্প্রদায়ের পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০০ মার্কিন ডলার। আপনার সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল কারণ ৮০% পরিবারের জীবিকাই এই স্থানে। আপনার সম্প্রদায়ের পরিবারগুলোর প্রধান সম্পদ হচ্ছে ধানের জমি এবং শাকসবজি এবং ফলের বাগান। ফসল তোলার আগে প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজনকে বন্ধকী জমিতে মজুরী করে টাকা আয় করতে হয় যেন ২০% আয়ের অভাব পূরণ হয়। কৃষকরা প্রতিবছর বীজ এবং সারের জন্য ঋণের উপর নির্ভরশীল। আপনার এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত যথেষ্ট কিন্তু শুস্ক মৌসুমে ফসলের জন্য পানির প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকার সেচ ব্যবস্থা পরিচালনা করে। পানির জন্য কর ধার্য্য করা আছে। ক্ষেত্র বিশেষে জোর পূর্বক আদায় করা হয়েছে। এক হেক্টর ধানের জমির জন্য, একটি পরিবার ফসল প্রতি ১০ মার্কিন ডলার। পানির জন্য ফসল প্রতি ১ হেক্টর শাকসবজি এবং ফলের বাগানের জন্য ১২ মার্কিন ডলার। চাঁদা দিতে হবে। পানির চাঁদা সময়মত পরিশোধ করতে হবে, তা না হলে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। পানির জন্য টাকা পরিশোধ করে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রত্যেকটি গ্রামের সেচের খাল যথাযথ রাখার জন্য দায়বদ্ধ। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিছু জিনিসের জন্য খরচ বহন করে, কিন্তু প্রতিটি খালের কার্যক্রিয়া বজায় রাখার জন্য ফসল লাগানোর আগে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ দিনের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হবে। আপনার সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সেচের জন্য কোন বাড়তি ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

আপনার সম্প্রদায়কে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যেন পানির মূল্য বৃদ্ধি না হয়। আপনার সম্প্রদায় জানে যে, সেচ মৌসুমে পানি বিভিন্নভাবে নষ্ট হয় এবং আপনারা সচেতন যে, শুষ্ক মৌসুমে পানি সল্পতা দূর করার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু বর্তমানে তা করা হচ্ছে না।

এই চিন্তাভাবনাগুলোকে প্রকাশ্য শুনানীর সময় আপনার বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। পানি আইন সংশোধনীতে সেচ এলাকায় সম্প্রদায় তাঁদের মতামত কিভাবে বিবেচনায় আনতে চায়, তা অবশ্যই ব্যাখ্যা করবেন।

পানি সরবরাহকারী এবং কাঠ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তাঁদের খরচ/লাভের বিশ্লেষণ করে প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বে পানি কর্তৃপক্ষের সাথে একটি সভা করে তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছে। পানি কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জনসাধারণকে জানায়নি যে, প্রকাশ্য শুনানীর পূর্বেই দুইট স্টেকহোল্ডার গ্রুপ এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছিল।

আপনার সম্প্রদায় গ্রামীন সম্প্রদায় এবং উচ্চভূমির সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে প্রকাশ্য শুনানীর সময় অবশ্যই বিরোধিতা করবে যে, পানি সরবরাহকারী কাঠ বাণিজ্যিক সংস্থার খরচ/লাভের বিশ্লেষণের ফলাফল মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নোট

উচ্চভূমির সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি

আপনার সম্প্রদায় অনেক প্রজন্ম ধরেই উচ্চভূমিতে বসবাস করছে। উঁচু এলাকয় নিম্নমানের সুযোগ সুবিধা এবং বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীলতার কারণে এখানে বংশপরম্পরায় সবাই সাধারণভাবে ঝুম চাষ করে। পরবর্তী চাষাবাদের জন্য সাত বছর ধরে ফেলে রাখা পতিত জমি বাদে প্রত্যেক পরিবারের গড়ে পাঁচ হেক্টর করে চাষাবাদযোগ্য জমি আছে। অল্প ঢালু জমি ঝুম চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়; খাড়া জমি গাছ-পালা দ্বারা পূর্ণ থাকে। বসতবাড়ির আশেপাশে যেসব ঝোপঝাড় আছে তা জ্বালানীর জন্য এবং বন্য মটরসুটি খাবার এবং বিক্রি করে টাকা উপার্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কিছু গাছপালা বাড়িঘর নিমার্ণে ব্যবহৃত হয়।

একটি শুভ/কল্যাণকর বছরে উৎপাদিত ফসল গ্রামের জন্য যথেষ্ট খাবার সরবরাহ করে। সম্প্রদায়ের সকলেই শুকর এবং অন্যান্য গবাদি পশু পালন করে। সাত বছরের জন্য পতিত জমি ফেলে রাখা পরিবারগুলোর জন্য বাড়তি চাপ হয়ে যাচ্ছে।

ঝুম চাষের জন্য সহজলভ্য জমির সংখ্যা আকস্মিকভাবে কমে গেছে কারণ যে জমিগুলো বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করা হতো তা দুইটি কোম্পানী গাছকাটার সুবিধার জন্য সেই জায়গাগুলো আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে।

দুইটি কাঠের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ সদস্যদের দিনমজুর হিসেবে নিযুক্ত করেছে যা সম্প্রদায়ের ৫০% পরিবারের ৫০% আয়ের উৎস। কাঠের বাণিজ্যিক এই সংস্থাগুলো এই এলাকার স্কুলের উন্নতি করেছে এবং রাস্তা তৈরী করেছে।

গতবছর, এই এলাকায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হঠাৎ বন্যা দেখা দেয়।

সম্প্রদায়ের ঝুম চাষের জন্য বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে অভিজ্ঞতা আছে এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট চাষাবাদের কোন অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নেই এবং চিন্তিত যে ঝুম চাষ হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। এই সম্প্রদায় কোথাও থেকে শুনেছে যে, স্থায়ী কৃষি কাজে সার এবং অনকে ধরনের বিশেষ বীজ ব্যবহারের জন্য খরচ অনেক বেশি। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হচ্ছে, এই এলাকাটি স্থায়ী কৃষি কাজের জন্য উপযোগী নয়। তাঁরা আরও চিন্তিত যে, গাছ কাটাও হয়তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে পারে এবং সেটা হলে তাঁদের আয় কমে যাবে।

এই বিষয়গুলোকে প্রকাশ্য শুনানীর সময় আপনার বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। পানি আইন সংশোধনীতে উচ্চভূমির সম্প্রদায় তাঁদের মতামত কিভাবে বিবেচনায় আনতে চায়, তা অবশ্যই ব্যাখ্যা করবেন।

সেশন

১৮

সুশাসন কাঠামো

সেশন

সেশন

১৮ সুশাসন কাঠামো

সময়:
সময় ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপাদানসমূহ:
১. ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, কার্ড, টেপ, আঠা
২. পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা

হ্যান্ডআউট:
১. হ্যান্ডআউট ৩৩: সুশাসন কাঠামো
২. হ্যান্ডআউট ১৪, ১৬ ও ২৪: হ্যান্ডআউট ১৪-এর সুশাসন বিষয়াদি এবং কাঠামো
হ্যান্ডআউট ১৬- ঐ
হ্যান্ডআউট ২৪- ঐ

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে, অংশগ্রহনকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয় সমুহ জানতে ও বুঝতে পারবে:

- একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের প্রেক্ষিতে কিভাবে সুশাসনের উপাদান সমুহ এবং নীতিসমুহ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিষয়াদি সুশাসন কাঠামো ব্যবহার করে বিশ্লেষন প্রক্রিয়া।

সময়

উপ-অধিবেশন-১, আনুমানিক ২ ঘন্টা

- সুশাসন কাঠামোর পরিচিতির জন্য ৪৫ মিনিট বরাদ্দ।
- হ্যান্ডআউট ১৪, ১৬ এবং ২৪ বিশ্লেষণ এবং আলোচনার জন্য ১ ঘন্টা, ১৫ মিনিট।

উপ-অধিবেশন-২, প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।
প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনী এবং বর্তমান আলোচনা বিশ্লেষনের জন্য

ধাপসমূহ

উপ-অধিবেশন-১

১. শিখন উদ্দেশ্যসমূহ পুনরালোচনা করুন। ব্যাখ্যা করুন যে, সুশাসনের উপাদান ও নীতিমালা একে একে বোঝার পর এখন আমাদের জানতে হবে তারা কিভাবে পরস্পরের সাথে ক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া করে।

২. পুনরায় সেশন ৮-১৬ এর (sessions) শিখণ এবং উপসংহার আলোচনা এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান করুন।

৩. হ্যান্ডআউট ৩৩ বিতরণ করুন। হ্যান্ডআউট ৩৩ এর বিষয়বস্তু সুশাসন কাঠামো। উপস্থাপনার মাধ্যমে সুশাসন কাঠামো উপস্থাপন করুন।

৪. সুশাসন কাঠামোর পরিচিতি দেওয়ার পর, সেশন ৭ এর অন্তর্ভূক্ত অনুশীলন এর ফলাফল ব্যবহার করে দেখান যে সুশাসনের বিষয়বস্তুগুলো চর্চার ক্ষেত্রে কিভাবে এক অপরের সাথে সম্পর্কিত। বিষয়বস্তুগুলো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেসনের ১০নং স্লাইডে দেখানো হয়েছে। ১১ নং স্লাইডে সুশাসনের বিষয়বস্তু একটি কাঠামোতে নির্দেশিত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষকদের এই ধাপটির জন্য দুটি বিকল্প পথ রয়েছে।

(ক) প্রথমটি হল স্লাইডসমূহের উপস্থাপন এবং এর সম্মন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। অথবা

(খ) ১০ নং স্লাইড স্ক্রিনে দেখান এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে ৩৩নং হ্যান্ডআউটের সুশাসন কাঠামোর খালি জায়গাগুলোতে যেখানে যেটি প্রযোজ্য সেখানে লিখতে বলুন। এটি করার পর ১১নং স্লাইড দেখান এবং আলোচনা করুন।

৫. অংশগ্রহণকারীদের তিনটি সমানভাগে ভাগ করুন। প্রতিটি গ্রুপকে হ্যান্ডআউট ১৪, ১৬, ২৪ বিতরণ করুন। হ্যান্ডআউটগুলোতে উল্লেখিত কেইস স্টাডিতে সুশাসনের নীতিমালাও উপাদান ছাড়াও এই সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ রয়েছে। একটি গ্রুপ হ্যান্ডআউট ১৪ নিয়ে কাজ করবে, অন্যগ্রুপ হ্যান্ডআউট ১৬ এবং তৃতীয়দল হ্যান্ডআউট ২৪ নিয়ে কাজ করবে।

৬. প্রতিটি গ্রুপকে কেইস স্টাডির জন্য দুটি সুশাসন বিষয়বস্তু চিহ্নিত সমস্যা বের করতে হবে এবং কাঠামোতে লিখতে হবে। যে গ্রুপ ১৪নং হ্যান্ডআউট নিয়ে কাজ করবে তাদের আইন সংক্রান্ত দুটি বিষয়বস্তু/সমস্যা বের করতে হবে। যে গ্রুপ ১৬নং হ্যান্ডআউট নিয়ে কাজ করছে তাদের প্রক্রিয়া সমন্ধে দুটি বিষয়বস্তু/সমস্যা বের করতে হবে। যে গ্রুপ ২৪ নং হ্যান্ডআউট নিয়ে কাজ করছে তাদের প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত দুটি বিষয়বস্তু বের করতে হবে।

প্রত্যেক গ্রুপ এর জন্য ভাল হয় যদি তারা ৩৩ নং হ্যান্ডআউটের কাঠামোটি ফ্লিপ চার্ট এ থাকে তাহলে বেশি খালি জায়গা থাকবে লেখার জন্য। অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা করতে হবে যে, ম্যাট্রিক্সের প্রতিটি intersection এর জন্য একাধিক বিষয় থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আইন ও আইনের নীতি সমন্ধে দুটি বিষয়বস্তু থাকতে পারে অথবা দুটি বিষয়বস্তু প্রতিষ্ঠান ও দায়বদ্ধতা ঘটিত বিষয় সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে অথবা নিয়ম-কানুনের অভাব সম্পর্কে একাধিক বিষয় হতে পারে/থাকতে পারে।

৭. প্রতিটি গ্রুপ সুশাসনের দুটি বিষয়বস্তু বের করার পর দলে ফিরে আসবে এবং বিশ্লেষণ করবে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের এ বিষয়বস্তু গুলো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং কিভাবে সেটি সুশাসন কাঠামোতে দেখানো যায় তা ব্যাখ্যা করবে।

৮. পুরো দলের সুশাসন সংক্রান্ত দুটি বিষয় চিহ্নিত করার পর দলে ফিরে যাবার জন্য বলা হবে এবং অবশিষ্ট সুশাসন সংক্রান্ত বিষয় থাকলে তা শনাক্ত করবে। তাদের নিজ দলে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে বলা হবে না। হ্যান্ডআউট ২৪ এর কেইস স্টাডি ইআইএ-তে শুধুমাত্র দুটি প্রধান বিষয়বস্তু আছে, তাছাড়া সনাক্ত করার মত অন্যকোন বিষয়বস্তু নেই। অনুশীলন ১৪ ও ১৬ তে আরো অতিরিক্ত সুশাসন সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। অনুশীলনের এই অংশ অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করে যে কখনো কখনো একটি বা দুটি সুশাসন বিষয়বস্তু থাকে যা মনোযোগের দাবীদার। স্লাইড ২১-২৬-এ মূল্যায়ন বিষয়বস্তু পূর্নাঙ্গ তালিকা দেখানো হয় এবং তারা কাঠামোতে কিভাবে সম্পৃক্ত তা নির্দেশ করে। অনুশীলন শেষে হ্যান্ডআউট ৩৪-৩৬ রেফারেন্স হিসেবে বিতরণ করা যেতে পারে।

উপ-অধিবেশন ২

৯. অংশগ্রহণকারীরা স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজস্ব প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলন নিয়ে কাজ করবে। যদি দুইজন বা ততোধিক অংশগ্রহণকারী অনুশীলন একত্রে তৈরী করে তাহলে তারা একে অপরের সাথে কাজ করবে।

১০. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অথবা প্রত্যেক দল তার/তাদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনটি সুশাসন সম্পর্কে যা শিখেছে তার আলোকে পুনরাবৃত্তি করবে এবং সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সনাক্ত করবে। যদি অংশগ্রহণকারীরা হ্যান্ডআউট ৩৩ এর কাঠামোটি ফ্লিপ চার্ট পেপারে অংকন করে ফেলে তাহলে খুব ভালো হয়। ফলে তারা লেখার জন্য বেশি জায়গা পাবে।

১১. মাট্রিক্স এর প্রতিটি ঘরে কিছু লিখা এই অনুশীলন এর উদ্দেশ্য নয়। অংশগ্রহণকারীদের মনে রাখতে হবে মাট্রিক্সের প্রতিটি ঘরে সুশাসন সম্পর্কিত একাধিক বিষয়বস্তু থাকতে পারে। উদাহরণসরূপ আইন ও আইনের শাসন, অথবা দুটি সংস্থা/নিয়ম এবং দায়বদ্ধতা ঘটিত বিষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলো হতে পারে অথবা অন্য কোন আইন বা বিধির অভাব সম্পর্কে একাধিক সমস্যা হতে পারে।

১২. প্রতিটি দল সনাক্তকৃত সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবে এবং কাঠামোতে তাদের অবস্থান এর কারণ ব্যাখ্যা করবে। যুক্তি দিবে। (সময় প্রায় ১ ঘন্টা)। সময়টি এমনভাবে বন্টন করতে হবে যেন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অন্তত পাঁচ মিনিট করে পায়।

১৩. প্রতিটি অংশগ্রহণকারী তার/তাদের সুশাসন কাঠামো, উপাদান এবং নীতি কিভাবে একে অপরের সাথে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করতে পাঁচ মিনিট করে সময় পাবে। (সময়টি এমনভাবে বন্টন করতে হবে যেন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অন্তত পাঁচ মিনিট করে পায়।)

প্রশিক্ষকের জন্য নোট

পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড গুলোর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা

স্লাইড ৩:

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাগত/অনানুষ্ঠানিক				

সুশাসন কাঠামো হল একটি ম্যাট্রিক্স, যা দ্বারা শাসন উপাদান ও নীতি কিভাবে একে অপরের সাথে জড়িত ও সম্পর্কিত তা নির্ধারণ করা হয়। সুশাসন সংক্রান্ত অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা এই ম্যাট্রিক্স এর সাহায্যে বিশ্লেষন করা যায়।

স্লাইড ৪:

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাসিদ্ধ/অনানুষ্ঠানিক				

এ স্লাইডে এমন একটি সুশাসন অবস্থা দেখানো হয়েছে যেখানে কোন একটি সমস্যা সমাধানে কোন আইন বা বিধিবিধান প্রয়োগ করা হয় না। এক্ষেত্রে আইন বা বিধি কিভাবে পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল সেটি মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হচ্ছে আইন বা বিধান এর অনুপস্থিতি। প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে এ ধরনের উদাহরণ দিতে বলুন।

স্লাইড ৫:

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাসিদ্ধ/অনানুষ্ঠানিক				

এই স্লাইডে সুশাসনের এমন একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে বিষয়টি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সমাধান করার এখতিয়ার নেই। এই ক্ষেত্রে, কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠান/সুশাসনের উপাদান বা নীতির সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে তা মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হলো এই যে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নেই। অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিতে পারেন।

স্লাইড ৬:

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাসিদ্ধ/অনানুষ্ঠানিক				

এই স্লাইড সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরছে যা সুশাসনের অন্যান্য উপাদানের সাথে যুক্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কোন আইন নেই। যে প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত তারা জনগণের অংশগ্রহণে সহায়তা করেনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেনি। অংশগ্রহণকারীর তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিতে বলা হবে। বিশেষ করে তাকে জিজ্ঞেস করা যার প্রথাসিদ্ধ আইন সম্পর্কে জ্ঞান আছে এবং স্লাইডে উল্লেখিত অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে।

স্লাইড ৭ :

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাসিদ্ধ/অনানুষ্ঠানিক				

এই স্লাইডে এমন একটি বিষয়সম্পর্কে উল্লেখ আছে যেখানে একটি প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের এখতিয়ার আছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম স্বচ্ছ নয় এবং এর জবাবদিহিতা নেই। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে না। এছাড়া সবার প্রতি সমানভাবে আইনের বিধিমালা প্রয়োগ করে না।

স্লাইড ৮:

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাগত/অনানুষ্ঠানিক				

এই স্লাইডে এমন একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সুশাসনের অধিকাংশ উপাদান ও নীতিমালা সম্পৃক্ত। এখানে আইনের কথা বলা হয়েছে যা সবার ক্ষেত্রে সমভাবে ও সবসময় প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহি করে না। এখানে সিদ্ধান্ত নেয়া ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া রয়েছে কিন্তু তা অংশগ্রহণমূলক নয়। প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দেয়ার জন্য আহবান করা হবে। বিশেষ করে যে অংশগহণকারীর প্রথাগত আইন সম্পর্কে জ্ঞান আছে ও বর্ণিত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা রয়েছে।

স্লাইড ৯ :

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাসিদ্ধ/অনানুষ্ঠানিক				

এ স্লাইডে এমন একটি কেস এর বর্ণনা আছে যাতে একটি প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কিভাবে হলো তা ব্যাখ্যা করার বাধ্যবাধকতা রাখে না। এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া রয়েছে কিন্তু তা অংশগ্রহণমুলক নয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য তথ্য সরবরাহ করে না। অংশগ্রহণকারীদের তাদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিতে বলা হবে, বিশেষ করে যাদের প্রথাগত আইন ও উল্লেখিত অবস্থাটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে।

প্রশিক্ষকদের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের তাদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনী বিশ্লেষণে এবং কাঠামোতে স্থাপনে সাহায্য করতে হতে পারে। তাদের পৃথক উপস্থাপনার সময়, যদি সুশাসন উপাদান বা নীতি সম্পর্কে কোন প্রশিক্ষণার্থীর তখনো বোঝার ঘাটতি থাকে তবে প্রশিক্ষককে তা নিরসনে সহায়তা দিতে হবে।

হ্যান্ড আউট
৩৩

সুশাসন কাঠামো

	সুশাসন নীতিমালা			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
বিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন				
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান/ সংবিধিবদ্ধ অনানুষ্ঠানিক				
প্রক্রিয়াসমূহ আনুষ্ঠানিক/সংবিধিবদ্ধ প্রথাসিদ্ধ/অনানুষ্ঠানিক				

নোট

হ্যান্ড আউট
৩৪

হ্যান্ডআউট ১৪-এর জন্য সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলী এবং সুশাসন কাঠামো : নোগাম্বো লেগুন

সুশাসন বিষায়াবলী হল :

- প্রতিষ্ঠান/সংবিধিদ্ধ আইন : আইন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে একই কাজ করার ক্ষমতা দেবে।
- প্রতিষ্ঠান/প্রথাসিদ্ধ আইন: ইকনমিক কমিশন কর্তৃক তৈরী মাষ্টার প্লান প্রথাসিদ্ধ আইনকে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু কোস্ট সংরক্ষণ অধিদপ্তর তা দেয় না।
- প্রতিষ্ঠান/জবাবদিহিতা: অনেকগুলো সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমন্বয়হীভাবে একই কাজ করে থাকে ও লেগুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে। এ জন্যে কোন জবাবদিহি করতে হয়না।
- প্রতিষ্ঠান/অংশগ্রহণ: কোষ্ট/উপকূল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীতে অপর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছিল।

	হ্যান্ডআউট ১৪: সুশাসন বিষয়বস্তু			নেগোম্বো লেগুন
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইন সমূহ: বিধিবদ্ধ আইন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে একই জিনিস করার জন্য দায়িত্ব দেয়। মাস্টার প্ল্যান প্রথাসিদ্ধ আইনকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সিজেডএমপি				
প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে একই জিনিস করার জন্য দায়িত্ব দেয়। মাস্টার প্ল্যান প্রথাসিদ্ধ আইনকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সিজেডএমপি স্বীকৃতি দেয় না।	একাধিক সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমন্বয়হীনভাবে একই কাজ করে ও লেগুন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে। এ জন্য জবাবদিহি করে না।		উপকূলর্বতী অঞ্চল ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অপর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছিল।	
প্রক্রিয়াসমূহ মাস্টার প্যান প্রথাসিদ্ধ আইনকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু সিজেডএমপি দেয় না।				

নোট

হ্যান্ড আউট
৩৫

হ্যান্ডআউট ১৬-এর জন্য সুশাসন বিষয়াবলী ও কাঠামো: পেরিয়াকালাপু লেগুন

সুশাসন বিষয়াবলী হল :

- প্রক্রিয়া /অংশগ্রহণ-বাঁধের উপর পথের নকশা পরির্বতনের পূর্বে কোন আলোচনা হয়নি
- প্রক্রিয়াসমুহ/প্রথাগত আইন/প্রতিষ্ঠানঃ-বাঁধের উপর পথের নকশা পরিবর্তন কালে প্রথাগত আইন/প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
- প্রক্রিয়াসমুহ/বিধিবদ্ধআইন/স্বচ্ছতা: -সড়ক ব্যবস্থা পরিবর্তনকালে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উন্মোচনে সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা ছিলনা।
- প্রক্রিয়াসমুহ/বিধিবদ্ধ আইন/অংশগ্রহণ: সড়ক ব্যবস্থা পরিবর্তনের পূর্বে আলোচনা বা মতামত আহ্বানের ক্ষেত্রে সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা ছিলনা।

	হ্যান্ডআউট ১৬: সুশাসন বিষয়বস্তু			
সুশাসন এর উপাদান	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহণ	আইনের শাসন
সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইনসমূহ: বাঁধের উপরের রাস্তার নকশা পরিবর্তনের সময় প্রথাসিদ্ধ আইন ও প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করা হয়েছিল।		সড়ক ব্যবস্থা পরিবর্তনকালে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উন্মোচনে সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা ছিলনা	সড়ক ব্যবস্থা পরিবর্তন কালে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কোন আলোচনা বা মতামত নেবার ক্ষেত্রে সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা ছিলনা।	
প্রতিষ্ঠানসমুহ বাঁধের উপর পথের নকশা পরিবর্তনের সময় প্রথাসিদ্ধ আইন ও প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করা হয়েছিল।				
পদ্ধতিসমুহ বাঁধের উপর পথের নকশা পরিবর্তনের সময় প্রথাসিদ্ধ আইন ও প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করা হয়েছিল।			বাঁধের উপরকার পথের নকশা পরিবর্তনের সময় কোন প্রকার আলোচনা বা মতামত নেয়া হয়নি।	

নোট

হ্যান্ড আউট
৩৬

হ্যান্ডআউট ২৪ এর জন্য সুশাসন বিষয়াবলী এবং কাঠামো : ইআইএ(EIA)

সুশাসন বিষয়াবলী হল:

- স্বচ্ছতা/প্রতিষ্ঠানসমুহ/প্রক্রিয়াসমুহ: সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ইআইএ প্রতিবেদনের তথ্যাবলী ছিল ভুল ও বিভ্রান্তিকর।
- স্বচ্ছতা/প্রতিষ্ঠানসমুহ/অংশগ্রহণ: জাতীয় পরিবেশ সংস্থা প্রস্তাবিত ইআইএ পদ্ধতিটি অনুসরণ করে কিন্তু সংশ্লিষ্ট জনগণের শুনানীর জন্য খুবই কম নোটিশজারী করে, যার ফলে খুব কম মানুষ বিষয়টি জানতে পারে।

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">হ্যান্ডআউট ২৪: সুশাসন বিষয়াবলী: ইআইএ</td></tr>
<tr><td>সুশাসনের উপাদান</td><td>জবাবদিহিতা</td><td>স্বচ্ছতা</td><td>অংশগ্রহণ</td><td>আইনের শাসন</td></tr>
<tr><td>বিধিবদ্ধ এবং চলিত প্রথাসিদ্ধ আইন সমূহ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রতিষ্ঠান</td><td></td><td>সড়ক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ইআইএ রিপোর্টের তথ্যাবলী ছিল ভুল ও বিভ্রান্তিকর</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2" rowspan="2">জাতীয় পরিবেশ সংস্থা প্রস্তাবিত ইআইএ পদ্ধতিটি অনুসরন করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জনগণের শুনানীর জন্য খুবই কম নোটিশজারী করে। ফলে খুব কম মানুষ বিষয়টি জানতে পারে।</td><td></td></tr>
<tr><td>পদ্ধতিসমুহ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

নোট

সেশন

১৯

সুশাসন কাঠামো- বিষয়াবলী, কার্যক্রম এবং সূচকসমুহ

সেশন

সেশন

১৯ সুশাসন কাঠামো-বিষয়াবলী, কার্যক্রম এবং সূচকসমুহ

সময়:
২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

উপ-অধিবেশন ১:
কার্যক্রম সনাক্তকরণ

উপ-অধিবেশন ২:
সূচক সনাক্তকরণ

উপকরণ
১. ফ্লিপচার্ট, কার্ড ও মার্কার, আঠা, টেপ

হ্যান্ডআউট
১. হ্যান্ডআউট ৩৭: শাসন কাঠামো: বিষয়াবলী, কার্যক্রম ও সূচক

২. হ্যান্ডআউট ৩৮: সূচকসমূহ

উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে, অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে ও বুঝতে পারবেন:

- একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ এর প্রেক্ষাপটে সুশাসনের প্রতিটি উপাদান এবং নীতি পারস্পারিক কিভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করা যায়।
- সুশাসনের বিষয়াবলী বিশ্লেষণের জন্য সুশাসন কাঠামো ব্যবহার করতে পারবে।

ধাপসমূহ

১. শিখনের উদ্দেশ্যগুলো পুনরালোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীরা এখন পর্যন্ত সুশাসন উপাদান এবং এর ভিত্তিনীতিসমূহ সমন্ধে যা শিখেছে সেইজ্ঞান প্রয়োগ করে তাদের নিজ নিজ কোর্স পূর্ব অনুশীলনীতে কথিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবে।

২. ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশন পূর্ববর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনীতে সুশাসননীতি সনাক্তকরণে যে সব কাজ করেছে তার উপর নির্ভর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কাঠামোতে সুশাসন বিষয়ক বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করতে কার্যক্রম ও সূচক নির্ধারণ করে কাঠামোতে যোগ করতে হবে।

৩. অংশগ্রহণকারীগন কর্তৃক তৈরী প্রাক-প্রশিক্ষণ অনুশীলনে যদি পর্যাপ্ত পরিমান তথ্য না থাকে তবে তারা এই কাজটি করার জন্য হ্যান্ডআউট ১৪, ১৬ বা ২৪ এর উল্লেখিত সুশাসন এর বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে পারে।

দু'টি উপ-অধিবেশন রয়েছে। এগুলো হল: কার্যক্রম ও সূচক সনাক্তকরন।

যদি অংশগ্রহণকারীদের সূচক সনাক্তকরনের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে তবে উপ-অধিবেশন-১ এর তুলনায় উপ-অধিবেশন ২ তে বেশি সময় ব্যয় করা উচিত।

প্রশিক্ষকদের প্রশাসনিক কাঠামো ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের অন্যান্য প্রজেক্ট ফরমেট সম্পর্কে হয়তবা অভিজ্ঞতা আছে যেমন যুক্তিগত কাঠামো (লজিকাল ফ্রেমওর্য়াক), কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঐ সমস্ত ফরমেট এসব অনুশীলনীর জন্য প্রযোজ্য নয়।

প্রত্যেক দলের অংশগ্রহণকারীদের তাদের কার্যক্রমের সময়কাঠামো এবং আর্থিক সম্পদের পরিমান নিয়ে একমত হতে হবে। এটি জরুরী, কারণ এ থেকে বোঝা যায় কার্যক্রমটি কতটুকু অর্জনীয়। উদাহরণসরূপ, একটি গ্রুপ সকল কার্যক্রম এর জন্য একবছরের ১০০,০০০ মার্কিন ডলার এ রাজি হতে পারেন।

- উপ-অধিবেশন ১: কার্যক্রম সনাক্তকরণ

ক. অংশগ্রহণকারীদের অন্তত একটি সমাধানের উপায় কার্যক্রম চিহ্নিত করতে হবে যা কেইস স্টাডি/গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শাসন বিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে।

খ. অংশগ্রহণকারীরা কার্যক্রমগুলো ফ্লিপচার্ট পেপারে শাসন কাঠামো একে তাতে লিখবে।

গ. যদি একটি বিষয়ের জন্য একাধিক সমাধানের উপায় থাকে, তাহলে উপায়গুলো/কার্যক্রমগুলো প্রাধান্যের ভিত্তিতে সাজাতে হবে।

ঘ. অংশগ্রহণকারীরা তাদের গ্রুপের কাছে কার্যক্রম এবং কার্যক্রমসমূহের প্রাধান্য কি (যদি থাকে) এবং কেন কার্যক্রমগুলোকে প্রাধান্যের ভিত্তিতে অবস্থান দেয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করবে। ।

- উপ-অধিবেশন ২: নির্দেশক/সূচক সনাক্তকরণ

ক. প্রশিক্ষকগণ হ্যান্ডআউট ৩৮ এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরী করবেন।

খ. অংশগ্রহণকারীরা প্রতিটি সনাক্তকৃত কার্যক্রমের জন্য অন্তত একটি স্মার্ট (SMART) নির্দেশক বের করবেন।

গ. অংশগ্রহণকারীরা তাদের ফ্লিপচার্টে শাসন কাঠামোতে নির্দেশকগুলো লিখবেন।

ঘ. অংশগ্রহণকারীরা তারা কি কি নির্দেশক সনাক্ত করেছে এবং কেন করেছে তা দলের নিকট ব্যাখ্যা করবে।

৪. অধিবেশন শেষে, অংশগ্রহণকারীরা তাদের অনুশীলনীতে যা প্রতিফলিত করবেন তা হল

- বিষয়গুলো সনাক্ত করা সহজ নাকি কঠিন ছিল?
- যদি অংশগ্রহণকারীরা নির্দেশক আগে কখনো বের না করে থাকেন, তাহলে তাদেরকে কি কি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে?
- কিভাবে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব কাজে সুশাসন বিষয়ক সমস্যগুলো ব্যবহার করতে পারেন?

প্রশিক্ষকদের জন্য নোট :

১. কার্যক্রম বলতে বোঝায় একটি বিষয় (issue)/সমস্যা মোকাবেলার জন্য করণীয়। যদি সমস্যা /বিষয়টি এমন হয় যে কোন আইন/নিয়মনীতি নেই তাহলে কার্যক্রম হবে নিয়মনীতি তৈরী করা। যদি বিষয়টি এমন হয় যে কোন অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম না থাকে উদাহরণসরূপ-যদি একটি সরকারী কর্তৃপক্ষ স্টেকহোল্ডারের সাথে পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত তৈরী করে। তাহলে কার্যক্রম হবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা উদাহরণস্বরূপ অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কার্যক্রম হতে পারেঃ

- আইন পূর্ণগঠন করতে হবে যেন প্রতিষ্ঠান গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের পূর্বে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করার সময় কিছু বাধ্যবাধকতা মেনে চলে।

- প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ববলী সংস্কার করতে হবে যাতে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকালে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনায় দায়বদ্ধতা থাকে।

২. দলগুলো যখন তাদের সুশাসন কাঠামো নিয়ে কাজ করবে তখন প্রশিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রদান করবেন।

নোট

হ্যান্ডআউট ৩৭

সুশাসন কাঠামো: বিষয়াবলী, কার্যক্রম এবং সূচকসমুহ

সুশাসন এর উপাদান	সুশাসন নীতিমালা			
	জবাবদিহিতা	স্বচ্ছতা	অংশগ্রহন	আইনের শাসন
সংবিধিবদ্ধ এবং প্রথাসিদ্ধ আইনসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ
প্রতিষ্ঠানসমূহ আনুষ্ঠানিক/ সংবিধিবদ্ধ/ প্রথাসিদ্ধ অনানুষ্ঠানিক	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ
পদ্ধতিসমূহ আনুষ্ঠানিক/ সংবিধিবদ্ধ/প্রথাসিদ্ধ অনানুষ্ঠানিক	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ	সমস্যা/সমস্যাসমূহ কার্যক্রম/কার্যক্রমসমূহ সূচক/সূচকসমূহ

নোট

হ্যান্ডআউট
৩৮

সূচকসমূহ

উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রেক্ষপটে সূচক-এ এর অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। এর মধ্যে দুটি সংজ্ঞা আছে যাতে সূচকের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়।

- সাফল্য পরিমাপের জন্য একটি সংখ্যাগত বা গুনগত পরিবর্তন যেটি সহজ ও নির্ভরযোগ্যভাবে সাফল্য পরিমাপে করতে পারে, যা কোন কোন একটি কার্যক্রমের সহিত জড়িত পরিবর্তনকে নির্দেশ করে অথবা উন্নয়নের সহিত জড়িত বিষয়ের কার্যকারীতা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। -ইকনমিক কোঅপারেশন এবং উন্নয়ন/উন্নয়ন সহায়তা কমিটি
- একটি ভেরিয়েবল যার উদ্দেশ্য হলো কোন একটি প্রক্রিয়া/কার্যক্রমের ফলে উৎদ্ভুত পরিবর্তন পরিমাপ করা। -USAID

এ সেশনে সুশাসন বিষয়ক বিষয়বস্তুগুলোর প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য সূচক ব্যবহার চর্চা করব।

``SMART'' হল ভাল সূচক এর ৫টি বৈশিষ্ট্য যা অগ্রগতি বা পরিবর্তন নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

- S নির্দিষ্ট (Specific)
- M পরিমেয় (Measurable)
- A সাধনযোগ্য/অর্জনযোগ্য (Achievable)
- R প্রাসঙ্গিক (Relevant)
- T সময় আবদ্ধ (Time bound)

নির্দেশক/সূচক উন্নতি পরিমাপ

একটি নির্দিষ্ট সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপ করার লক্ষ্য SMART সূচকসমুহ ব্যবহার করা উচিত। একটি সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়, ঐ বিষয়ের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম এবং ঐ কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপ করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত সূচক এর উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

- বিষয়াবলী : কোন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশ্লিষ্ট জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে কোন আইন বা বিধান নেই।
- কার্যক্রম : ঐ প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধনী আনা।
- সূচকসমুহ: এক বছরের মধ্যে (সময়সীমা) আইনটি সংশোধিত হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও বরাদ্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য জনগনের সাথে আলোচনার দায়িত্ব দিয়েছে। সংশোধিত আইনটি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। আরেকটি পরিমাপযোগ্য সূচক হল কতগুলো সম্প্রদায়ের কাছে ঐ সম্প্রদায়ের বোধগম্যভাবে এই সংশোধিত আইন এবং এর ফলাফল সম্পর্কে প্রয়োজনী বার্তা বা তথ্য পৌঁছানো হয়েছে। সূচক উদ্ভুদ্ধ বিষয়াবলী ও কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন করা বাস্তবে অর্জনযোগ্য কিনা অথবা যথেষ্ট রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা থাকায় এ সংশোধন এর উপর নির্ভর করেনা এ বিষয়গুলো কার্যক্রম প্রস্তাবের সময় বিবেচনায় আনতে হবে। যদি কার্যক্রমটি অর্জনযোগ্য না হয় তবে সূচকও অর্জনযোগ্য হবে না অথবা এর উল্টোটাও হতে পারে। কার্যক্রম অর্জনের জন্য যে সময়সীমা ধার্য্য করা হবে তা অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও অর্জনযোগ্য হতে হবে। আইনের সংশোধনী আনতে জাতীয় সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হয়, যা কিনা একটি সময় স্বাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং সূচকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সেশন

২০

দলগত বির্তক

প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য চার সুশাসন নীতির সবগুলোই সমানভাবে গুরুত্বপূণ

সেশন

সেশন

২০

দলগত বির্তক
প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য চার সুশাসন নীতির সবগুলোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ

সময়:
২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

উপকরণ

১. অংশগ্রহণকারীদের নোট তৈরীর জন্য কাগজ ও কলম/ পেন্সিল
২. প্রত্যেক বির্তক দলের নামসহ ডেকস্টপ সাইন
৩. বির্তকের জন্য স্কোর বোর্ড
৪. বিজয়ী দলের জন্য পুরস্কার

হ্যান্ডআউট

১. হ্যান্ড আউট ৩৯: দলগত বিতর্ক প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য সুশাসন চার নীতির সবগুলোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ

উদ্দেশ্য

সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সমর্থ হবে :

- প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন সম্পর্কে তাদের শিক্ষণীয় দিকগুলো নির্ধারণ ও উপস্থাপন করতে পারবে।

ধাপসমূহ

১. ব্যাখ্যা করুন যে গ্রুপটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে এবং বির্তকের সময় কোর্স হতে প্রাপ্ত কতটুকু জ্ঞান প্রয়োগ হয় তার ওপর ভিত্তি করে আলোচনার সার/মূল্যায়ন করা হবে। প্রশিক্ষণ এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে মানিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য বির্তকটি সংশোধন করা যেতে পারে।

২. বিতর্কের বিষয়বস্তু

প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য চার সুশাসন নীতির সবগুলোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

দল গঠন না হওয়া পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীদের বিতর্কের বিষয়বস্তু অবহিত করবেন না। যে সমস্ত প্রশ্নে একমত নাও হতে পারে সে সমস্ত প্রশ্নে তর্ক করাটাই হবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিতর্কের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৩. তিনটি দল গঠন করুন। দুইটি দল বিতর্ক করবে এবং একটি দল বিচারক হবে। যদি প্রশিক্ষণটি এমন ভাষায় পরিচালনা করা হয় যেটি একজন বা ততোধিক অংশগ্রহণকারীর জন্য দ্বিতীয় ভাষা হয়, তবে প্রশিক্ষকেরা ভাষা দক্ষতা অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের দলে নিয়োগের ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারেন। যদি ভাষা দক্ষতা কোন সমস্যা না হয়ে থাকে, তাহলে অংশগ্রহণকারীদের দলগুলোর জন্য স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করার সুযোগ দিন।

৪. প্রত্যেক দলের একটি করে নাম দিন। দলগুলোর নামকরণ বিভিন্ন রং দিয়ে হতে পারে, যেমন লাল, ধূসর এবং সবুজ অথবা প্রত্যেক দলের নাম হতে পারে একটি প্রজাপতি বা ইকোসিস্টেমের মতো কোন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে।

ক. লাল ও ধূসর দলগুলোর প্রত্যেকটির চারজন করে সদস্য থাকবে। লাল ও ধূসর দল দুটি বিতর্কে অবতীর্ণ হবে।

খ. অন্যান্য অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা সবুজ দলের সদস্য হবেন। সবুজ দলটি বিতর্ক শুনে প্রত্যেক রাউন্ডে স্কোর করবেন।

৫. বিতর্কের জন্য প্রস্তুতি :

ক. সকল চার সুশাসন নীতিই প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ? এই বিষয়বস্তুর পক্ষে বিতর্ক করবে লাল দলটি।

খ. ধূসর দলটি যুক্তি দেখাবে যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য সবগুলো নীতিই সমানভাবে নয় বরং কেবলমাত্র একটি, দুইটি বা তিনটি সুশাসন নীতিই গুরুত্বপূর্ণ।

গ. প্রশিক্ষকেরা লাল ও ধূসর দলকে স্কোরবোর্ডের একটি করে কপি সরবরাহ করবে যাতে দলগুলো যুক্তি তৈরীর সময় বুঝতে পারে কিসের ভিত্তিতে তাদের স্কোর করা হবে।

ঘ. লাল ও ধূসর দল দুইটির উচিত সম্ভব হলে পৃথক জায়গায় তাদের যুক্তি প্রস্তুত করা যাতে করে তারা একে অন্যের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত না হতে পারে।

ঙ. লাল ও ধূসর দলটির যুক্তি প্রস্তুতির সময় সুবজ দলটির অন্য একটি পৃথক জায়গায় বসা উচিত যাতে করে স্কোরটি পর্যালোচনা করা যায় এবং কিভাবে তারা বিতর্কটি পর্যবেক্ষণ ও স্কোর করবেন সে বিষয়ে একমত হওয়া যায়

চ. বিতর্কযুক্তি তৈরীর সময় লাল ও ধূসর দল প্রশিক্ষণের প্রত্যেক সেশনের ফলাফল উল্লেখ করবেন এবং প্রশিক্ষণের সময় উপস্থিাপিত আলোচনা ও কেস স্টাডি হতে প্রাপ্ত উদাহরণ একই সঙ্গে তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হতে প্রাপ্ত অন্যান্য উদাহরণগুলো ব্যবহার করবেন।

ছ. লাল ও ধূসর দলের সদস্যবৃন্দ একজন নেতা নির্বাচন করবেন যিনি হয়তো বিতর্কের প্রথম রাউন্ডের উদ্বোধন অথবা বিতর্ক শেষে পঞ্চম রাউন্ডে দলগুলোর যুক্তিতর্কের স্বার সংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

ঝ. দলগুলোর প্রস্তুতির সময় প্রশিক্ষক বিতর্কের জন্য স্থান/জায়গা সেট করবেন। লাল ও ধূসর দল যারা বিতর্কে অবতীর্ণ হবেন প্রত্যেকে চার চেয়ারের সারি বরাবর বসবেন। প্রত্যেক বিতার্কিকের জন্য একটি মঞ্চ বা টেবিল থাকতে পারে অথবা বিতার্কিকরা সারি বরাবর বসতে পারেন। সবুজ দলটির এমনভাবে বসা উচিত যাতে বির্তকের সময় তারা লাল ও ধূসর দলকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন। যদি মঞ্চ বা টেবিল থাকে তাহলে এটি এমনভাবে বসানো উচিত যাতে বিতার্কিক মঞ্চ বা টেবিল থেকে সবুজ দল বরাবর থাকেন।

৬. বির্তক

ক. চারটি পর্বে বিতর্ক থাকবে এবং একটি পর্বে থাকবে সারসংক্ষেপ। প্রতিটি রাউন্ড হবে ১০ মিনিটের সেখানে প্রত্যেক দল তার যুক্তি খন্ডনের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট পাবেন।
খ. প্রথম চার পর্ব শেষে, লাল ও ধূসর দল পঞ্চম রাউন্ডের সার-সংক্ষেপ তৈরীর জন্য পাঁচ মিনিট করে সময় পাবেন।
গ. সময় পর্যবেক্ষণ এবং গতিময় বিতর্কের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষক মডারেটর হিসেবে কাজ করবেন।

৭. বিতর্কের স্কোরকরণ

৮. একটি স্কোরকার্য্য সরবরাহ করা হবে। প্রশিক্ষকদের, প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে এটা পরিবর্ধনের দরকার হতে পারে।

ক. সবুজ দলের প্রত্যেক সদস্যের দুইটি স্কোর কার্ড থাকবে। এর একটি হবে লাল দলের জন্য এবং অন্যটি ধূসর দলের।

খ. সবুজ দলটি বিতর্কের প্রতিটি রাউন্ডে উপস্থিত থেকে স্কোর করবেন এবং বিতর্ক শেষে মোট স্কোর করে বিজয়ী নির্ধারণ করবেন।

গ. লাল ও ধূসর দলের চূড়ান্ত যুক্তি খন্ডনের পর সবুজ দলটি ১০ মিনিট সময় পাবে বিতর্কের প্রতি রাউন্ডে তাদের ব্যক্তিগত স্কোর সংযোজনের জন্য। সবুজ দলটি বিতর্কের প্রতি রাউন্ডে প্রত্যেক দলের মোট স্কোর(১) এবং প্রতি দলের সর্বমোট স্কোর(২) তৈরী করবেন। এছাড়াও সবুজ দলটি সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য করবেন যেগুলো তাদের প্রত্যেক রাউন্ডে প্রাপ্ত স্কোর ও সর্বমোট স্কোরকে ব্যাখ্যা করবে।

ঘ. প্রশিক্ষকদের স্কোরকার্ডটি একটি ফ্লিপ চার্টে বসানো উচিত যাতে প্রত্যেক দল সেটি দেখতে পাবে। সবুজ দলটি ফ্লিপচার্টে প্রতি রাউন্ডের মোট স্কোর বসাবেন এবং প্রতি রাউন্ডে স্কোর করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।

৯. পুরস্কার বিতরণ ঃ
সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত দলটিকে বিতর্কের বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে। সবুজ দল বিজয়ী দলের সদস্যদের পুরস্কৃত করবেন।

১০. প্রশিক্ষক বিতর্কের উপর মন্তব্য আহবান করবেন এবং গ্রুপের সাথে আলোচনা করবেন

সেশন ২০ : বিতর্কের স্কোর কার্ড

নম্বর দেবার ক্ষেত্র	রাউন্ড ১	রাউন্ড ২	রাউন্ড ৩	রাউন্ড ৪	রাউন্ড ৫
যুক্তিতর্ক/ মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত					
অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ এবং প্রশিক্ষণ থেকে গৃহীত কেস স্টাডিগুলো যেগুলো যুক্তিতর্কে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।					
সুশাসন কাঠামোর মূলনীতিসমূহ এবং/অথবা উপাদান সমূহ সেগুলো যুক্তিতর্কে বিশেষ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।					
যুক্তিতর্কের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ আছে।					
মোট					

বিতর্কের স্কোরবোর্ড ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা সমূহ:

১. সবুজ দলের প্রত্যেক সদস্য প্রতি দলের উপস্থাপনাকারীদের স্কোর কার্ডে পাঁচটি মতামতের (ফ্যাক্টরের) ভিত্তিতে স্কোর করবেন।

২. প্রতি রাউন্ডে প্রত্যেক ফ্যাক্টরের জন্য স্কোর করুন ০-৩ পর্যন্ত

৩. প্রতি রাউন্ড শেষে সবগুলো স্কোর যোগ করুন।

৪. বিতর্ক শেষে প্রতি দলের চূড়ান্ত স্কোর বের করার জন্য সবগুলো রাউন্ডের সর্বমোট স্কোর যোগ করুন।

হ্যান্ডআউট
৩৯

প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য চার মূলনীতির সবগুলোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১. তিনটি গ্রুপ গঠন করুন : লাল, ধূসর ও সবুজ।

ক. লাল ও ধূসর গ্রুপের চারজন করে সদস্য থাকবে। লাল ও ধূসর গ্রুপ বিতর্ক করবে।

খ. অন্যান্য অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থীরা সবুজ দলের সদস্য হবে। সবুজ গ্রুপটি হবে রেফারেন্স গ্রুপ যে বিতর্ক শুনবে ও স্কোর করবে।

২. বিতর্কের জন্য প্রস্তুতি :

ক. প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য সকল চার নীতির সবগুলোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়বস্তুর পক্ষে লাল গ্রুপটি যুক্তিতর্ক করবে।

খ. ধূসর দলটি যুক্তি দেখাবে যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসনের জন্য সবগুলো নীতিই সমানভাবে নয় বরং কেবলমাত্র একটি, দুইটি বা তিনটি সুশাসন নীতিই গুরুত্বপূর্ণ।

গ. বিতর্কযুক্তি তৈরীর সময় লাল ও ধূসর দল প্রশিক্ষণের প্রত্যেক সেশনের ফলাফল উল্লেখ করবেন এবং প্রশিক্ষণের সময় উপস্থাপিত আলোচনা ও কেস স্টাডি হতে প্রাপ্ত উদাহরণ একই সঙ্গে তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হতে প্রাপ্ত অন্যান্য উদাহরণগুলো ব্যবহার করবেন।

ঘ. লাল ও ধূসর দলের সদস্যবৃন্দ একজন নেতা নির্বাচন করবেন যিনি হয়তো বিতর্কের প্রথম রাউন্ডের উদ্বোধন অথবা বিতর্ক শেষে পঞ্চম রাউন্ডে দলগুলোর যুক্তিতর্কের স্বার সংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

৩. বিতর্ক :

ক. চারটি পর্বে বিতর্ক থাকবে এবং একটি থাকবে সার-সংক্ষেপ পর্ব।

খ. ১-৪ রাউন্ডের সময় বিতর্ক দলের সদস্যরা অবশ্যই পূর্ববর্তী বিতার্কিকের পয়েন্টগুলো শুনবেন এবং তাদের মধ্য থেকে অন্তত একজন জবাব দিবেন। এইক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথম বিতার্কিকের পয়েন্টগুলো শুনবেন এবং তাদের মধ্য থেকে অন্তত একজন জবাব দিবেন। এইক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথম বিতার্কিক অংশ নিতে পারবে না।

গ. প্রতি রাউন্ড হবে ১০ মিনিটের যেখানে প্রত্যেক দল ৫ মিনিট সুযোগ পাবে তাদের যুক্তি ও সারাংশ উপস্থাপনের।

নোট

প্রশিক্ষণার্থী ফিডব্যাক ফরম

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম : প্রাকৃতিক সম্পদের সুশাসন

তারিখ :

অংশগ্রহণকারীর নাম
(ঐচ্ছিক) :

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য রাখবেন যে আপনার গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে মূল্যবান কারণ এটি আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান পর্যালোচনা করতে এবং পরবর্তীতে আরও কার্যকর করে ও উন্নত প্রশিক্ষণ করতে সহায়ক হবে। দয়া করে প্রতিটি প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং স্বর্তস্ফুর্তভাবে উদাহরণ ও মন্তব্য সহকারে (যদি সম্ভব হয়) উত্তর দিন।

সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয়া অবশ্যই বাঞ্চনীয় :

১. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুসমূহ						
		জোড়ালো ভাবে সম্মত	সম্মত	সম্মত/অসম্মত কোনটিই নয়	অসম্মত	জোড়ালোভাবে অসম্মত
১.১	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্যসমূহ পরিস্কার ছিল	☐	☐	☐	☐	☐
১.২	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সাথে বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক ছিল	☐	☐	☐	☐	☐
১.৩	প্রশিক্ষনের সময়সীমা সঠিক ছিল।	☐	☐	☐	☐	☐
মন্তব্য						

২. সঞ্চালকবৃন্দ/সহায়কবৃন্দ						
		জোড়ালো ভাবে সম্মত	সম্মত	সম্মত/অসম্মত কোনটিই নয়	অসম্মত	জোড়ালোভাবে অসম্মত
২.১	বিষয়বস্তু সম্পর্কে খুবই যোগ্য	☐	☐	☐	☐	☐
২.২	স্পষ্ট ও যুক্তি সম্মত সেশন পরিচালনা করেন।	☐	☐	☐	☐	☐
২.৩	ভালভাবে সংগঠিত ও প্রস্তুতি আছে।	☐	☐	☐	☐	☐
২.৪	যথাযথ সময়ে উপকরন উপস্থাপন করেছেন।	☐	☐	☐	☐	☐
২.৫	অংশগ্রহনকারীদের উদ্বুদ্ধকরনে পারঙ্গম।	☐	☐	☐	☐	☐
২.৬	ভালভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন চাহিদা ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন	☐	☐	☐	☐	☐
মন্তব্য						

৩. প্রশিক্ষণ কোর্সের অনুশীলন						
		জোড়ালো ভাবে সম্মত	সম্মত	সম্মত/অসম্মত কোনটিই নয়	অসম্মত	জোড়ালোভাবে অসম্মত
৩.১	পর্যাপ্ত, স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক ছিল	☐	☐	☐	☐	☐
৩.২	চাকরি/কর্মক্ষেত্রে উপকারী হবে	☐	☐	☐	☐	☐
মন্তব্য						

৪. প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ						
		জোড়ালো ভাবে সম্মত	সম্মত	সম্মত/অসম্মত কোনটিই নয়	অসম্মত	জোড়ালোভাবে অসম্মত
৪.১	পর্যাপ্ত, স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক ছিল	☐	☐	☐	☐	☐
৪.২	চাকরি/কর্মক্ষেত্রে উপকারী হবে	☐	☐	☐	☐	☐
মন্তব্য						

৫. পরিবেশ (প্রশিক্ষণ স্থান, আবাসন ও অন্যান্য উপকরণ)						
		জোড়ালো ভাবে সম্মত	সম্মত	সম্মত/অসম্মত কোনটিই নয়	অসম্মত	জোড়ালোভাবে অসম্মত
৫.১	স্থান, বসার ব্যবস্থা, কক্ষ তাপমাত্রা ও আলোর ব্যবস্থা ছিল শেখার জন্য সহায়ক	☐	☐	☐	☐	☐
৫.২	সকল প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সহায়তা ছিল সন্তোষজনক	☐	☐	☐	☐	☐
৫.৩	আবাসন ছিল সন্তোষজনক এবং প্রশিক্ষণ স্থানের নিকটবর্তী ছিল	☐	☐	☐	☐	☐
৫.৪	খাবার ও নাস্তা ছিল সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যা হয়নি	☐	☐	☐	☐	☐
মন্তব্য						

৬. কাজের সহায়ক/ উপযোগী পরিবেশ						
		জোড়ালো ভাবে সম্মত	সম্মত	সম্মত/অসম্মত কোনটিই নয়	অসম্মত	জোড়ালোভাবে অসম্মত
৬.১	শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা আমার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ বর্তমানে অনুকূল রয়েছে।	☐	☐	☐	☐	☐
মন্তব্য						
৭. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে আরও কার্যকর করার মাধ্যমে এটিকে উন্নত করতে আপনার কি কোন পরামর্শ আছে?						
৮. নিবন্ধনের সময় আপনি যা ব্যক্ত করেছিলেন তার তুলনায় আপনি কর্মসূচীটির উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন?						
৯. সংগঠকদের প্রতি অন্য কোন বার্তা আছে ?						

IUCN Asia Regional Office
63 Sukhumvit Soi 39, Klongtan, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: +66-2-662-4029
Email: asia@iucn.org
Website: www.iucn.org/asia

RECOFTC
The Center for People and Forests
P.O. Box 1111, Kasetsart University, Pahonyothin Road,
Bangkok 10903, Thailand
Tel: +66-2-940-5700
Email: info@recoftc.org
Website: www.recoftc.org

SNV Netherlands Development Organisation
6th Floor, Building B, La Thanh Hotel,
218 Doi Can street, Ba Dinh district,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 38463791
Email: asia@snvworld.org
Website: www.snvworld.org

DFID, 1 Palace Street
London, SW1E 5HE
enquiry@dfid.gov.uk
www.dfid.gov.uk